প্রকাশনার ৯৫ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

Fortnightly The Ahmadi

Since 1922

নব পর্যায় ৮০ বর্ষ | ২য় সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ শ্রাবণ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ | ৭ যিলক্বদ, ১৪৩৮ হিজরি | ৩১ ওফা, ১৩৯৬ হি. শা. | ৩১ জুলাই, ২০১৭ ঈসাব্দ

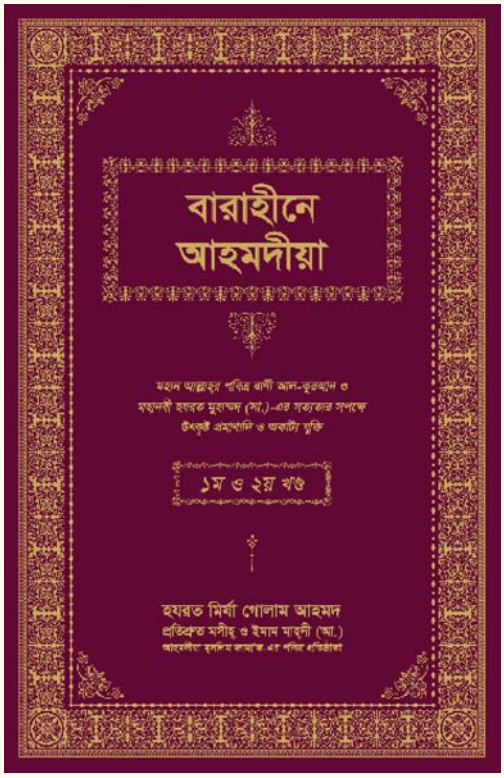

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার প্রকাশ হয়।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফুর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

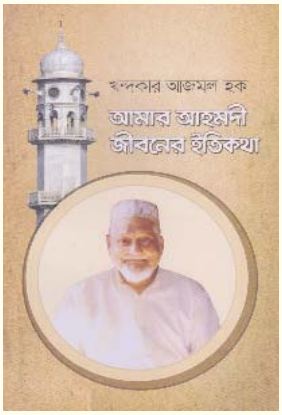

খন্দকার আজমল হক সাহেব জামা'তের একজন প্রবীণ ব্যক্তিত্ব। বহুকাল যাবত বিভিন্ন সেবা দ্বারা জামা'তের খেদমত করে চলেছেন। লিখেছেন **'কুরআন ও জীবন'** নামক একটি অনন্য পুস্তক। বলা যায়, বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি আহমদীর ঘরে এই বইটি রয়েছে যার মাধ্যমে তারা প্রতিনিয়ত উপকৃত হচ্ছেন।

বাংলাদেশ জামা'তের এই নিষ্ঠাবান সেবকের জীবনীমূলক বই **'আমার আহমদী জীবনের ইতিকথা'** প্রকাশিত হয়েছে। জামা'তের নতুন সেবকদের জন্য এটি একটি প্রেরণামূলক পুস্তক।

পুস্তকটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। যার মূল্য ৫০/- টাকা মাত্র। জামা'তের সকলকে বইটি অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

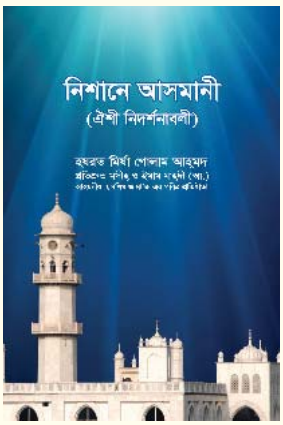

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) **'নিশানে আসমানী'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৬ সালে প্রণয়ন করেন।

এ বইটির মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঐ সব বুযূর্গের মধ্য হতে দুইজন বুযূর্গ মজযুব গোলাব শাহ্ এবং নেয়ামতউল্লাহ্ ওলী'র সেসমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন যা ইমাম মাহ্দী আগমনের লক্ষণাবলী ও সত্যতা প্রকাশ করে।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

"Love For All, Hatred For None."
Hakim Watertechnology
"Best Water, Best Life"

House hold/Official
Commercial/Industrial
Pet Bottling
46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

অবাধ্য আত্মাকে জবাই করাই হলো প্রকৃত কুরবানী

কুরবানী: মন্দ কর্মে প্ররোচিতকারী অবাধ্য আত্মাকে জবাই করে–

সেই ইবাদত যা পরকালের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে তা হলো, নফসে আম্মারা অর্থাৎ অবাধ্য আত্মাকে জবাই করা। আর এই আত্মা যা মন্দকর্ম করায় বিশেষভাবে উদ্দীপিত করে আর এই নফসে আম্মারা হলো এমন এক নির্দেশদাতা, যে সর্বক্ষণ মন্দ ও অন্যায় কর্মের আদেশ দিতে থাকে। অতএব, কুরবানীকারী মন্দকর্মের নির্দেশদাতা নফসে আম্মারা-কে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিচ্ছিন্নকারী ছুরি দিয়ে জবাই করে দেয়। (খুতবায়ে ইলহামীয়া, পৃ: ৩৫)

কুরবানী আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের বাহন

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন, 'প্রকৃত কুরবানী হলো এমন এক বাহন যা খোদা তা'লার নৈকট্যে পৌঁছায়। আর ভয়, শঙ্কাকে প্রশমিত করে কুরবানীদাতার বিপদাবলী নির্বাসিত করে ছাড়ে। এজন্য কুরবানী যথার্থই আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যলাভের মাধ্যম। (খুতবা ইলহামীয়া, পৃ: ৪৪-৪৫)

কুরবানী: জীবন ও মরণ-কে জুড়ে দেয়

অতএব, ঐ গোপন রহস্যের প্রতি খোদা তা'লার কালাম ইঙ্গিত দেয়, চির সত্যের ধারক যিনি। তিনি তাঁর রাসূল (সা.)-কে নির্দেশ করে বলেন ঐসব লোকদেরকে বলে দাও যে, "আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার কুরবানী, আমার জীবিত থাকা, আর আমার মৃত্যুবরণ করা সবটাই খোদা তা'লার জন্য, যিনি জগতসমূহের অধিপতি"।

অতএব অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য কর **নুসক** (কুরবানী) শব্দটিতে **হায়াত** (জীবন) ও **মুমাত** (মরণ) শব্দ দু'টিকে সঠিক ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে কত সুন্দর ও সঠিকভাবে একই সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। (খুতবায়ে ইলহামীয়া, পৃ:৪৩)। অর্থাৎ মরণেই জীবনের উত্থান।

গৃহীত কুরবানী এক সচল ধারা: মহান এক পুরস্কার

কুরবানীর প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করে স্বচ্ছ অন্তরে নিষ্ঠাপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে কুরবানী করলে কুরবানী দাতা নিজেকে, নিজের পুত্রদেরকে ও পৌত্রদেরকেও কুরবানীতেই অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে। আর একারণে তার জন্য সম্মানিত মহান এক পুরস্কার নির্ধারিত হয়ে যায় যেমনটা লাভ হয়েছিলো হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর তাঁর প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। (খুতবায়ে ইলহামীয়া, পৃ:৪৪)। আর পরিণামে জগত পেয়েছে রহমাতুল্লিল আলামীন (সা.)-কে।

পবিত্র এই কুরবানীর ঈদ, আমাদের করা পশু কুরবানীকে ছাপিয়ে প্রকৃত অর্থেই আমাদের নফসের কুরবানী হয়ে উঠুক আর মহান আল্লাহ্ তা'লা তা গ্রহণ করে আমাদেরকে হযরত ইব্রাহীম (আ.) করা কুরবানীর পুরস্কারের ভাগী করুন। আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন আল্লাহ্ প্রদত্ত মহান পুরস্কারে উদ্ভাসিত হোক।

সকলকে আগাম ঈদ মুবারক

ঈদুল আযহার আগাম শুভেচ্ছা

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ঈদ মুবারক। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মহান পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর অনন্য আত্মোৎসর্গের মহিমায় সকলে উদ্ভাসিত হোন এই কামনা করি এবং সেই সাথে পবিত্র ঈদুল আযহা সবার জীবনে বয়ে আনুক অনেক অনেক আনন্দ আর কল্যাণ।

–সম্পাদক

সূচিপত্রে

৩১ জুলাই, ২০১৭

কুরআন শরীফ	৩
হাদীস শরীফ	৪
অমৃত বাণী	৫
'বারাহীনে আহমদীয়া' (৩য় খণ্ড) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)	৬
এযালায়ে আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)	১২
লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ জুমুআর খুতবা	১৫
লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ **জুমুআর খুতবা**	২০
বিশ্বশান্তি : সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান হযরত মির্যা তাহের আহমদ	২৬
কলমের জিহাদ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	২৮
কয়েকটি জরুরী কুরআনী দোয়া সংকলনে- খন্দকার আজমল হক	৩০
আমি কিভাবে আহমদী হলাম মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান (সিদ্দীকী)	৩৪
ভ্রমণ- ঐতিহ্যের বুড়িগঙ্গায় কিছুক্ষণ মাহমুদ আহমদ সুমন	৩৭
সংবাদ	৩৯
মানব জাতির সুরক্ষায় এক সতর্কবাণী	৪৬
পর্দা সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্-র দিক নির্দেশনা	৪৭
আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ করুন	৪৮

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা আল হাজ্জ-২২

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ
لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ
عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا
فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ؕ
كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ﴿۳۷﴾

৩৭। আর যেসব কুরবানীর উটকে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহ-নির্ধারিত পবিত্রতার প্রতীকসমূহের অন্তর্গত করে দিয়েছি তোমাদের জন্য সেগুলোতে কল্যাণ রয়েছে। অতএব সারিতে দাঁড় করিয়ে সেগুলোর উপর আল্লাহর নাম নাও। আর (জবাই করার পর) সেগুলো যখন (মাটিতে ঢলে পড়ে তখন তা থেকে খাও, স্বল্পে তুষ্ট (অভাবী)দেরও খাওয়াও এবং সাহায্যপ্রার্থীদেরও (খাওয়াও)[১৯৫৪]।

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا
وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ
سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا
هَدٰىكُمْ ؕ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۳۸﴾

৩৮। এগুলোর মাংস ও এগুলোর রক্ত কখনো আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, বরং তাঁর কাছে তোমাদের তাকওয়া পৌঁছে[১৯৫৫]। এভাবেই তিনি এগুলোকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন যেন তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, কারণ তিনি তোমাদের হেদায়াত দান করেছেন। আর তুমি সৎকর্মপরায়ণদের সুসংবাদ দাও।

১৯৫৪। কুরবানীর জন্য মক্কায় উটগুলোকে যবাই করা এরূপ এক প্রতীক যে, মানুষ তার স্রষ্টা এবং প্রভুর পথে জীবন দিতে প্রস্তুত, যেমন করে উটগুলো তাদের নিজ মালিকের জন্য প্রাণ দেয়। এটাই কুরবানীর চরম উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। আয়াতে উল্লিখিত অপর উদ্দেশ্যসমূহ দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। যখন সে একটি পশুকে কুরবানী করে তখন তা হজ্জযাত্রীকে স্মরণ করিয়ে দেয়, এ হচ্ছে আল্লাহর এক নিদর্শনস্বরূপ। এই আয়াত আরো প্রমাণ করে, কুরবানীকৃত পশুর গোশত সঠিকভাবে বণ্টন করা উচিত যেন অপচয় না হয়।

১৯৫৫। তফসীরাধীন আয়াত কুরবানীর প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এর অভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর সমুজ্জ্বলভাবে আলোকপাত করেছে। এটি এই সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রদান করে, কুরবানীর বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপ আল্লাহ তা'লাকে সন্তুষ্ট করে না বরং এই অনুষ্ঠানের পশ্চাতে তাকওয়া, প্রেরণা ও অন্তর্নিহিত শক্তিই তাঁকে খুশী করে। কুরবানীকৃত পশুর মাংস এবং রক্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছে না, অন্তরের তাকওয়াই কেবল তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য। তাদের নিকট আপন ও প্রিয় যা কিছু আছে আল্লাহ তা'লা তার সর্বপ্রকারের কুরবানী তলব করেন এবং গ্রহণ করে থাকেন- আমাদের পার্থিব সহায়-সম্পদ, প্রিয় ভাবাদর্শ, আমাদের সম্মান, এমনকি নিজ জীবন পর্যন্ত। বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ তা'লা পশুর রক্ত ও মাংস আমাদের নিকট চান না এবং আশাও করেন না। কিন্তু তিনি আমাদের আত্মোৎসর্গ চান। তবে এটা মনে করা ভুল হবে, যেহেতু বাহ্যিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের আড়ালে সক্রিয় মনোভাবই গুরুত্বপূর্ণ, সেজন্য বাহ্যিক কর্মানুষ্ঠানের কোন মূল্য নাই। এও সত্য, কুরবানীর বাহ্যিক ক্রিয়া খোসাস্বরূপ এবং এর অভ্যন্তরীণ প্রেরণা তার শাঁস। অনুরূপভাবে কোন বস্তুর দেহাবরণ তার শাঁস বা সারাংশের মতই অতি জরুরী। কারণ কোন আত্মা দেহ ছাড়া থাকে না এবং কোন শাঁস খোসা ছাড়া থাকতে পারে না।

হাদীস শরীফ

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য হজ্জ ফরজ করেছেন

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন, 'হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের ওপর হজ্জ ফরজ করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্জব্রত পালন কর।' এমন সময় হযরত আকরা বিন হারেস (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এটা কি প্রত্যেক বছরের জন্য?' হুযূর (সা.) বললেন, যদি আমি হাঁ বলতাম তবে তা ফরয হয়ে যেত, আর যদি ফরয হয়ে যেত তাহলে কষ্টের কারণে তোমরা তা সম্পাদন করতে না এবং করতে পারতেও না। হজ্জ একবার। যে তার অধিক করল, সে স্বেচ্ছামূলক নফল কাজ করল।' (আহমদ, নিসাঈ ও দারেমী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা,) বর্ণনা করেছেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হজ্জ কিসে ফরয হয়?' হুযূর (সা.) জবাব দিলেন 'পথের পাথেয় এবং বাহনের নিশ্চয়তা থাকলে।' (তিরমিযী ইবনে মাজাহ)

হযরত আবু রজীন উকাইলী (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি একদা হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর নিকট গিয়ে বললেন! আমার পিতা অতিবৃদ্ধ। সে হজ্জ ও উমরাহ করার ক্ষমতা রাখে না এবং বাহনেও বসতে পারে না।' হুযূর (সা.) বললেন, 'তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ ও উমরাহ পালন কর।' (তিরমিযী আবু দাউদ ও নিসাঈ)

হযরত আসেম ইবনে সুলায়মান বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আনাস ইবনে মালেককে 'সাফা' ও 'মারওয়া' সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলে তিনি (রা.) বলেছিলেন, "(ইসলামের প্রারম্ভে) আমরা মনে করতাম এ দুটির মধ্যে 'তাওয়াফ' করা জাহেলী রেওয়াজ মাত্র। তাই আল্লাহ্ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন, 'সাফা ও মারওয়া তাওয়াফ' করা আল্লাহ্‌র নির্দেশগুলোর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ অথবা উমরাহ্ করবে সে যদি এ দুটির তওয়াফ করে তবে তাতে তার গোনাহ্ হবে না" (বুখারী)।

'হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের ওপর হজ্জ ফরজ করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্জব্রত পালন কর।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, "ইসলামের প্রাথমিক যুগে লোকে মনে করত যে, হজ্জের সময় ব্যবসা করা পাপ। পরবর্তীতে এ আয়াত নাযেল হয়, 'তোমাদের জন্য কোন পাপ নয় যে, (হজ্জের দিনগুলোতে) তোমাদের নিজেদের প্রভুর অনুগ্রহের অনুসন্ধান কর। (২ : ১৯৯) (বুখারী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, "ইয়েমেনবাসীরা হজ্জ করত কিন্তু পাথেয় সঙ্গে আনত না এবং বলত, 'আমরা আল্লাহ্‌র ওপর ভরসাকারী।' কিন্তু যখন মক্কায় পৌঁছাত, তখন মানুষের নিকট ভিক্ষা চাইত। তখন আল্লাহ্ এই আয়াত নাযিল করলেন, 'পাথেয় সঙ্গে লও, আর উত্তম পাথেয় হল তাক্‌ওয়া (অর্থাৎ অন্যের নিকট না চাওয়া)" (বুখারী)।

অমৃতবাণী

অশুভ পরিণতির পথ বেছে নিও না

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে মুসলমানগণ! অশুভ পরিণতির পথ বেছে নিও না। হে পুণ্যবানদের উত্তরসূরীগণ! তোমরা ইবলীসের হাতের ক্রীড়নক সেজো না। তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কেন পবিত্রতা অবলম্বন করছো না? দেখ, খোদা বিভিন্ন ভাবে বান্দার নিকটে আসেন আর তাঁর অনুগ্রহ বহুমুখী। তাঁর সবচেয়ে মহান নৈকট্যের সময় যখন আসে তখন মানুষ জাগ্রত হয়। অবাধ্যরা ছাড়া বাকী সবাই তাঁর আবির্ভাবের সময় সচেতন হয়ে যায়। তত্ত্বজ্ঞানীরা ভালভাবে জানেন, খোদার প্রত্যেক অবতরণের একটি উদ্দেশ্য ও একটি উপলক্ষ্য থাকে। খোদার সবচেয়ে মহান বিকাশ বিদ্রোহীদের ছড়ানো অগ্নি নির্বাপণের লক্ষ্যে মানুষের জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা সহকারে ঘটে থাকে। কিন্তু যারা মূর্তি পূজায় রত তারা তাঁকে অস্বীকার করে, গালি দেয় এবং কাফের আখ্যায়িত করে। এ যে এক স্বর্গীয় কল্যাণধারা তারা তা জানে না। যারা ভ্রষ্ট, অজ্ঞ ও সন্দেহবাদীদের কথাকে ঘৃণা করে তাদের জন্য তা নিশ্চিত নিরাময়ের কারণ। অতএব আল্লাহ্ তাআলা যুগের রোগ-ব্যাধির নিরিখে তাঁদেরকে জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেক প্রদান করেন, যার মাধ্যমে তারা প্রশান্তি লাভ করেন। সে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি যেন একান্ত মোলায়েম ও সতেজ ফল এবং বহমান ঝর্ণা যা থেকে তাঁরা আহার ও পান করেন।

সারকথা হলো, মাহদী হলেন পাপের বন্যার মুখে সংশোধনকারী সংস্কারক আর সর্বশক্তি ও নিষ্ঠা উজার করা মানবকূল প্রভুর শিক্ষার প্রচারক। তাঁকে প্রতিশ্রুত মাহদী, যুগ ইমাম এবং বিশ্ব জগতের প্রভু আল্লাহ্‌র 'খলীফা' নাম দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রকাশ্য রহস্য যা আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন তা হলো, শেষ যুগে ইসলামের ওপর নানা বিপদাপদ নেমে আসবে এবং এক নৈরাজ্যবাদী জাতির উদ্ভব হবে যারা প্রত্যেক উঁচু স্থান থেকে ধেয়ে আসবে। তিনি তাঁর উক্তি 'প্রত্যেক উঁচু স্থান' দ্বারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, তারা সব উর্বর ও পতিত ভূমির অধিপতি হবে এবং সব দেশ ও শহরকে পরিবেষ্টন করবে। তারা পুণ্যবান এবং পাপীদের সব গোত্রের মাঝে সর্বত্র এক সর্বগ্রাসী কদাচার ছড়াবে। মানুষকে এরা বিভিন্ন ছল-চাতুরী এবং ধ্বংসাত্মক প্রতারণার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করবে। বিভিন্ন প্রকারের মিথ্যা রটনা এবং অপবাদ আরোপের মাধ্যমে ইসলামের চেহারায় কলঙ্ক লেপন করবে। সব দিক থেকে উপর্যুপরি অন্ধকার প্রকাশ পাবে। এর ফলশ্রুতিতে ইসলাম ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত হবে। ভ্রষ্টতা, মিথ্যা এবং প্রতারণা বৃদ্ধি পাবে, ঈমান হারিয়ে যাবে, শুধু বড় বড় দাবী এবং বাহ্যিক চাকচিক্য বাকী রয়ে যাবে। এক পর্যায়ে সোজা রাস্তা দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাবে আর সনাতন রাজপথ অজানা অচেনা লাগবে। তারা সঠিক পথ অবলম্বন করবে না, তাদের পা পিছলে যাবে এবং কু-প্রবৃত্তি তাদের ওপর রাজত্ব করবে। মুসলমানদের মাঝে অনেক মতভেদ ও শত্রুতা বিরাজ করবে এবং এরা পঙ্গপালের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। এদের মাঝে ঈমানের কোন জ্যোতি ও তত্ত্বজ্ঞানের কোন লক্ষণ অবশিষ্ট থাকবে না বরং এদের অধিকাংশ পশুবৎ বা নেকড়ে ও সাপের মত হয়ে যাবে যারা ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন। এ সবকিছু ইয়া'জুজ মা'জুজের প্রভাবে হবে। মানুষ পক্ষাঘাত কবলিত অঙ্গের মত বরং একেবারে মরার মত হয়ে যাবে।

অধুনা, মৃত্যু ও ভ্রষ্টতার সমুদ্র যখন উত্তাল, মানুষ উন্মাদের ন্যায় যখন তুচ্ছ পৃথিবীর পিছনে ছুটছে এবং মহা প্রতাপের অধিকারী প্রভুর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, এহেন পরিস্থিতিতে কোন বাহ্যিক শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাঁর পরম শক্তিমত্তা ও রবুবিয়তের (অর্থাৎ লালন পালনের বৈশিষ্ট্য) গুণে আদম সৃষ্টির আদলে এক অনুগত দাস সৃষ্টি করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর নাম রেখেছেন আদম। অতএব আল্লাহ্ তাআলা আদম সৃষ্টি করে তাঁকে ঐশী বৈশিষ্ট্যাবলীর জ্ঞান দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন। তাঁকে মাহ্‌দী নিযুক্ত করেছেন এবং তাঁকে ভালমন্দের প্রখর বিচারশক্তি দান করেছেন। (সির্‌রুল খিলাফাহ্, পৃঃ ৫৮-৫৯ থেকে উদ্ধৃত)

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

৩য় খণ্ড

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

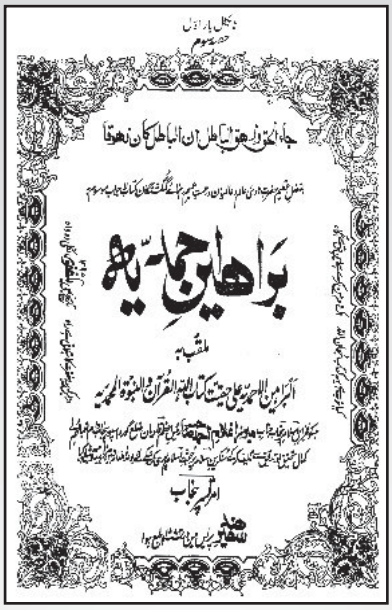

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(৩২তম কিস্তি)

(টিকা ১১ চলমান)

চতুর্থ সন্দেহ:

তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণতা যদি ইলহামী গ্রন্থের ওপরই নির্ভরশীল হয়ে থাকে তাহলে অন্য কারও মুখাপেক্ষী না হয়ে সরাসরি তত্ত্বজ্ঞানের পরম মার্গে পৌঁছা ও ঐশী কল্যাণরাজি লাভের জন্য সকল আদম-সন্তানের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে ইলহাম হওয়া যুক্তিযুক্ত ছিল! কেননা, ইলহাম প্রাপ্তি যদি বৈধ বিষয় হয়ে থাকে তাহলে প্রত্যেক মানুষের ইলহাম লাভ করা বৈধ, আর যদি বৈধ না হয়, তাহলে কোন মানুষেরই ইলহাম লাভ করা বৈধ নয়!

উত্তর:

ইলহাম লাভের জন্য সামর্থ্য ও যোগ্যতা হলো শর্ত। এমন নয় যে, যদু-মধু সবাই খোদা তা’লার পয়গম্বর হয়ে যাবে এবং সবার প্রতিই ঐশী-বাণী অবতীর্ণ হয়ে যাবে! এদিকে আল্লাহ তা’লা পবিত্র কুরআনে নিজেই ইঙ্গিত করেছেন, আর তাহলো–

وَإِذَا جَآءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ أُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ ۘ اَللّٰهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

(সূরা আল আনআম:১২৫)

অর্থাৎ কুরআনের সত্যতা প্রকাশের জন্য যখন কাফিরদের কোন নিদর্শন দেখানো হয়, তখন তারা বলে, যতক্ষণ স্বয়ং আমাদের প্রতি ঐশী গ্রন্থ অবতীর্ণ না হবে, ততক্ষণ আমরা আদৌ ঈমান আনব না। কোন্ স্থানে আর কোন্ জায়গায় রসূল নিযুক্ত করবেন, খোদা তা খুব ভালভাবে জানেন। অর্থাৎ যোগ্য-অযোগ্য কে? তিনি চেনেন, আর যোগ্যতর ব্যক্তির প্রতি এলহামের কল্যাণধারা অবতীর্ণ করেন।

এই সংক্ষিপ্ত কথার বিস্তারিত বিবরণ হলো, নিরঙ্কুশ প্রজ্ঞা, অর্থাৎ মানব সত্তাকে খোদা তা’লা বিভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন আর সকল আদম সন্তানের প্রকৃতি এমন একটি রেখার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বানিয়েছেন, যার একটি দিক পরম উচ্চতায় অবস্থিত আর অপর প্রান্ত অবস্থিত খুবই নিম্ন পর্যায়ে। উঁচু প্রান্তে, সেসব পবিত্রাত্মার মানুষ রয়েছেন যাদের সামর্থ্য ও শক্তি-বৃত্তি তাঁদের স্বতন্ত্র পদমর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে পরম মার্গের। আর নিচের দিকে যেসব লোক রয়েছে, তারা এমন অধঃপতিত স্থান পেয়েছে যে, প্রায় কাণ্ডজ্ঞানহীন পশুর স্তরে নেমে গেছে। মধ্যবর্তী পর্যায়ে সেসব লোক রয়েছে, যারা বিবেক-বুদ্ধির ক্ষেত্রে মধ্যম শ্রেণির। এর প্রমাণস্বরূপ ভিন্ন-ভিন্ন যোগ্যতা ও শক্তি-বৃত্তির অধিকারী মানুষের দৃষ্টান্ত দেখাই যথেষ্ট।

কেননা, কোন বিবেকবান একথা অস্বীকার করতে পারে না যে, মানুষ তার বিবেক-বুদ্ধি, তাকওয়া ও খোদাভীরুতার ক্ষেত্রে খোদাপ্রেমের ভিন্ন ভিন্ন পদমর্যাদায়

রয়েছে। যেভাবে প্রকৃতির নিয়মের অধীনে কেউ সুন্দর আর কেউ কুৎসিত, কেউ দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন আর কেউ অন্ধ , কেউ দুর্বল দৃষ্টিসম্পন্ন আর কেউ প্রখর , কেউ দুর্বল দৈহিক গঠন আর কেউ নিখুঁত দৈহিক গঠন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, অনুরূপভাবে মানসিক শক্তি-বৃত্তি এবং অন্তরের জ্যোতির ক্ষেত্রে মর্যাদাগত তারতম্য পরীক্ষিত ও জানা একটি বিষয়। অবশ্য এটি সত্য কথা যে, কেউ যদি উম্মাদ এবং কান্ডজ্ঞানশূন্য না হয়ে থাকে, তাহলে বুদ্ধি, তাকওয়া ও খোদাপ্রেমের ক্ষেত্রে সে উন্নতি করতে পারে। কিন্তু এ কথা ভালভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন ব্যক্তি তার যোগ্যতার পরিধি বা গন্ডির বাইরে উন্নতি করতে পারে না।

প্রকৃতিগতভাবে মানসিক শক্তি-বৃত্তিতে যে একেবারেই দুর্বল, যেমন আমাদের দেশের এমন একজন অপূর্ণাঙ্গ মানুষ রয়েছে, যাকে সাধারণ লোক 'দওলে শা'র অর্থাৎ ইঁদুর আখ্যা দিয়ে থাকে, এমন লোকের শিক্ষা-দীক্ষার যতই চেষ্টা করা হোক না কেন আর যতবড় দার্শনিককেই তার শিক্ষক নিযুক্ত করা হোক না কেন– জানা কথা যে, সে সেই প্রকৃতিগত সীমার বাইরে উন্নতি করতে পারবে না, যা খোদা তার জন্য নির্ধারণ করেছেন। যোগ্যতার গন্ডি সঙ্কীর্ণ বা সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণে সে সেসব মহান মার্গে আদৌ পৌছুতে পারবে না, যে পর্যায়ে কেবল একজন ব্যাপক শক্তি-বৃত্তির অধিকারী ব্যক্তি পৌছুতে পারে। এটি এমন এক স্পষ্ট বিষয়, আমি ভাবতেই পারি না যে, কোন বিবেকবান ব্যক্তি এ সম্পর্কে চিন্তা- ভাবনা করবে আর এরপরও তা অস্বীকার করবে! অবশ্য বিবেক-বুদ্ধির জোয়াল যে ব্যক্তি পুরোপুরী বিসর্জন দেয় সে যদি অস্বীকার করে তাহলে আশ্চর্যের কিছু নেই।

এটি জানা কথা যে, বিবেক-বুদ্ধির ক্ষেত্রে মানুষে-মানুষে যদি তারতম্য না থাকতো, তাহলে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন ও আহরণে পার্থক্য থাকবে কেন? কিছু মানুষের মস্তিস্ক অন্যদের চেয়ে উর্বর বেশী হয় কেন? অথচ যারা পেশাজীবি, শিক্ষাবিদ ও প্রশিক্ষক, তাঁরা এ বিষয়টি খুব ভাল বুঝেন যে, কোন কোন ছাত্র প্রকৃতিগতভাবে এমন মেধাবী হয়ে থাকে যে, আকার-ইঙ্গিতেই কথা বুঝতে পারে। কতকের বিবেক এতটা জাগ্রত যে, নিজেদের ভেতর থেকেই তারা ভালভাল কথা উদ্ভাবন করে।

আবার প্রকৃতিগতভাবে কিছু মানুষ এতটা মাথা-মোটা ও স্থূলবুদ্ধি-সম্পন্ন হয়ে থাকে যে, তুমি যতই মাথা খাটাও না কেন আর যত স্পষ্ট করেই কথা বুঝাও না কেন, তারা বুঝে না। আর কঠোর চেষ্টা-সাধনার পর বুঝলেও স্মরণ-শক্তি বলতে কিছুই নেই। পানির ছাপ যেভাবে মুছে যায়, সেভাবে স্বল্পতম সময়ে এরা কথা ভুলে যায়। একইভাবে চারিত্রিক শক্তি ও হৃদয়ের আলোর ক্ষেত্রেও একের সাথে অন্যের ব্যাপক ব্যবধান দেখা যায়। একই পিতার দু'সন্তান, যারা একই শিক্ষকের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের একজন সুস্থ প্রকৃতির অধিকারী ও সৎ প্রমাণিত হয়, আর অপরজন নোংরা এবং দুষ্ট স্বভাবের হয়ে থাকে। কেউ ভীরু, কেউ সাহসী, কেউ আত্মাভিমানী আবার কেউ হয়ে থাকে আত্মসম্মানহীন। কোন সময় হিতোপদেশ দিলে দুষ্ট প্রকৃতির মানুষও কিছুটা শুধরে যায়।

কোন কোন সময় ভীরুও সহজাত লোভের বশবর্তী হয়ে কিছুটা সাহসিকতা প্রদর্শন করে, যা দেখে স্বল্প-অভিজ্ঞ মানুষ ভুলে মনে করে যে, এরা নিজেদের মূল স্বভাব পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু আমরা বারংবার স্মরণ করাচ্ছি যে, কোন ব্যক্তি নিজের যোগ্যতার গন্ডির বাইরে পা রাখে না। কিছুটা উন্নতি করলেও সেই গন্ডির মাঝেই সীমাবদ্ধ থেকে করে, যা তার প্রকৃতিগত শক্তির গন্ডি। স্বল্পবুদ্ধির অনেক মানুষ এই প্রতারণার শিকার হয়েছে যে, প্রকৃতিগত শক্তি-বৃত্তি যথাযথ অনুশীলনের কল্যাণে জন্মগত সীমা-পরিসীমা ও সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে যেতে পারে। এর চেয়েও বেশি অর্থহীন এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন হলো খ্রিষ্টানদের এই কথা যে, কেবল মসীহকে খোদা মানলেই মানুষের প্রকৃতি বদলে যায়। অভ্যাসগত দিক থেকে কোন মানুষ যতই পাশবিক উম্মাদনা বা রিপুর তাড়নার বশীভূত হোক বা বুদ্ধি-শক্তির ক্ষেত্রে যতই দুর্বল হোক না কেন, হযরত ঈসাকে খোদার একমাত্র পুত্র বললেই সে তার সৃষ্টিগত দুর্বলতা হতে মুক্ত হয়ে যায়।

কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, এমন ধ্যান-ধারণা সেসব লোকের হৃদয়ে দানা বাঁধে, যারা পদার্থ বা ভৌত বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে কখনও চিন্তা করেনি, বা যাদের চোখ কঠিন বিদ্বেষ ও সৃষ্টি-পূজার গভীর মোহে অন্ধ হয়ে গেছে। নতুবা মানুষের প্রকৃতিগত ভিন্নতা এমন সুবিদিত ও সপ্রমাণিত এক বিষয় যে, জ্ঞানীদের গবেষণার ফলে আর ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার কল্যাণে তাদের সামনে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সাহসী বা ভীরু, কৃপণ বা দানশীল, দুর্বল-বুদ্ধি বা প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া, দুর্বল মনোবল বা দৃঢ়-মনোবলের অধিকারী হওয়া, ধৈর্যশীল বা অসহনশীল হওয়া, রুগ্ন চিন্তাধারার অধিকারী বা সুস্থচিন্তা-চেতনাসম্পন্ন হওয়াটা এমন কোন ব্যাধি নয়, দৈবক্রমে যা দেখা দিতে পারে বা যা ভাসা-ভাসা কোন বিষয়। বরং আদি স্রষ্টা আদম সন্তানের গঠনগত রাসায়নিক উপাদান ও এর অনুপাত আর তাদের বক্ষ, হৃদয় ও মস্তিষ্কের খুলির গঠনে বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য রেখেছেন।

এসব পার্থক্যের কারণেই মানুষের নৈতিক ও বুদ্ধিগত শক্তি-বৃত্তির মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে। প্রাচীন এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ডাক্তারগণও স্বীকার করেছেন। তাঁদের কথা হলো, চোর ডাকাতদের মাথার খুলি গভীর মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করার পর দেখা গেছে যে, সেগুলোর গঠন ও বিন্যাস এমন, যা কেবল এই রুগ্ন চিন্তাধারার অধিকারী শ্রেণীরই বৈশিষ্ট্য। কিছু ইউনানী এর চেয়েও বড় কথা লিখেছেন। কেউ কেউ ঘাড়, চোখ, কপাল, নাক এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে অভ্যন্তরীণ অবস্থার ধারণা দিয়ে থাকে। যাহোক, এটি প্রমাণিত, আর না মেনে কোন উপায় নেই যে, আদম সন্তানের দৈহিক গঠন ও বুদ্ধি-বিবেকগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে ভিন্নতা রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি কিছুটা উন্নতির পানে অগ্রসর হলেও স্বীয় যোগ্যতা বা সামর্থের গন্ডির উর্ধ্বে যেতে পারে না।

কারো হৃদয়ে হয়ত এ সন্দেহ দানা বাঁধতে পারে যে, একত্ববাদের বিশ্বাসকে খোদা তা'লা সকল মানুষের প্রকৃতিগত বিশ্বাস বলে আখ্যায়িত করেছেন আর বলেছেন,

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ

(সূরা আর রূম: ৩১)

অর্থাৎ একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানব-প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, যার ওপর মানব জন্মের ভিত্তি। তিনি আরও বলেছেন–

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى

(সূরা আল্ আ'রাফ: ১৭৩)

অর্থাৎ সকল আত্মা খোদা তা'লা যে তার রব্ব বা প্রতিপ্রালক, তা স্বীকার করেছে, কেউ অস্বীকার করে নি। এটিও স্বভাবজ স্বীকারোক্তির প্রতি ইঙ্গিত।

তিনি আরও বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿۵۷﴾

(সূরা আয্ যারিয়াত: ৫৭)

অর্থাৎ আমি জ্বিন ও মানবকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। এতেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, খোদার ইবাদত একটি প্রকৃতিগত বিষয়। অতএব, একত্ববাদ ও খোদার ইবাদত যেহেতু সব মানব-সন্তানের স্বভাবজ বিষয় আর কোন মানুষকে বিদ্রোহ ও ঈমানহীনতার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি; তাই যেসব বিষয় খোদাকে চেনা ও খোদাভীতির পরিপন্থী, তা কীভাবে স্বভাবজ বা প্রকৃতিগত বিষয় হতে পারে?

এই সন্দেহ কেবল এক সত্যকে ভুল বুঝার ফলশ্রুতি; কেননা উপরোল্লিখিত আয়াত হতে যা প্রমাণিত, তা কেবল এতটুকুই যে, প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মাঝে আল্লাহ্‌র দিকে বারবার ফিরে আসা ও একত্ববাদকে স্বীকার করার বীজ বপন করা হয়েছে। এই বীজ সকল ব্যক্তির প্রকৃতিতে সমান– এ কথা উল্লেখিত আয়াতে কোথায় লেখা আছে? বরং পবিত্র কুরআনে বারংবার একথার বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে যে, এই বীজ আদম সন্তানদের মাঝে তাদের পদমর্যাদা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন; কারও মাঝে অত্যল্প, কারও ভেতর মাঝামাঝি আর কারো ভেতর অনেক বেশি।

যেমন আল্লাহ তা'লা এক স্থানে বলেন–

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ

(সূরা ফাতের: ৩৩)

অর্থাৎ আদম সন্তানদের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। কতক অত্যাচারী, যাদের প্রকৃতিগত আলোকে তাদের পশুসুলভ স্বভাব বা ক্রোধের বৃত্তি চাপা দিয়ে রেখেছে। কিছু রয়েছে মধ্যবর্তী অবস্থায় আর অন্যরা পুণ্য এবং ফিরে-ফিরে, বারে-বারে খোদার দিকে আসার ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে। অনুরূপভাবে, কারও কারও সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেন–

وَاجْتَبَيْنٰهُمْ

(সূরা আল্ আনআম: ৮৮)

আমরা তাদেরকে মনোনীত করেছি অর্থাৎ তাঁরা তাদের প্রকৃতিগত শক্তির ক্ষেত্রে অন্য সবার মাঝে বিশিষ্ট্য ও মনোনীত ছিলেন; তাই রিসালত বা নবুয়ত প্রাপ্তির যোগ্য হয়েছেন।

অপর কিছু লোক সম্পর্কে বলেছেন,

اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ

(সূরা আল্ আ'রাফ:১৮০)

অর্থাৎ তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত আর তাদের প্রকৃতিগত আলো এত ক্ষীণ যে, পশুর সাথে তাদের পার্থক্য অতি সামান্যই।

তাই প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, যদিও খোদা একথাও বলেছেন যে একত্ববাদের বীজ সব আত্মাতেই বিদ্যমান, কিন্তু একই সাথে বেশ কয়েক স্থানে একথাও পরিস্কার করে বলেছেন যে, সে বীজ সবার মাঝে সমান নয়, বরং কতকের প্রকৃতির ওপর তাদের কামনা-বাসনা এতটা ছেয়ে গেছে যে, তাদের ভেতরকার সে জ্যোতি বিলুপ্তপ্রায়। সুতরাং পাশবিক বা ক্রোধ-সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য স্বভাবজ হওয়া একত্ববাদ প্রকৃতিগত হওয়ার পরিপন্থী নয়।

কোন মানুষ যতই কামনা-বাসনার পূজারী এবং কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হোক না কেন, তার মাঝে প্রকৃতিগত জ্যোতি কিছুটা হলেও দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে ব্যক্তি কামনাবাসনার তাড়না বা ক্রোধের আতিশয্যে চুরি করে বা হত্যা করে বা ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়, তার এ কাজ স্বভাবজ হলেও সৎকর্মের যে জ্যোতি তার স্বভাবের অংশ হয়ে আছে ,অবৈধ কাজের সময় তা তাকে অবশ্যই অভিযুক্ত করে।

এর প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ﴿۹﴾

(সূরা আশ্ শামস:৯)

অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ তা'লা এক প্রকার ইলহাম করেছেন, যাকে হৃদয়ের জ্যোতি বলা হয় আর তা হলো, ভাল ও মন্দের মাঝে পার্থক্য নিরূপনের শক্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন কোন চোর বা খুনী, চুরি বা হত্যা করে, খোদা তখনই তার হৃদয়ে এ কথা সঞ্চার করেন যে, তুমি এটি মন্দ কাজ করেছ, ভাল করনি। কিন্তু সে এমন ইলকা বা ঐশী প্রেরণার প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করে না। কেননা, তার হৃদয়ের জ্যোতি অত্যন্ত ক্ষীণ, বিবেক-বুদ্ধি দুর্বল, পাশবিক শক্তি প্রবল আর অবাধ্য প্রবৃত্তি স্বীয় চাহিদা প্রকাশে সবল। সুতরাং এমন প্রকৃতি বা স্বভাবও পৃথিবীতে বিদ্যমান, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় যার বিদ্যমানতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাদের প্রবৃত্তির স্বভাবজ উপদ্রব ও উত্তেজনা প্রশমিত হওয়া সম্ভব নয়।

কেননা, যা খোদা রোপন করেছেন, তা কে উৎপাটন করতে পারে? অবশ্য খোদা এর যে একটি প্রতিকারও রেখেছেন, –তা কী? তা হলো, তওবা-ইস্তেগফার ও অনুশোচনা। অর্থাৎ তাদের প্রকৃতির দাবী অনুসারে যখন অপকর্ম হয়ে যায় বা প্রকৃতিগত বিশেষত্ব অনুসারে কোন নোংরা ধারণা হৃদয়ে জাগ্রত হয়, তখন তারা যদি তওবা ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে এর সুরাহার চেষ্টা করে তাহলে খোদা এই পাপ ক্ষমা করে দেন। পুনঃপুন হোঁচট খেয়ে বারংবার যদি তারা অনুশোচনা ও তওবা করে তাহলে সেই অনুশোচনা ও তওবা কলুষকে বিধৌত করে। এটিই

প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত, যা সেই স্বভাবজ পাপের চিকিৎসা। আল্লাহ্ তা'লা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

তিনি বলেন,

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

(সূরা আন্ নিসা:১১১)

অর্থাৎ যার দ্বারা কোন অপকর্ম সাধিত হয় বা নিজ প্রাণের ওপর কেউ যখন কোন প্রকার অবিচার করে আর এরপর অনুশোচনার সাথে খোদার কাছে ক্ষমা চায়, সে খোদাকে অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু পাবে।

এই সূক্ষ্ম-সুন্দর ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বাক্যের অর্থ হলো, যেভাবে স্খলন ও পাপ করা দুর্বল প্রকৃতির বিশেষত্ব, যা তাদের দ্বারা হয়েই যায়, সেখানে এর বিপরীতে রয়েছে খোদার অনাদি ও অনন্ত ক্ষমা ও দয়ার বৈশিষ্ট্য। নিজ সত্তায় তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। অর্থাৎ তাঁর ক্ষমা ভাসাভাসা ও কাকতালীয় কোন বিষয় নয় বরং তা তাঁর আদি সত্তার চিরন্তন বৈশিষ্ট্য যা তাঁর কাছে অতীব প্রিয় ও পছন্দনীয় আর যোগ্য ব্যক্তির ওপর এর বারিধারা বর্ষণে তিনি সততই উদগ্রীব। অর্থাৎ স্খলন ও পাপে জর্জরিত হওয়ার সময় কোন মানুষ যদি অনুশোচনা ও তওবার সাথে খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাহলে খোদার দৃষ্টিতে সে তাঁর দয়া ও ক্ষমা লাভের যোগ্য বলে সাব্যস্ত হয়ে যায়।

আর অনুশোচনাকারী ও তওবাকারী বান্দার প্রতি খোদার এই দয়া ও ক্ষমার দৃষ্টি এক বা দু'বারের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, বরং খোদার সত্তার এটি চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্য। কোন পাপী যতক্ষণ তওবার সাথে তাঁর পথপানে চেয়ে থাকবে, তাঁর সেই বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব অবশ্যই পুনঃপুন প্রকাশ পেতে থাকবে। সুতরাং প্রকৃতিতে খোদার নিয়ম এমনটি নয় যে, হোঁচট-প্রবণ স্বভাব হোঁচট খেতে পারবে না, অর্থাৎ পাশবিক শক্তি বা ক্রোধের বশীভূত যারা, তাদের স্বভাব পরিবর্তন হওয়া চাই! বরং আদি থেকে তাঁর যে (ধরা-বাঁধা) নিয়ম চলে আসছে, তাহলো, যারা ব্যক্তিগত দুর্বলতার কারণে পাপ করে, তারা যেন তওবা ও ইস্তেগফার করে ক্ষমাও লাভ করতে পারে।

কিন্তু কোন কোন বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি প্রকৃতিগতভাবেই দুর্বল, সে সবল হতে পারে না। তার ভেতর জন্মগত বা সৃষ্টিগত পরিবর্তন আসা আবশ্যক, যা স্পষ্টতই অসম্ভব। যেমন অভিজ্ঞতালব্ধ ও পরীক্ষিত বিষয় হলো, যার প্রকৃতিতে রগচটা অভ্যাস রয়েছে, সে ধীরে ধীরে বা চিন্তাভাবনা করে রাগ করবে, এটি অসম্ভব। বরং সবসময় যা দেখা যায় তা হলো, এমন মানুষ রাগের সময় ক্রোধের লক্ষণ অবলীলায় প্রকাশ করে থাকে আর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, বা যা বলা উচিত নয় তা বলে বসে। আর ক্ষেত্র বিশেষে নামেমাত্র ধৈর্য ধরলেও অন্তরে অবশ্যই আগুন ও অস্থিরতা লেগেই থাকে। তাই এটি আহ্‌মকের ধারণা যে, কোন যাদু-টোনা,ভেল্কিবাজি বা কোন বিশেষ পন্থা অবলম্বন তার স্বভাব বদলে দেবে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে সে নিষ্পাপ নবী, যার মুখ হতে প্রজ্ঞার ফল্গুধারা নি:সৃত হতো, (তিনি) বলেন, 'খেয়ারুহুম ফিল জাহিলিয়্যাতে খেয়ারুহুম ফিল ইসলামে' অর্থাৎ অজ্ঞতার যুগে যারা ভালমানুষ ছিল, তারা ইসলাম গ্রহণের পরও ভালো ও ভদ্র। এক কথায়, মানব প্রকৃতি খনিজ মণি-মুক্তার ন্যায় ভিন্নভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কোন কোন প্রকৃতি রূপার মত উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ হয়ে থাকে আর কতক গন্ধকের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত, যা হঠাৎ করেই অগ্নিশর্মা হয়ে যায়। আর কতক পারদের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর ও অস্থিতিশীল হয়ে থাকে আর কতক লোহার মত শক্ত ও অস্বচ্ছ। প্রকৃতিগত এই পার্থক্যটি প্রমাণের দিক থেকে যেখানে সুস্পষ্ট ও সুবিদিত, সেখানে তা ঐশী ব্যবস্থার সাথেও সামঞ্জস্য রাখে; আর এটি নিয়ম বহির্ভূত কোন বিষয় নয়। এটি এমন কোন বিষয় নয়, যা বিশ্ব ব্যবস্থায় বিরাজমান নিয়মের পরিপন্থী, বরং বিশ্বের স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি এর ওপর নির্ভরশীল।

এটি জানা কথা যে, সকল প্রকৃতি যদি যোগ্যতার ক্ষেত্রে একই পর্যায়ের হতো, তাহলে বিভিন্ন প্রকার কাজ (যা বিভিন্ন প্রকার যোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল) স্থগিত হয়ে যেতো, যার ওপর পৃথিবীর উন্নতি নির্ভরশীল। কেননা, স্থূল বা অস্বচ্ছ কাজের জন্য স্থূল বা অস্বচ্ছ প্রকৃতির প্রয়োজন আর সূক্ষ্ম কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলো সূক্ষ্ম স্বভাব। গ্রীক হেকীম বা চিকিৎসকরাও এ মতই প্রকাশ করেছেন যে, যেভাবে কোন কোন মানুষ অনেকটা পশুতুল্য হয়ে থাকে, একইভাবে যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু মানুষের এমনও হওয়া উচিত, যাদের প্রকৃতিগত যোগ্যতা হবে পরম পবিত্র ও বিশুদ্ধ। মানব প্রকৃতি যেভাবে ক্রমশ অধঃপতিত হতে হতে এক পর্যায়ে গিয়ে পশুর সারিতে উপনীত হয়, অনুরূপভাবে উন্নতির ক্ষেত্রেও তার এতটা উপরে যাওয়া বাঞ্ছনীয়, যেন ঊর্ধ্বলোকে গিয়ে পৌঁছুতে পারে ।

এখন যেভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে, মানুষ বুদ্ধি, নৈতিক বৃত্তি ও হৃদয়ের জ্যোতির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পদমর্যাদা রাখে, তাই এই ভিত্তিতেই প্রমাণিত হলো যে, ঐশী ওহীও কেবল কিছু মানুষের বৈশিষ্ট্য হওয়া চাই অর্থাৎ এমন মানুষ, যারা সব দৃষ্টিকোণ থেকে পরমমার্গে উপনীত। কেননা, সব বুদ্ধিমানের কাছে এটা স্পষ্ট যে, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় যোগ্যতা ও সামর্থ অনুসারে ঐশী জ্যোতি গ্রহণ করে, এর অধিক নয়।

একথা বোঝার জন্য সূর্য অতি উজ্জ্বল একটি দৃষ্টান্ত। কেননা, সূর্য যদিও সর্বত্র স্বীয় আলোর কিরণ বিচ্ছুরিত করে চলেছে কিন্তু এর আলো গ্রহণের ক্ষেত্রে সব ঘর-বাড়ী সমান নয়। যে ঘরের দরজা বন্ধ, তাতে আলো প্রবেশ করতে পারে না । আর যে ঘরে সূর্যের মুখোমুখী একটি ছিদ্র বা ছোট্ট জানালা থাকে, তাতে আলো পড়ে ঠিকই কিন্তু স্বল্প, যা অন্ধকারকে পুরোপুরি দূর করতে পারে না।

কিন্তু যে ঘরের সব দরজা সূর্যমুখী খোলা, আর প্রাচীরও কোন অস্বচ্ছ পদার্থে নির্মিত নয়, বরং অতি স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল কাঁচের তৈরী, এর সৌন্দর্য কেবল এটিই নয় যে তা পূর্ণ মাত্রায় আলো গ্রহণ করবে, বরং স্বীয় আলো চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত করবে এবং অন্যদের কাছেও পৌঁছাবে। শেষোক্ত দৃষ্টান্তটি নবীদের স্বচ্ছ প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থাৎ যেসব পবিত্র ব্যক্তিকে খোদা স্বীয় রিসালতের দায়িত্ব ন্যস্ত করার জন্য মনোনীত করেন তারাও পর্দা অপসৃত হওয়া ও উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে সেই

শীষমহলের মত হয়ে থাকেন, যাতে কোন অস্বচ্ছতা বা কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। তাই স্পষ্ট যে, মানুষের ভিতর যাদের মাঝে সেই পূর্ণতা নেই, এমন মানুষ কোনভাবে আল্লাহ্‌র রসূলের মর্যাদা পেতে পারে না। বরং এই মর্যাদা অনাদি ও অনন্ত বন্টনকারী খোদার পক্ষ থেকে তারা লাভ করেছে যাদের পবিত্র প্রকৃতি অমানিশার পর্দা হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত আর যারা জাগতিক অন্ধকাররাজির সম্পূর্ণরূপে ঊর্ধ্বে।

যাদের পবিত্রতা ও সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকার বিষয়টি এমন পর্যায়ে উপনীত উন্নীত যার অধিক কিছু ধারণা করার কোন সুযোগই নেই। সেসব পূর্ণ ও উৎকৃষ্ট প্রকৃতির মানবই পুরো সৃষ্টির পথের দিশারী। যেভাবে জীবন বা প্রাণের আশিসধারা হৃদয়ের মাধ্যমে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সঞ্চালিত হয়, অনুরূপভাবে নিরঙ্কুশ প্রজ্ঞা (খোদা) তাদের মাধ্যমেই হিদায়াতের কল্যাণধারা প্রবাহিত করেছেন। কেননা, সেই পূর্ণ সামঞ্জস্য, যা কল্যাণ বন্টনকারী ও গ্রহণকারীর মাঝে থাকা উচিত, তা কেবল তাদেরকেই দেয়া হয়েছে। এটি কোনভাবেই সম্ভব নয় যে, খোদা তা'লা, যিনি অনন্য এবং সব ত্রুটি-বিচ্যুতির ঊর্ধ্বে, স্বীয় পবিত্র জ্যোতির্মন্ডিত ওহীর কল্যাণধারা এমন লোকদের ওপর বর্ষণ করবেন যাদের প্রকৃতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও কলুষিত, অধিকন্তু অত্যন্ত সংকীর্ণ ও পঙ্কিল, এছাড়া যাদের ইতর প্রকৃতি হীন পঙ্কিলতায় তমসাচ্ছন্ন ও কলুষিত।

যদি আমরা আত্মপ্রতারণায় লিপ্ত না হই তাহলে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, আদি বা চিরস্থায়ী উৎসের সাথে পূর্ণ একাত্মতা এবং সবচেয়ে পবিত্র সত্তার সাথে বাক্যালাপের সম্মান লাভের জন্য এমন এক যোগ্যতা ও জ্যোতির্ময়তা লাভ করা হলো শর্ত, যা সেই মহান পদমর্যাদার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যের সাথে হবে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমন কোন মানুষ, যে চরম ত্রুটি-বিচ্যুতি, ক্ষতি, নীচতা, হীনতা ও কলুষতার মাঝে জীবন নষ্ট করছে আর শত শত অমানিশার পর্দায় আচ্ছন্ন, সে নিজের ঘৃণ্য প্রকৃতি ও হীন মনোবল সত্ত্বেও সেই মর্যাদা লাভ করতে পারবে– এটি আদৌ সম্ভব নয়! আহলে কিতাব সব খ্রিস্টানের ধারণা হলো, নবীগণ, যারা আল্লাহর ওহীর অবতরণস্থল, পবিত্রতা , ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে মুক্ত, নিস্পাপ থাকা এবং খোদার ভালবাসার পরম মার্গ তাদেরও লাভ হয়নি– এ কথায় যেন কেউ প্রতারিত না হয়। কেননা, খ্রিস্টানরা সত্য নীতি বিসর্জন দিয়েছে।

হযরত ঈসা যাতে কোনভাবে খোদা বনে যান, আর প্রায়শ্চিত্তবাদের বিশ্বাস দৃঢ়তা লাভ করুক এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা সকল সত্যকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। অতএব, নবীদের পাপের ঊর্ধ্বে থাকা ও পবিত্রতা তাদের নির্মিতব্য অলীক ভবনকে যেহেতু ভূপাতিত করে, তাই এক মিথ্যার খাতিরে তাদেরকে আরেকটি মিথ্যাও গড়তে হলো আর এক চোখ হারানোর কারণে দ্বিতীয় চোখেও ছিদ্র করতে হলো। অতএব, উপায়ান্তর না দেখে তারা মিথ্যার মোহে সত্যকে বিসর্জন দিয়েছে, নবীদের অবমাননা করা অব্যাহত রেখেছে, পবিত্রদেরকে অপবিত্র গণ্য করেছে। আর সেসব হৃদয়কে অস্বচ্ছ ও কলুষিত আখ্যা দিয়েছে যা ছিল ওহীর অবতরণস্থল -পাছে তাদের কৃত্রিম খোদার সম্মানের না হানি হয় বা প্রায়শ্চিত্তবাদ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় কোথাও না ফাটল দেখা দেয়।

এই স্বার্থপরতার আতিশয্যে তারা একথাটাও ভেবে দেখলো না যে, এতে কেবল নবীদের অসম্মান-ই হয় না বরং খোদার পবিত্রতাও প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়। কেননা, (নাউযুবিল্লাহ্) যিনি অপবিত্রদের সাথে সম্পর্ক, যোগাযোগ ও মেলামেশা রেখেছেন, তিনি কীভাবে পবিত্র হতে পারেন? সার কথা হলো, খ্রিস্টানদের উক্তি মিথ্যা পূজার ঘৃণ্য বেশাতী হিসেবে সত্যকে লঙ্ঘন করেছে আর এখন তারা অনর্থক সেই মিথ্যা বিশ্বাসকে দৃঢ়তা দিতে চায়, যার ওপর তাদের সৃষ্টিপূজারী প্রবীণরা পদচারণা করেছে– সব সত্যও যদি এর ফলে বিকৃত হয় হোক আর সত্য ও সততার যতই বিরুদ্ধাচরণ করতে হয় কোন অসুবিধে নেই!

কিন্তু সত্য সন্ধানীকে বুঝতে হবে ,এমন মিথ্যা-পূজারীদের কথায় প্রকৃত সত্যের কোন ক্ষতি নেই আর তাদের অপলাপে, যে সত্য প্রমাণের দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট, তা পরিবর্তিত হতে পারে না। বরং সত্যের পথ পরিহার করে মিথ্যা বলায় তারাই লাঞ্ছিত হয় আর বুদ্ধিমানদের দৃষ্টিতে মর্যাদা হারিয়ে বসে। আল্লাহ্‌র ওহী লাভের জন্য পূর্ণ পবিত্রতার শর্ত এমন কোন বিষয় নয় যার সত্যতা প্রমাণের নিমিত্ত প্রদত্ত প্রমাণাদি দুর্বল হবে বা যা অনুধাবন করা সুস্থ বিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য কঠিন হবে। বরং এটি সে বিষয়, যার সাক্ষ্য সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীতে বিরাজমান, বিশ্বজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু যার সত্যায়ন করে আর যার ওপর গোটা বিশ্ব-ব্যবস্থা নির্ভরশীল। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টি একটি মহান উপমা দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যা নিম্নে একটি সূক্ষ্ম-সুন্দর গবেষণা কর্মসহ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে আর এই আলোচনার পূর্ণতার জন্য যা হলো আবশ্যক,

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ مَثَلُ
نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ
فِيْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ
دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ
لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا
يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰى
نُوْرٍ ؕ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ
وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

(সূরা আন্ নূর:৩৬)

খোদা আকাশ ও পৃথিবীর আলো অর্থাৎ প্রত্যেক আলো, যা সকল উঁচু ও নিচুস্থানে পরিদৃষ্ট হয়, তা সে আত্মাসমূহের মধ্যেই হোক বা দেহসমূহে, ব্যক্তিগত হোক আর অর্জিত, প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য, অন্তরের জ্যোতি হোক বা বাইরের– সব তাঁরই দান।

এটি একথার ইঙ্গিত বহন করে যে, মহা সম্মানিত বিশ্ব প্রতিপালকের সার্বজনীন কল্যাণধারা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। কেউ তাঁর কল্যাণরাজির গন্ডি বহির্ভূত নয়। তিনিই সব কৃপা-কল্যাণের প্রস্রবণস্থল, সকল আলোর আদি উৎস বা

কারণ এবং সকল দয়া ও করুণার উৎস-মুখ। তাঁর চিরসত্য সত্তাই সমগ্র বিশ্ব জগতের অবলম্বন এবং সকল তুচ্ছ ও উচ্চের আশ্রয়স্থল তিনিই। তিনি সব কিছুকে নাস্তির অন্ধকার গহ্বর থেকে বের করে অস্তিত্ব দান করেছেন। তিনি ব্যতীত এমন কোন সত্তা নেই, যা নিজের অধিকার বলে অস্তিত্ববান এবং চিরন্তন বা তাঁর দ্বারা কল্যাণমন্ডিত নয়, বরং স্বর্গ-মর্ত্য, মানুষ ও (অপরাপর) জীবজন্তু, পাথর ও বৃক্ষরাজি, আত্মা ও দেহ-অবয়ব, সবকিছু তাঁরই কৃপাগুণে অস্তিত্ব লাভ করেছে।

এ হলো সাধারণ কল্যাণরাজি যার কথা আয়াত– اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ এ প্রকাশ করা হয়েছে। এটিই হলো সেই কল্যাণরাজি, যা গোলকের ন্যায় সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, যেই কৃপা-কল্যাণ লাভের নিমিত্তে কোন বিশেষ যোগ্যতার শর্ত নেই। পক্ষান্তরে, একটি বিশেষ কৃপা ও কল্যাণধারা রয়েছে, যা শর্তসাপেক্ষ। সে সকল বিশেষ ব্যক্তিবর্গের ওপর তা বর্ষিত হয়, যাদের মাঝে তা গ্রহণ করার যোগ্যতা ও সামর্থ্য রয়েছে অর্থাৎ নবীদের সত্তা, যাদের মাঝে উৎকৃষ্ট ও সম্পূর্ণতায় সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মহান এবং সকল কল্যাণরাজির সমাহার হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.); অন্যদের ওপর তা আদৌ অবতীর্ণ হয় না।

যেহেতু সেই কৃপা-কল্যাণধারা অতি সূক্ষ্ম একটি সত্য, আর সুগভীর-সূক্ষ্ম প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ বিষয়াদির অন্তর্গত, তাই খোদা তা'লা প্রথমে সাধারণ বা সার্বজনীন কৃপা-কল্যাণধারার (যা একেবারেই সুস্পষ্ট) উল্লেখ করে হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর জ্যোতির স্বরূপ প্রকাশের জন্য সেই বিশেষ কল্যাণধারার কথা একটি উপমার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন, যা আয়াত– مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ এর মাধ্যমে আরম্ভ হয়।

সেই সূক্ষ্ম ও নাজুক বিষয়টি যাতে উপলব্ধি করতে কোন অস্পষ্টতা বা সমস্যা না রয়ে যায় তা নিশ্চিত করার জন্য সাদৃশ্য বা উপমার সাহায্যে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, যুক্তিগ্রাহ্য রূপক বিষয়াদি বাহ্যিক ও বাস্তব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বর্ণনা করলে সকল স্বল্পবুদ্ধি এবং মূঢ়রাও অনায়াসেই বুঝতে পারে। উল্লেখিত আয়াতের অবশিষ্টাংশের অনুবাদ হলো: সেই আলোর উপমা হলো, (পূর্ণ মানবের মাঝে যিনি পয়গম্বর) যেন তা একটি তাক [অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জ্যোতির্মন্ডিত হৃদয়] যাতে রয়েছে একটি প্রদীপ (অর্থাৎ ওহী বা ঐশীবাণী)। সে প্রদীপটি সুরক্ষিত রয়েছে অত্যন্ত স্বচ্ছ একটি কাঁচের চিমনিতে। [অর্থাৎ অত্যন্ত পবিত্র ও পুত হৃদয়ে, যা মহানবী (সা.)-এর হৃদয় আর যা আপন মূল প্রকৃতিতে শুভ্র ও স্বচ্ছ কাঁচের ন্যায় সকল অস্বচ্ছতা ও পঙ্কিলতা হতে মুক্ত ও পবিত্র এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব সম্পর্কের ঊর্ধ্বে]।

সেই কাঁচ এমন পরিস্কার, যেন তা সেসব নক্ষত্রের মাঝে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নক্ষত্র, যা আকাশে প্রবল ঔজ্জ্বল্যের সাথে সগৌরবে দীপ্তিমান, যাদেরকে বলা হয় দুর্‌রী নক্ষত্র [(অর্থাৎ হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)- এর হৃদয় এমন পরিস্কার যে, দুর্‌রী নক্ষত্রের ন্যায় অত্যন্ত আলোকিত ও অতীব উজ্জ্বল, যার অভ্যন্তরীণ আলোক ধারা বাইরের স্তরে পানির ন্যায় প্রবহমান দেখা যায়)]।

সেই প্রদীপটি পবিত্র জয়তুন বৃক্ষ দ্বারা (অর্থা জলপাইয়ের তেল দ্বারা) প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে। [পবিত্র জয়তুন বৃক্ষ বলতে বোঝানো হয়েছে মুহাম্মদ (সা.)-এর কল্যাণময় সত্তাকে, যা পরম শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্পূর্ণতার সুবাদে যাবতীয় কল্যাণের সমাহার। যার আশিষ স্থান-কাল ও পাত্রে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা সার্বজনীন, চিরস্থায়ী, চিরপ্রবহমান ও নিরবচ্ছিন্ন]। সেই কল্যাণময় বৃক্ষ পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয় (অর্থাৎ পবিত্র মুহাম্মদী প্রকৃতিতে না রয়েছে বাড়তি, না আছে ঘাটতি, বরং তা সর্বোত্তমভাবে পরিমিত ও পরম ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানে সৃষ্ট।

সেই পবিত্র বৃক্ষের তেল দ্বারা ওহীর প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করার যে কথা বলা হয়েছে– তাতে তেল বলতে প্রকৃতিগত সকল অনুপম নৈতিক গুণাবলীতে সজ্জিত, সূক্ষ্ম ও জ্যোতির্মন্ডিত মুহাম্মদী বিবেক-বুদ্ধিকে বুঝানো হয়েছে, যা সেই পরমোৎকর্ষ বিবেকের স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা থেকে পান করে প্রতিপালিত। ওহীর প্রদীপ মুহাম্মদীয় উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীতে যে অর্থে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, তা হলো, সেই যোগ্য ও বিরল চারিত্রিক গুণাবলীর ওপর ওহীর বারিধারা বর্ষিত হয়েছে আর সেই গুণাবলীই ওহী অবতরণের কারণ সাব্যস্ত হয়েছে।

এতে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, ওহীর কল্যাণধারা বর্ষিত হয়েছে সেই উন্নত, সূক্ষ্ম ও আলোকিত মুহাম্মদী বৈশিষ্ট্যাবলী অনুসারে। আর মুহাম্মদী প্রকৃতিতে যেসব সুষম গুণাবলী ছিল, সে অনুসারে তা প্রকাশিত হয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, নবীর প্রতি যেসব ওহী অবতীর্ণ হয়, তা তাঁর প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখেই নাযিল হয়ে থাকে। যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর প্রকৃতিতে ছিল তেজস্বীতা ও ক্ষুব্ধতা। মূসায়ী প্রকৃতি অনুসারে তওরাতও প্রতাপপূর্ণ শরীয়ত রূপে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রকৃতিতে ছিল নমনীয়তা ও কোমলতা, আর ইঞ্জিলের শিক্ষাও তদুসারে নমনীয় ও কোমলতানির্ভর। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর স্বভাব বা প্রকৃতি ভারসাম্যের পরম মার্গে অধিষ্ঠিত ছিল। সর্বত্র নম্রতা-প্রিয়ও ছিল না আর সকল ক্ষেত্রে ক্রোধ ও ক্ষোভের প্রকাশও তাঁর কাছে পছন্দনীয় বিষয় ছিল না, বরং তাঁর কল্যাণময় প্রকৃতি, প্রজ্ঞার দাবী অনুসারে ক্ষেত্র ও পরিস্থিতি দৃষ্টিতে রাখত। অতএব, পবিত্র কুরআনও সেই ভারসাম্য ও মধ্যমপন্থা বজায় রেখে অবতীর্ণ হয়েছে, যা একাধারে কঠোরতা, কোমলতা, ত্রাস, অনুকম্পা, নমনীয়তা ও দৃঢ়তার সমাহার।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

এযালায়ে আওহাম

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৪১তম কিস্তি)

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, মসীহ্ (আ.)-এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সম্পর্কে ইঞ্জিল অনুযায়ী যুক্তি-প্রমাণাদির মাধ্যমে কোন প্রতিপাদনের উপাদান সৃষ্টি হতে পারে কি না অর্থাৎ এটা প্রমাণিত হতে পারে কি না যে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মসীহ্‌কে ক্রুশবিদ্ধই করা হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু হতে পারে যে এ কার্যক্রমটির পূর্ণতা বা শেষ পরিণতি সাধিত হয়নি অর্থাৎ মসীহ্ (আ.) এই ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কারণে মারা যান নি?

অতএব এর উত্তর হলো, 'মা কাতালুহু ওয়ামা সালাবুহু'- (অর্থঃ 'তাকে তারা হত্যাও করেনি এবং ক্রুশে দিয়েও তার মৃত্যু ঘটাতে পারেনি'–অনুবাদক) কুরআন করীমের এ ভাষ্য সম্পর্কে চারটি ইঞ্জিলই (সমর্থনসূচক) সাক্ষ্য দিচ্ছে। কারণ 'মা সালাবুহু' (অর্থঃ 'তারা তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে নি- বাক্যটি দ্বারা কুরআন করীমের কখনও এটি বুঝানো উদ্দেশ্য নয় যে, মসীহ্ (আ.)-কে ক্রুশে চড়ানো হয় নি। বরং এ বাক্যটির মর্ম এটাই যে, চড়াবার যে আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল হত্যা করা, এর থেকে খোদা তা'লা মসীহ্ (আ.)-কে নিরাপদ রাখেন। ইহুদীদের পক্ষ থেকে এ কার্যক্রমটির মাধ্যমে হত্যা-চেষ্টার তথা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার পদক্ষেপ অবশ্য নেয়া হয়, কিন্তু ঐশী প্রজ্ঞা ও শক্তিমত্তা প্রদর্শনের সুবাদে এর পূর্ণ বাস্তবায়ন হতে পারে নি। যেমন, ইঞ্জিলগুলোতে লেখা আছে, এমনটি ঘটলো যে, বন্দী অবস্থায় হযরত মসীহ্‌কে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য ইহুদীরা যখন (রোমান শাসক) পিলাইটের কাছে দাবী জানালো, তখন পিলাইট কোনো উপায়ে হযরত মসীহ্‌কে মুক্ত করে দেয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করলো। কারণ সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল যে মসীহ্ (আ.) সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিন্তু ইহুদীরা অনেক জেদ দেখিয়ে বলল, 'একে ক্রুশে দাও, ক্রুশবিদ্ধ কর।' আর ইহুদীদের সমস্ত আলেম, ফকিহ্ ও মুফতি একত্রে জামায়েত হয়ে বলতে লাগলো, 'সে (তথা মসীহ্) কাফির, এবং মানুষকে সে তৌরাতের আদেশ থেকে ফেরাতে চায়।' পিলাইট ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ সব খন্ড খন্ড ধর্মীয় মতপার্থক্যের দরুন একজন সত্যপরায়ণ ব্যক্তিকে হত্যা করা কঠিন অপরাধ। এ কারণেই তিনি কোনো উপায়ে হযরত মসীহ্‌কে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে নানা অজুহাত সৃষ্টি করতেন। কিন্তু আলেম হুযূররা কবেই বা ক্ষেন্ত হওয়ার পাত্র ছিলেন! তারা ঝটপট অন্য এক কথা বানিয়ে তুলে ধরতেন, 'এ ব্যক্তি একথাও বলে যে সে ইহুদীদের রাজা। তাই ছদ্মবেশে সে রোমান সরকারের বিদ্রোহী। আপনি যদি একে মুক্ত করে দেন তাহলে মনে রেখেন, একজন বিদ্রোহীকে আপনি আশ্রয়-প্রশ্রয় দানকারী সাব্যস্ত হবেন।' তখন পিলাইট ভয় পেলেন। কেননা তিনি রোমান সম্রাট সিজারের অধীনে ছিলেন। কিন্তু প্রতীয়মান হয় যে তা সত্ত্বেও পিলাইট এ রক্তপাতে ভীত ছিলেন। আর তার স্ত্রী ইতঃমধ্যে স্বপ্নে দেখলেন যে এ ব্যক্তি একজন সত্যপরায়ণ সিদ্ধ পুরুষ। পিলাইট যদি তাকে হত্যা করে তাহলে এতে করে তাদের ধ্বংস অবধারিত। অতএব পিলাইট এ স্বপ্নের বিষয়ে অবগত হয়ে আরও শিথিল হয়ে গেলেন। ইঞ্জিলে উল্লিখিত এ স্বপ্নটির সম্পর্কে গভীর দৃষ্টিপাতে প্রত্যেক সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন দর্শক অনুধাবন করতে পারেন যে হত্যা হতে

মসীহ্‌কে রক্ষা করাই ছিল ঐশী অভিপ্রায়। অতএব এ স্বপ্ন থেকেই প্রথম ঐশী অভিপ্রায় সম্পর্কিত ইঙ্গিতটি নির্ণিত হয়। এ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করুন।

এর পরের ঘটনা হল যে, পিলাইট শেষ ফয়সালা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বিচারিক ইজলাশ করলেন এবং ইহুদী উলামা, ফকীহ্ ও মুফতী সাহেবদের নানাভাবে বুঝালেন তারা যেন মসীহ্ (আ.)-কে হত্যার চেষ্টা থেকে বিরত হয়। কিন্তু তারা বিরত হয় নি। বরং চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে বলতে আরম্ভ করে, 'মসীহ্‌কে অবশ্য-অবশ্যই ক্রুশে দেয়া হোক। সে মুর্তাদ হয়ে গেছে।' তখন পিলাইট পানি আনিয়ে হাত ধুয়ে এ কথা বল্‌লেন ঃ 'দেখ, আমি নিজে হাত ধুয়ে তার হত্যাকান্ড থেকে দায় মুক্ত হলাম', তখন ইহুদী এবং তাদের মৌলবী ও মুফতিগণ সবাই বল্‌ল, 'এর খুনের দায়ভার আমাদের ওপর এবং আমাদের সন্তান-সন্ততির ওপর বর্তাবে।'

এরপর হযরত মসীহ্ তাদের হাতে সমর্পিত হলেন। তাঁকে বেত্রাঘাত করা হলো। আর যতো গালিগালাজ ও হাসি-বিদ্রুপ তাঁর নিয়তিতে ছিল তা দিয়ে তারা তাঁকে জর্জরিত করলো। এরপর তারা তাঁকে ক্রুশে দিতে প্রস্তুতি নিলো। এটা শুক্রবারের দিন এবং আছরের সময় ছিল। আর ঘটনাচক্রে সে-দিন ইহুদীদের একটি ধর্মীয় পর্ব 'ঈদে ফাসাহ্'ও ছিল। এ কারণে তাদের হাতে সময় খুব কম ছিল। সামনে 'সাবত দিবস' (-শনিবার) আসন্ন। যার সূচনা সূর্যাস্তের সময় থেকেই ধরা হতো। কেননা ইহুদীরা মুসলমানদের মতো, পূর্ববর্তী রাতকে আগামীকালের দিনের সঙ্গে শামিল করে নিত। আর এটিও এক ধর্মীয় বিধানগত তাগিদ ছিল যে, 'সাবত' দিবসে কোনো মরদেহ যেন ক্রুশে ঝুলানো না থাকে। তাই ইহুদীরা তখন যথা সম্ভব শীঘ্র মসীহ্ (আ.)-কে এবং তার সঙ্গে দু'জন চোরকেও ক্রুশ-কাষ্ঠে চড়িয়ে দিল, যাতে সূর্যাস্তের আগেই ক্রুশবিদ্ধ সব লাশ নামানো যায়। কিন্তু হঠাৎ সে মুহূর্তেই এক তীব্র ও প্রচন্ড ধুলো-ঝড় আরম্ভ হলো সবকিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। ফলে ইহুদীরা ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেল, এখন ধুলোঝড়ের অন্ধকারেই যদি সন্ধা হয়ে যায় তাহেল তারা সাবতের অবমাননার সেই অপরাধে অপরাধী হয়ে যাবে যার উল্লেখ ইতোপূর্বেই করা হয়েছে। অতএব তারা এই দুশ্চিন্তার দরুন ক্রুশবিদ্ধ তিনজনকেই, ক্রুশকাষ্ঠ থেকে দ্রুত নামিয়ে দিল।

স্মর্তব্য যে, সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত যে, সেকালের 'সলীব' বা ক্রুশ সে রকম ছিল না যেমন এ যুগে ফাঁসি দেয়া হয়, অর্থাৎ গলায় রশি পেঁচিয়ে যথাসম্ভব স্বল্প সময়ে জীবন সাঙ্গ করা হয়। এ ধরণের কোনো রশি গলায় পেঁচানো হতো না বরং দেহের মাত্র কয়েকটি অঙ্গে অর্থাৎ হাত ও পায়ে লোহা ঠুকে দেয়া হতো। তারপর সাবধানতা স্বরূপ তিন দিন পর্যন্ত অনাহারে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় রাখা হতো। এরপর তাদের হাড়-গোড় ভাঙ্গা হতো। তারপরে তারা নিশ্চিত হতো যে ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তি এতক্ষণে নিশ্চিৎ মারা গেছে। কিন্তু খোদা তা'লার অসীম কুদরত প্রদর্শনের সুবাদে হযরত মসীহ্‌র সাথে উল্লিখিত বিষয়গুলোর কোন কিছু ঘটেনি। সেদিন 'ঈদে-ফাসাহ্'-এর ধর্মীয় পর্বের দরুন সময়ের অভাব ও বিকাল বেলার অল্পকালীন সময় এবং এর পরেই সন্ধ্যা থেকে 'সাবত দিবস' শুরু হওয়ার আশঙ্কা আর ইতোমধ্যে প্রচন্ড ধুলোঝড় ছেয়ে পড়া– এমন সব উপকরণের একসঙ্গে উদ্ভব হলো, যে-কারণে কয়েক মিনিটের মধ্যে হযরত মসীহ্‌কে দু'জন চোরসহ দ্রুততম সময়ে ক্রুশ থেকে নামানো হলো। এরপর হাড়গোড় ভাঙ্গার পালা ছিল। তখনই খোদা তা'লা তাঁর অসীম কুদরতের এক নিদর্শন দেখালেন যে, পিলাইটের কয়েকজন সৈনিক তখন সেখানে উপস্থিত ছিল, যাদেরকে পিলাইটের স্ত্রীর দেখা স্বপ্নের প্রতিফলন স্বরূপ ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে অদৃশ্যমূলকভাবে উপলব্ধি করানো হয়েছিল। এ কারণে একান্তভাবে তাদের এই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল, যেন হযরত মসীহ্‌র ওপর থেকে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়ার বিপদ টলে যায়, আর যাতে এমন না হয় যে মসীহ্‌র এভাবে নিহত হওয়ার দরুন ওই স্বপ্ন ফলে যায় এবং পিলাইট কোন মারাত্মক বিপদের শিকার হয়! তাই ওই সৈনিকরা প্রথমে (ক্রুশকাষ্ঠ থেকে নামানোর পর) দুই চোরের হাড় ভাঙ্গলো। তখনি যেহেতু প্রবল বেগে ধুলোঝড় প্রবাহিত ছিল এবং অন্ধকারও বেড়ে গিয়েছিল। এ কারণে মানুষ উৎকণ্ঠিত হয়ে বাড়ি-ঘরের দিকে ছুটে যেতে আরম্ভ করেছিল। এই অস্থির পরিস্থিতির সুযোগে সৈনিকরা চোরদের হাড়-গোড় ভাঙ্গার পর হযরত মসীহ্‌র পালা যখন আসলো তখন তাদের মধ্যে একজন তাঁর গায়ে হাত রেখে এমনি-এমনি বলে দিল, 'মসীহ্ তো মারা গেছেন। তাঁর হাড়-গোড় ভাঙ্গার প্রয়োজন নেই।' আরেকজন বলল, 'আমিই তার লাশ দাফন করে দেবো।' আর ধুলোঝড় আরও বৃদ্ধি পেয়ে এতো প্রবল বেগে প্রবাহিত হলো যে সেটি ইহুদীদের ধাক্কা দিয়ে সেখান থেকে বহিষ্কার করলো। অতএব এভাবে হযরত মসীহ্ জীবিতাবস্থায় রক্ষা পেলেন এবং নিরাপদে এক গোপন গুহোয় থাকার পর তিনি হাওয়ারীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের থেকে নিয়ে এক সাথে ভাজা মাছ খেলেন। কিন্তু ইহুদীরা যখন তাদের বাড়ী-ঘরে পৌঁছলো এবং ঝড়েরও অবসান হলো তখন তারা তাদের অসমাপ্ত কার্যক্রমের দরুন সন্দেহের ঘুরপাকের অতল গহ্বরে পড়ে গেল। সৈনিকদের সম্পর্কেও তাদের মনে সন্দেহ ঢুকলো।

সুতরাং এখন পর্যন্ত ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের সে-একই অবস্থা। তাদের মধ্যকার কেউ কসম খেয়ে এবং নিজের জন্য কঠিন বিপদ ও শাস্তির প্রতিশ্রুতি ও ঘোষণা দিয়ে বলতে পারে না এবং কখনও পারবেও না যে, সে প্রকৃতপক্ষে এই দৃঢ়বিশ্বাস রাখে যে, হযরত মসীহ্ ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে সত্যি-সত্যিই নিহত হয়েছেন। এসব সন্দেহ সে-সময় থেকেই তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। পৌল তার চাতুর্যের মাধ্যমে এগুলো মুছে ফেলার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু এসব সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতএব পৌলের লেখা

কতক পত্র দেখে পরিষ্কার এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

হযরত মসীহ্‌কে যখন ক্রুশ থেকে নামানো হয় তখন তাঁর জীবিত থাকার সপক্ষে আরও একটি পাকাপোক্ত প্রমাণ যা বেরিয়ে আসে সেটি হলো ঃ তাঁর পাঁজড়ে বর্শার ঘাই দেওয়ায় তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়। ইহুদীরা তাদের অস্থিরতাও তড়িঘড়ি ভুমিকার কারণে এবং খ্রিষ্টানরা ইঞ্জিলে লিপিবদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিবরণের দিক দিয়ে এসব সন্দেহে অংশীদার হয়ে এতে গভীরভাবে আটকে রয়েছে। এমন কোনো খ্রিষ্টান নেই যে ইঞ্জিলের বর্ণনায় গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ করে এবং তারপরও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখে যে, হযরত মসীহ্ সত্যি-সত্যি ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। বরং তাদের হৃদয় আজও সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে। যে প্রায়শ্চিত্যবাদ নিয়ে তারা ঘুরে বেড়ায় এর ভিত্তি এমন (চোরা) বালি-রাশির ওপর স্থাপিত যে স্বয়ং ইঞ্জিলের বর্ণনা গুলোই একে নস্যাৎ করে দিয়েছে। অতএব কুরআন করীমের উপরুল্লিখিত আয়াত অর্থাৎ **"ওয়া ইম্মিম আহ্‌লিল কিতাবি ইল্লালা-ইউমিমান্না বিহি ক্বলা মওতিহি"–** এটি কখনও ভবিষ্যদ্বাণীরূপে নয় যেমন কিনা অগাধ জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবীদার আমাদের ভাই মৌলবী সাহেবান মনে করেন বরং এটিতো সংশ্লিষ্ট সেই ঘটনা ও বাস্তব অবস্থার বর্ণনা যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় বিদ্যমান ছিল অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের ধ্যান-ধারণার যে অবস্থা ছিল সেটি তাদের ওপর হুজ্জত তথা অকাট্য যুক্তি পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাক তাদের শোনাচ্ছেন এবং তাদের অন্তর্নিহিত স্বরূপ তাদের সামনে প্রকাশ করছেন এবং তাদের অভিযুক্ত করে তাদের এটা বুঝাচ্ছেন যে তাঁর এ বর্ণনা যদি সঠিক না হয়ে থাকে তাহলে মোকাবেলায় দন্ডায়মান হয়ে দাবী করুক যে এগুলো ভুল বা ভ্রান্ত সংবাদ দেয়া হচ্ছে এবং তারা নিজেরা কোনো সন্দেহ-সংশয়ের শিকার নয়, বরং সুনিশ্চিতভাবে বুঝে-শুনে বসে আছে যে সত্যি-সত্যি মসীহ্ ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিহিত হয়েছেন।

এস্থলে এ-ও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আয়াতটির শেষে **"ক্বলা মওতিহী"** (অর্থঃ তার মৃত্যুর পূর্বে)-এ বাক্যটি দ্বারা আল্লাহ্ 'জাল্লাশানুহু' এর প্রকৃত মর্ম এটিই বুঝিয়েছেন যে, কেউ যেন 'মা সালাবুহু' অর্থাৎ 'মসীহ্‌কে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়নি'– কথাটি থেকে এ ফলাফল আবিষ্কার না করে যে, মসীহ্ (আ.) যেহেতু ক্রুশে বিদ্ধকরণের মাধ্যমে নিহত হন নি, সেহেতু এ কারণে পরবর্তীতে তিনি আর মারা যান নি। অতএব আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টত বলে দিয়েছেন যে এসবই তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্বেকার অবস্থা। উল্লিখিত এ বাক্যটি দ্বারা কেউ যেন তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুর অস্বীকার বুঝানো হয়েছে বলে ফলাফল নির্ণয় না করে। বরং এই স্বাভাবিক মৃত্যু ক্রুশীয় ঘটনার অনেক পরে সংঘটিত হয়। অন্য কথায়, এ আয়াতে বলা হয়েছে যে ইহুদী এবং খ্রিষ্টান উভয়ই আল্লাহ্‌র এ বর্ণনাটিতে সর্বসম্মতভাবে দৃঢ়বিশ্বাস রাখে যে হযরত মসীহ্ নিশ্চিতভাবে ক্রুশীয় মৃত্যুতে মরেন নি, অতএব প্রকৃতপক্ষে মসীহ্‌র স্বাভাবিকভাবে সংঘটিত মৃত্যুতে তাদের দৃঢ়বিশ্বাস পোষণের পূর্বে তারা সেই মৃত্যুর পূর্ববর্তী এর প্রাথমিক ঘটনাবলীতে ঈমান (দৃঢ়বিশ্বাস) রাখে। কেননা মসীহ্ যখন ক্রুশীয় মৃত্যুতে মরেন নি– যে-মৃত্যু দ্বারা ইহুদী ও খ্রিষ্টান উভয়ে তাদের বিশেষ-বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক ফলাফল নির্ণয় করতে চেয়েছিল। কাজেই তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুতেও তাদের ঈমান আনা আবশ্যক। কেননা জন্মের জন্য মরণ অবধারিত, অনিবার্য। অতএব "ক্বাবলা মওতিহী"-এর তফসীর হলো "ক্বাবলা ঈমানিহী বি-মাতিহী" (অর্থাৎ, 'মসীহ্‌র স্বভাবিক মৃত্যুতে প্রত্যেক ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে প্রত্যেকের ঈমান আনার পূর্বে'– অনুবাদক)।

আর দ্বিতীয়ত আয়াতটির এ অর্থও রয়েছে যে, হযরত মসীহ্ তখনও মারা যান নি, সেই থেকে এ সন্দেহ-সংশয়মূলক ধ্যান-ধারণা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মাথায় বা অন্তরে চলে আসছে। অতএব এ অর্থ অনুযায়ীও কুরআন করীম 'ইশরাতুন্ নাস' তথা 'বাক্যের অন্তর্নিহিত ঈঙ্গিত' স্বরূপ হযরত মসীহ্‌র মারা যাওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে। মোটকথা, কুরআন করীমে তিনটি জায়গায় হযরত মসীহ্‌র মারা যাওয়া সুস্পষ্টত বর্ণিত হয়েছে। তবুও আক্ষেপ যে, আমাদের মৌলবী সাহেবান এ জায়াগাগুলোতে দৃষ্টি দেন না এবং অত্যন্ত চতুরতার সাথে বলেন, 'এটা তো আমরা মানলাম, কুরআন করীম এটাই বলে যে হযরত মসীহ্ মারা গেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ 'জাল্লাশানুহু' কি পুনরায় তাঁকে জীবিত করে দুনয়ায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম নন?' কিন্তু এ আলেমদের জ্ঞান-বুদ্ধির দরুন কান্না পায়। হে উলামা মহোদয়গণ! আমরা এ-ও মানলাম ও মানি যে খোদা তা'লা প্রত্যেক বিষয়ে সর্বসক্ষম–চাইলে তিনি (পরলোকগত) নবীদের সবাইকে জীবিত করে উপস্থিত করতে পারেন। কিন্তু প্রশ্ন তো আপনাকে এটি করা হয়েছিল যে, কুরআন করীম তো হযরত মসীহ্‌কে মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে নিশ্চুপ হয়েছে। আপনাদের দৃষ্টিতে পবিত্র কুআনে যদি এ মর্মে কোনো আয়াত থেকে থাকে যে হযরত মসীহ্‌কে মৃত্যু দেওয়ার পর পুনরায় আল্লাহ্ তাঁকে জীবিত করেছেন, তাহলে সে আয়াতটি উপস্থাপন করুন। নচেৎ এটা কুরআন করীমের বিরুদ্ধাচরণমূলক মোকাবিলা বৈ কিছুই নয়– পবিত্র কুরআন তো হযরত মসীহ্ মারা গিয়েছেন বলে বর্ণনা করে, আর আপনারা এর বরখেরাপে এ দাবী করেন যে, মসীহ্ (আ.) মারা যান নি বরং জীবিত রয়েছেন!!

(চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

জুমুআর খুতবা

বাৎসরিক জলসার উদ্দেশ্য:
বাংলাদেশ ও সিয়েরালিওন জামাতের বাৎসরিক জলসা

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ বাংলাদেশের জলসা সালানা আরম্ভ হচ্ছে। তাদের এবারের জলসার সমাপ্তি অধিবেশনে আমার বক্তব্য রাখার ছিল না বিধায় তারা এ আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছে যে, খুতবাতেই এ প্রেক্ষপটে আমি যেন কিছু বলি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বাংলাদেশ জামা'তও অত্যন্ত নিষ্ঠাবান একটি জামা'ত। এটিও সেই দেশ, যে দেশের আহমদীরা প্রাণের কুরবানী দিয়েছে, প্রায় ১২/১৩ জন শহীদ হয়েছে। কঠোরতা সয়েছে এবং এখনো সয়ে চলেছে, তবুও আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা অনেক দৃঢ়তার অধিকারী। আল্লাহ্ তা'লা তাদের ঈমান ও বিশ্বাস উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দিন। একইভাবে সিয়েরালিওনেও আজ জলসা সালানা আরম্ভ হয়েছে। সেখানেও আবহওয়ার কারণে তাদের দুশ্চিন্তা ছিল এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত আশঙ্কাও ছিল। তারা দোয়ার অনুরোধ করেছে এবং জলসা যেন সকল অর্থে বরকতমণ্ডিত হয়, সে জন্যও তারা দোয়া চেয়ে অনুরোধ জানিয়েছে। তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা কল্যাণমণ্ডিত করুন।

সর্বদা আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে, যে উদ্দেশ্যে জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, সে

আজ বাংলাদেশের জলসা সালানা আরম্ভ হচ্ছে। তাদের এবারের জলসার সমাপ্তি অধিবেশনে আমার বক্তব্য রাখার ছিল না বিধায় তারা এ আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছে যে, খুতবাতেই এ প্রেক্ষপটে আমি যেন কিছু বলি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বাংলাদেশ জামা'তও অত্যন্ত নিষ্ঠাবান একটি জামা'ত। এটিও সেই দেশ, যে দেশের আহমদীরা প্রাণের কুরবানী দিয়েছে, প্রায় ১২/১৩ জন শহীদ হয়েছে। কঠোরতা সয়েছে এবং এখনো সয়ে চলেছে, তবুও আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা অনেক দৃঢ়তার অধিকারী।

জলসা পৃথিবীর যে দেশেই অনুষ্ঠিত হোক না কেন, তা বাংলাদেশে হোক বা সিয়েরালিওন বা আফ্রিকা অথবা পৃথিবীর অন্য যে কোন স্থানেই হোক না কেন। সেই উদ্দেশ্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব যেন আমরা উপলব্ধি করতে পারি এবং তা অর্জনও করতে পারি। আর এর উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য তা-ই, যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিভিন্ন সময় জলসার প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেছেন। আমি আশা করি, জলসার উদ্বোধনের সময় বাংলাদেশ এবং সিয়েরালিওনের জামা'ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেই উদ্ধৃতিসমূহ শুনে থাকবে। পৃথিবীর সকল আহমদীর উচিত, এ উদ্দেশ্যকে সর্বদা তাদের দৃষ্টিপটে রাখা। কেননা, জলসার এসব উদ্দেশ্য কেবল তিন দিনের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, বরং এটি একজন আহমদী মুসলমানের গোটা জীবনের উদ্দেশ্য। তাই এসব উদ্দেশ্যকে আমাদের সামনে রাখা উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, জলসার একটি উদ্দেশ্য হল, তাকওয়া এবং খোদাভীতি সৃষ্টি হওয়া। এটি অস্থায়ী কোন বিষয় নয়, বরং স্থায়ীভাবে চর্চায় রাখার মত বিষয়। অতঃপর জলসায় আগমন তোমাদের মাঝে যেন আল্লাহ্ তা'লার ভয়-ভীতির সত্যিকার চেতনা সৃষ্টি করে। এটিও স্থায়ী একটি বিষয়। অর্থাৎ, এমন ভীতি, যা ভীত-ত্রস্ত হয়ে কেবল শঙ্কিত হওয়ার মত ভয় নয়, বরং প্রেমাস্পদের অসন্তুষ্টির আশঙ্কা হৃদয়ে বিরাজ করা উচিত।

জলসায় আগমনের আরেকটি উদ্দেশ্য হল, আধ্যাত্মিক পরিবেশ পরস্পরের জন্য হৃদয়ে যেন কোমলতার আবেশ সৃষ্টি করে। আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা লাভের জন্য যেন পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা পোষণের প্রতিযোগিতা হয়। নিজেদের মাঝে এমন ভ্রাতৃত্ব-বোধ যেন প্রতিষ্ঠিত হয়, যা দেখে বিশ্ববাসীও ঈর্ষা বোধ করে যে, এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃত ইসলামী শিক্ষারই পরিচায়ক।

হযরত আকদস মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়ের আবশ্যকতার চেতনাও জাগ্রত করেছেন, যাতে তাঁর অনুসারীরা বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে এবং অহংকার ও দাম্ভিকতা মন থেকে পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলে। (শাহাদাতুল কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯৪, ৩৯৮) তা সে যে স্থানে বসবাসকারী আহমদীই হোক না কেন, আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চমার্গে উপনীত হওয়ার পর ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য্য যেন নিজ নিজ দেশে প্রচার ও প্রসার করে। বিরোধীতা যদি থেকে থাকে, তা আমাদের কাজ বন্ধ করতে পারবে না। প্রজ্ঞার সাথে তবলীগের কাজ আমাদেরকে সর্বত্র চালিয়ে যেতে হবে আর এটাই আমাদের লক্ষ্য।

আজ ইসলামকে যখন সর্বত্র দুর্নাম করা হচ্ছে। স্বয়ং মুসলমান দেশগুলোতেই মুসলমান মুসলমানের রক্তপিপাসু শত্রুতে পরিণত হয়েছে। মুসলমানদের আমল বা ব্যবহারিক আচরণ ইসলামী শিক্ষা থেকে যোজন যোজন দূরে সরে গেছে, এমন পরিস্থিতিতে আহমদীদেরকেই ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে জগদ্বাসীকে অবগত করতে হবে। এ জন্য সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত হয়ে দোয়া করা। নিজেদের কাজের বরকত ও কল্যাণ লাভের জন্যও আল্লাহ্ তা'লারই কাছে হাত পাততে হবে। আর নিজেদের জীবনাচারে উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক ব্যবহারিক দৃষ্টান্তও স্থাপন করতে হবে, যেন জগদ্বাসী দেখতে পায়, ইসলামী শিক্ষানুযায়ী ইবাদতের উচ্চমান দেখতে হলে তা আহমদীদের মাঝেই দেখ। ইসলামী শিক্ষা অনুসারে বান্দার অধিকার প্রদান এবং উন্নত নৈতিক চরিত্রের সুমহান দৃষ্টান্ত যদি দেখতে হয়, তবে তা আহমদীদের মাঝে প্রত্যক্ষ কর।

অতএব, এ জলসা, আহমদীদেরকে তিন দিনের জন্য সমবেত করে কেবল ধর্মীয় কিছু কথা শোনানোর উদ্দেশ্যেই আয়োজন করা হয় না বরং এটি আয়োজনের উদ্দেশ্য হল, যেন এ পরিবেশে অর্থাৎ, তিন দিনে জলসার যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাতে অবস্থান করে মানুষ যেন তাদের হৃদয়ের মরিচা ঝেড়ে ফেলতে পারে। বিশ্বাসগত দিক থেকে নিঃসন্দেহে সেখানকার আহমদীরা খুবই দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী। যেভাবে আমি বলেছি, এর জন্য বাংলাদেশের আহমদীরা প্রাণও বিসর্জন দিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সবার কাছেই এটি চান যে, ইসলামের পুনর্জীবনের এই যুগে সবাই যেন তাদের ব্যবহারিক আচরণে উন্নত মান প্রদর্শন করে। আল্লাহ্ তা'লা বর্ণিত রীতি অনুসারে নিয়মিত নামায পড়ুন, নিজেদের নামাযে এর প্রকৃত প্রেরণা সৃষ্টির চেষ্টা করুন। এ সম্পর্কে গত দুই খুতবায় আমি বিশদভাবে আলোচনা করেছি। বান্দাদের প্রাপ্য প্রদানের ক্ষেত্রে নিজের সকল শক্তি-সামর্থ্যকে নিয়োজিত করে দায়িত্ব পালন করুন।

জলসার উদ্দেশ্যাবলীতে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এর একটি উদ্দেশ্য হল- তাকওয়া এবং খোদাভীতি সৃষ্টি করা। তাকওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

জলসায় আগমনের আরেকটি উদ্দেশ্য হল, আধ্যাত্মিক পরিবেশ পরস্পরের জন্য হৃদয়ে যেন কোমলতার আবেশ সৃষ্টি করে। আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা লাভের জন্য যেন পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা পোষণের প্রতিযোগিতা হয়। নিজেদের মাঝে এমন ভ্রাতৃত্ব-বোধ যেন প্রতিষ্ঠিত হয়, যা দেখে বিশ্ববাসীও ঈর্ষা বোধ করে যে, এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃত ইসলামী শিক্ষারই পরিচায়ক।

"তাকওয়ার অর্থ হল, পাপের সূক্ষ্ম রাস্তাগুলো বর্জন করা। স্মরণ রেখো! পুণ্য শুধু এটিই নয় যে, কোন এক ব্যক্তি বলে, আমি নেক। কেননা, আমি কারো সম্পদ হরণ করি নি, (কারো সম্পদ লুটপাট করি নি, কারো অধিকার কেড়ে নিই নি,) সিঁদ কেটে চুরি করি নি, কুদৃষ্টি দিই না এবং ব্যভিচারও করি না। এমন নেকী, তত্ত্বজ্ঞানীদের কাছে হাস্যকর বিষয়, (এগুলো পুণ্য নয় বরং রসিকতা)। কেননা, সে যদি এ সব পাপে লিপ্ত হয় আর চুরি এবং ডাকাতি করে, তবে সে শাস্তি পাবে। অতএব, এটি কোন পুণ্য নয়, যা এক তত্ত্বজ্ঞানীর দৃষ্টিতে মূল্যায়নের যোগ্য হতে পারে। বরং সত্যিকার এবং প্রকৃত নেকী হল, মানব জাতির সেবা করা। আর খোদার পথে পূর্ণ নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা বজায় রাখা, তাঁর পথে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে দ্বিধা না করা। এ কারণেই এখানে বলা হয়েছে, 'ইন্নাল্লাহা মায়াল্লাযীনাত্ তাকাও ওয়াল্লাযীনা হুম মুহসিনুন' (সূরা আন নাহল: ১২৯) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে আছেন, যারা পাপ এড়িয়ে চলে আর একই সাথে পুণ্যকর্মও করে। তিনি (আ.) বলেন, "ভালোভাবে স্মরণ রেখো! নিছক পাপ বর্জন করা বড় কোন বিষয় নয়, যতক্ষণ একই সাথে নেককর্ম না করবে। অনেকেই এমন হবে, যারা কখনো ব্যভিচার করে নি, হত্যা করে নি, চুরি করে নি, ডাকাতি করে নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও খোদা তা'লার পথে তারা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার কোন দৃষ্টান্তও স্থাপন করে নি। (অপরাধ তো করে নি, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার পথে বিশ্বস্ততার এমন কোন দৃষ্টান্তও স্থাপন করে নি, যা প্রশংসনীয় হতে পারে) অথবা মানব জাতির কোন সেবাও করে নি আর এ ধরণের কোন পুণ্যকর্মও করে নি। অতএব, সে ব্যক্তি অজ্ঞ, যে এসব কথা উপস্থাপন করে তাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করবে। কেননা, এগুলো তো পাপাচারিতা। এতটুকু ভাবলেই মানুষ ওলী-আউলিয়াদের অন্তর্ভুক্ত হয় না।" তিনি (আ.) বলেন, "পাপাচারী, চোর, বিশ্বাসঘাতক এবং ঘুষখোরের জন্য খোদা তা'লার রীতি হল, তাকে এই পৃথিবীতেই শাস্তি দেয়া" (এরা ইহজগতেই শাস্তি পায়)। তারা শাস্তি না পাওয়া পর্যন্ত মরে না। (কোন না কোনভাবে তারা শাস্তি পেয়েই যায়।) স্মরণ রেখো! নেকী বা পুণ্য কেবল এতটুকুর নামই নয়।"

তিনি (আ.) বলেন, "তাকওয়ার সর্বনিম্ন স্তরের দৃষ্টান্ত এভাবে দেয়া যায় যে, যেভাবে কোন প্লেটকে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করা হয়, যেন তাতে উন্নত মানের খাবার পরিবেশন করা যায়। এখন কোন প্লেট খুব ভালোভাবে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে যদি রেখে দেয়া হয়, কিন্তু তাতে খাবার রাখা না হয়, তাহলে কি এতে পেট ভরতে পারে? মোটেই নয়। সেই খালি প্লেট কি ক্ষুধা নিবারণ করবে? (অর্থাৎ, খাবার না খেয়ে খালি প্লেট সামনে রেখে দিলেই ক্ষুধা কি নিবারণ হবে?) মোটেই নয়। একইভাবে তাকওয়ার বিষয়টিও বুঝার চেষ্টা কর। তিনি প্রশ্ন করছেন, তাকওয়া কী? তাকওয়া হল অবাধ্য প্রবৃত্তির প্লেটকে পরিষ্কার করা। অবাধ্য প্রবৃত্তি হল সেই জিনিস, যা মানুষকে সর্বদা পাপে প্রবৃত্ত করে, পাপ করেও সে লজ্জা পায় না। এ জন্য তাকওয়া হল অবাধ্য প্রবৃত্তির প্লেটকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা আর নেকী বা পুণ্য সেই খাদ্য। যখন এটি পরিষ্কার হয়, পাপ থেকে বেঁচে চলে, তাকওয়ার ন্যূনতম স্তর এটি। এবারে পরিচ্ছন্ন সেই প্লেটে খাবার পরিবেশন কর। আর সেই খাবার হল সেই পুণ্য, যা আল্লাহ্ তা'লা করতে বলেছেন। আর এর মাঝে রয়েছে, খোদার প্রাপ্য অধিকার এবং বান্দাদের প্রাপ্য। তিনি (আ.) বলেন, "নেকী সেই খাবার, যা তাতে রাখা হয় আর যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে শক্তি যুগিয়ে মানুষকে নেক কাজের যোগ্য করে। এখন ততটুকু প্রচেষ্টা করে সৎকর্ম কর, যতটা মানবীয় শক্তিবৃত্তি আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন। আর সেগুলোকে এ জন্য দৃঢ় কর, যেন এর দ্বারা খোদার অধিকার প্রদান করা হয় এবং তাঁর বান্দার প্রাপ্য অধিকারও প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে যেন নেককর্ম সাধিত হয় আর তারা যেন খোদার নৈকট্যের মহান মর্যাদা লাভ করতে পারে। (মলফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪১-২৪৩, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত) এ উভয় বিষয় যখন ঘটবে তখন পুণ্য কর্মও শুরু হতে থাকবে আর তাকওয়ার মানও উন্নীত হবে এবং খোদার নৈকট্যও লাভ হবে।

অতঃপর একজন প্রকৃত মুসলমানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত। দোয়া কী? ইবাদত কাকে বলে? ইবাদত এবং দোয়ার ফলে কী কী নিদর্শনাবলী প্রকাশ পায় আর দোয়া ও ইবাদত কীভাবে করা উচিত? তা কেমন হওয়া উচিত এবং দোয়ার প্রকৃত মর্ম বা তত্ত্ব বুঝার জন্য কী রীতি অবলম্বন করা উচিত? আর এর মাধ্যমে কীভাবে খোদার নৈকট্য অর্জন করা সম্ভব এবং এ ক্ষেত্রে নামাযের ভূমিকা কী? এসব বিষয় স্পষ্ট করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "দোয়া সেই মহৌষধ, যা মাটির এক ঢেলাকে মূল্যবান স্বর্ণে পরিণত করে।" এক মুষ্ঠি মাটি দোয়ার ফলে স্বর্ণ হয়ে যায়, এমনই প্রভাব বিস্তারী বৈশিষ্ট্য দোয়াতে থাকা চাই। "দোয়া সেই পানি, যা অভ্যন্তরীণ নোংরামিকে বিধৌত করে।" কিন্তু তা কেমন দোয়া? তিনি (আ.) বলেন, "সেই দোয়ার ফলে হৃদয় বিগলিত হয়।" এমন দোয়া, যা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে

"সত্যিকার এবং প্রকৃত নেকী হল, মানব জাতির সেবা করা। আর খোদার পথে পূর্ণ নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা বজায় রাখা, তাঁর পথে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে দ্বিধা না করা। এ কারণেই এখানে বলা হয়েছে, 'ইন্নাল্লাহা মায়াল্লাযীনাত্ তাকাও ওয়াল্লাযীনা হুম মুহ্‌সিনুন' (সূরা আন নাহলঃ ১২৯) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে আছেন, যারা পাপ এড়িয়ে চলে আর একই সাথে পুণ্যকর্মও করে।"

উৎসারিত হয় এবং এর ফলে হৃদয় বিগলিত হয়। "আর পানির মত প্রবাহিত হয়ে খোদা তা'লার দরবারে তা নিবেদিত হয়। খোদার দরবারে সে দণ্ডায়মানও হয়, রুকুও করে আবার সেজদাও করে আর এরই প্রতিচ্ছবি হল সেই নামায, যা ইসলাম শিখিয়েছে।" অর্থাৎ, দোয়া যখন হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়, সে কখনো ব্যাকুলতার সাথে দণ্ডায়মান হয়, কখনো রুকু করে আবার কখনো সেজদা করে। বিভিন্ন রূপ রয়েছে আত্মার আর এর বাহ্যিক রূপ হল নামায, যা নামাযে দেখা যায়, যা ইসলাম শিখিয়েছে। "আর আত্মার দণ্ডায়মান হওয়া হল, সে খোদার জন্য সকল ভয়কে জয় করে এবং নির্দেশ মানার ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ততা দেখায়। তার রুকু বা তার আত্মার বিনত হওয়া বা রুকু করার অর্থ হল, সমস্ত জাগতিক প্রেম-প্রীতি ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করে সে আল্লাহ্‌র সামনে ঝুঁকে, আল্লাহ্‌র চেয়ে বড় কোন সম্পর্ক নেই আর সে আল্লাহ্‌র হয়ে যায়। আর তার সেজদা হল, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত হয়ে নিজেকে সে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে। নিজ সত্তার ছাপ সম্পূর্ণভাবে মিটিয়ে দেয়।" নিজের বলে কিছুই রাখে না। পুরোপুরি আল্লাহ্‌র হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, "এই নামাযই খোদার সাথে মিলিত করে।" নামাযের প্রকৃত অর্থ যদি উদঘাটন করতে হয়, তাহলে এটিই হল সেই নামায, যার ফলে খোদা লাভ হয়। মানুষ বলে, নামায অনেক পড়েছি কিন্তু খোদাকে পেলাম না। অতএব, এ অবস্থা সৃষ্টি করার প্রয়োজন রয়েছে। "ইসলামী শরীয়ত, দৈনন্দিন নামাযে এর প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করে দেখিয়েছে, সেই দৈহিক নামায যেন আধ্যাত্মিক নামাযের কারণ হয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা মানব সত্তার গঠন ও গড়ন এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, আত্মার প্রভাব দেহের উপর আর দেহের প্রভাব আত্মার উপর পড়ে। তোমাদের আত্মা যখন দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়, চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। আর আত্মা যখন আনন্দিত হয়, চেহারায় প্রফুল্ল ভাব ফুটে উঠে। এমনকি অনেক সময় মানুষ হাসতেও আরম্ভ করে। একইভাবে শরীরে কোন আঘাত লাগলে সেই ব্যথায় আত্মাও অংশীদার হয়। আর শরীর যখন শীতল বাতাসে প্রশান্ত হয়, আত্মাও তা থেকে অংশ পায়। অতএব, দৈহিক ইবাদতের উদ্দেশ্য হল, আত্মা এবং দেহের পারস্পরিক সম্পর্কের সুবাদে আত্মায় যেন মহাসম্মানিত খোদার দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য এক গতির সঞ্চার হয়। আর আধ্যাত্মিক কিয়াম এবং সেজদায় যেন রত হয়।" কেননা, বাহ্যিক কিয়াম, সেজদা ও রুকুতে এমন এক পর্যায়ে মানুষের উপনীত হওয়া উচিত, যা হবে আধ্যাত্মিক। আত্মা যেন রুকু করে, আত্মা যেন সেজদাও করে অথবা সেজদা ও রুকু যেন আত্মিকভাবেও হয়। আর সেই অবস্থা যেন সৃষ্টি হয়, যা বাহ্যিক দুঃখ এবং আনন্দের সময় মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয়। মানুষ কাঁদেও আবার হাসেও। একইভাবে খোদার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এর বহিঃপ্রকাশ ঘটা উচিত। "আধ্যাত্মিক কিয়াম এবং সেজদায় রত হওয়া উচিত। কেননা, মানুষ উন্নতি করার জন্য সংগ্রাম এবং চেষ্টা-সাধনার মুখাপেক্ষী।" উন্নতি করতে হলে চেষ্টা-সাধনা করতে হয়, পরিশ্রম করতে হয়। "আর এটিও এক ধরনের সংগ্রাম। "জানা কথা যে, দুটি জিনিস একটি অন্যটির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকলে, এগুলোর একটিকে যখন উঠানো হবে, তখন একটি উঠানোর ফলশ্রুতিতে দ্বিতীয়টি, যা এর সাথে সংযুক্ত, তাতেও কিছু গতি সঞ্চার হবে।" কিন্তু মানুষ যদি নামাযে কেবল বাহ্যিক অর্থে দৈহিক কিয়াম, রুকু এবং সিজদা করে, তাহলে এতে কোন লাভ নেই। "যতক্ষণ পর্যন্ত এর সাথে এই চেষ্টা না থাকবে যে, আত্মাও যেন নিজ জায়গায় কিয়াম, রুকু এবং সিজদা থেকে কিছুটা অংশ পায় আর এ অংশ পাওয়া তত্ত্বজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল এবং তত্ত্বজ্ঞান নির্ভর করে কৃপার উপর।" (লেকচার শিয়ালকোট, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃ. ২২৪-২২৩)

অপর এক জায়গায় এর ব্যাখ্যা করে তিনি (আ.) বলেন, খোদার কৃপাতেই সব কিছু লাভ হয়। তাই, কৃপাধন্য হওয়ার জন্যও আল্লাহ্ তা'লার সামনে সেজদাবনত হও, তাঁর সমীপে হাত পাত। আর খোদার কৃপায় এই তত্ত্বজ্ঞান যদি লাভ হয়, তবেই প্রকৃত অর্থে নামায হয়। আর এর জন্য সংগ্রাম, চেষ্টা-সাধনা এবং অবিরাম পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। চেষ্টা-সাধনা যদি থাকে, তবেই না মানুষের জন্মের উদ্দেশ্য সফল হয়। আর তাকওয়া এবং প্রকৃত ইবাদত তখনই উৎকর্ষ লাভ করে। যেভাবে পূর্বেও একটি উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে যে, দু'টি জিনিস রয়েছে, একটি খোদার অধিকার, অন্যটি বান্দার প্রাপ্য। আর এই তাকওয়াও তখনই পূর্ণতা পাবে এবং সত্যিকার ইবাদতও তখন পরম মার্গে পৌঁছাবে, যখন বান্দার অধিকারও একই সাথে প্রদান করা হবে। এ প্রসঙ্গটি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আসল কথা হল, সবচেয়ে কঠিন এবং স্পর্শকাতর বিষয় হল, বান্দার অধিকার প্রদান করা।" মানুষ নামাযও পড়ে, মসজিদেও আসে, চাঁদাও দেয়, অনেক সময় প্রাণও বিসর্জন দেয় কিন্তু কখনো এমন মুহূর্তও আসে, যখন মানুষের অধিকার প্রদান করা কঠিন হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, সবচেয়ে স্পর্শকাতর এবং কঠিন বিষয় হল, বান্দার অধিকার প্রদান করা। "কেননা, সে সব সময় এ বিষয়ের সম্মুখীন হয় আর সর্বদা সে এই পরীক্ষার মুখোমুখি হয়। অতএব, এ ক্ষেত্রে খুবই বুদ্ধিমত্তার সাথে পদচারণা করা উচিত।"

"দোয়া সেই মহৌষধ, যা মাটির এক ঢেলাকে মূল্যবান স্বর্ণে পরিণত করে। দোয়া সেই পানি, যা অভ্যন্তরীণ নোংরামিকে বিধৌত করে। আর পানির মত প্রবাহিত হয়ে খোদা তা'লার দরবারে তা নিবেদিত হয়। খোদার দরবারে সে দণ্ডায়মানও হয়, রুকুও করে আবার সেজদাও করে আর এরই প্রতিচ্ছবি হল সেই নামায, যা ইসলাম শিখিয়েছে।"

তিনি (আ.) বলেন, "আমার রীতি হল, শত্রুর সাথেও সীমাতিরিক্ত কঠোর আচরণ কাম্য নয়। অনেকেই শত্রুকে ধ্বংস এবং নিশ্চিহ্ন করার জন্য যারপর নেই চেষ্টা করে।" অন্যকে ধ্বংস করার জন্যই যেন এ চেষ্টা করা হয়। "এই ধারণার বশবর্তী হলে বৈধ-অবৈধের হিতাহিত জ্ঞান সে হারিয়ে ফেলে। তাকে লাঞ্ছিত করার জন্য তার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে, তার গীবত করে আর অন্যদেরকে তার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। এখন বল! সামান্য শত্রুতা কত ভয়াবহ পাপে পর্যবসিত হচ্ছে। আর এ সব পাপ যখন বংশ বিস্তার করে-" এক পাপ থেকে দ্বিতীয় পাপের জন্ম হয়। এভাবে পাপের বংশ বিস্তার হয়। "এই পাপের যখন বংশ বিস্তার ঘটবে, তখন কোথাকার পানি কোথায় গড়াবে?"

তিনি (আ.) বলেন, আমি সত্য সত্যই বলছি, ব্যক্তিগত কারণে কাউকে শত্রু মনে করবে না, এই হিংসা-বিদ্বেষের অভ্যাস সম্পূর্ণভাবে পরিহার কর। খোদা যদি তোমাদের সাথে থাকেন আর তোমরা খোদার হয়ে যাও, তাহলে তিনি শত্রুকেও তোমার সেবকদের অন্তর্ভূক্ত করতে পারেন। কিন্তু খোদার সাথে যদি তোমার সম্পর্ক ছিন্ন থাকে আর তাঁর সাথে যদি কোন বন্ধুত্বের সম্পর্কই না থাকে এবং তোমাদের আচার-আচরণ যদি তাঁর ইচ্ছার পরিপন্থী হয়, তাহলে তোমাদের জন্য খোদার চেয়ে বড় শত্রু আর কে হবে? সৃষ্টির শত্রুতা মানুষ এড়িয়ে চলতে পারে, কিন্তু খোদা যদি শত্রু হয়ে যান আর পুরো সৃষ্টিও যদি বন্ধু হয়ে যায়, তবুও কিছুই হতে পারে না। তাই তোমাদের রীতি-নীতি নবীদের রীতি-নীতি সদৃশ হওয়া উচিত। এটিই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যে, অন্যের প্রতি যেন ব্যক্তিগত শত্রুতা না থাকে।

তিনি (আ.) বলেন, "ভালোভাবে স্মরণ রেখো! মানুষ সম্মান এবং সৌভাগ্যের উত্তরাধিকারী তখন হয়, যখন সে কারো ব্যক্তিগত শত্রু না হয়। হ্যাঁ! আল্লাহ্ এবং রসূলের সম্মানের জন্য যদি হয়, তাহলে ভিন্ন বিষয়।" আল্লাহ্ এবং রসূলের সম্মানের প্রশ্ন আসলে সেখানে যদি শত্রুতা সৃষ্টি হয়, "অর্থাৎ- যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং রসূলের সম্মান করে না, বরং তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, তাকে তোমরা নিজেদের শত্রু জ্ঞান করবে। তাকে শত্রু মনে করার অর্থ এটি নয় যে, (এখানেও তিনি ব্যাখ্যা করছেন যে,) শত্রু মনে করার অর্থ এটি নয় যে, তার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে আর বিনা কারণে তাকে কষ্ট দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে। না, বরং তার থেকে পৃথক হয়ে যাও আর এ বিষয়টিকে আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ কর। সম্ভব হলে তার সংশোধনের জন্য দোয়া কর।" যদি সম্ভব হয়, শত্রুর সংশোধনের জন্যও দোয়া কর। "নিজের পক্ষ থেকে তার সাথে নতুন কোন ঝগড়া বাধিও না।"

তিনি (আ.) বলেন, "এই বিষয়গুলোই আত্মশুদ্ধির সাথে সম্পর্ক রাখে।" হযরত আলী (রা.) সংক্রান্ত ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "বলা হয়, হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহাহু এক শত্রুর সাথে যুদ্ধ করছিলেন, শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধরত ছিলেন। অবশেষে, হযরত আলী (রা.) তাকে ধরাশায়ী করে তার বুকের উপর উঠে বসলে, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ হযরত আলী (রা.)-র মুখে থুতু মারে, তাৎক্ষণিকভাবে তিনি তার বুক থেকে নেমে পড়েন আর তাকে ছেড়ে দেন। এ জন্য যে, এতক্ষণ আমি তোমার সাথে শুধু আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্যই যুদ্ধ করছিলাম, কিন্তু তুমি যখন আমার মুখে থুতু মারলে এর ফলে আমার প্রবৃত্তির কিছু অংশও এর সাথে যুক্ত হয়ে গেল। তাই আমি নিজের খাতিরে তোমাকে হত্যা করতে চাই না। এটি থেকে পরিস্কারভাবে বুঝা যায় যে, নিজের শত্রুকে তিনি শত্রু মনে করেন নি।" তিনি (আ.) বলেন, এমন বিরল প্রকৃতি আর এমন উন্নতমানের অভ্যাস নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করা উচিত।" নিজের মান্যকারীদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন- "ব্যক্তিগত লোভ-লালসা এবং স্বার্থের খাতিরে কাউকে যদি দুঃখ দাও আর শত্রুতার গণ্ডিকে প্রসারিত কর, তাহলে আল্লাহ্ তা'লাকে অসন্তুষ্ট করার মত এর চেয়ে বড় কথা আর কী হবে!" (মলফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১০৪-১০৫, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

তাই ব্যক্তিগত শত্রুতার বশবর্তী হয়ে কাউকে দু:খ-কষ্ট দিবে না। আর আল্লাহ্ এবং রসূল (সা.)-এর শত্রুদেরকে নিজ শত্রু জ্ঞান করে তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ কর, তাদের জন্য দোয়া কর, তাদের সংশোধনের জন্য চেষ্টা কর। আর তাদের আক্রমণের বৈধভাবে উত্তর দাও। কিন্তু এমন নয় যে, তাদের প্রতিটি কথাকে নোংরা মনে করে অন্যায়ভাবে তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে থাকবে, এটিও ভ্রান্ত এক রীতি।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাকওয়ার প্রকৃত অর্থ ও মর্ম বুঝার তৌফিক দিন আর স্বীয় আশিস বর্ষণ করে আমাদের নামায এবং ইবাদতকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য প্রদানকরী বানিয়ে দিন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বান্দার অধিকার প্রদানের সূক্ষ্ম দিকগুলো বুঝবার তৌফিক দান করুন। আমাদের প্রতিটি কাজ, জাগতিক কোন কাজ হলেও তা যেন সর্বাবস্থায় খোদার সন্তুষ্টি অর্জন এবং একে অগ্রগণ্য রাখার মানসে হয়। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন।

(সূত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ ফেব্রুয়ারি-৩ মার্চ ২০১৭, ২৪তম খণ্ড, সংখ্যা ৮, পৃ. ৫-৭)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

জুমুআর খুতবা

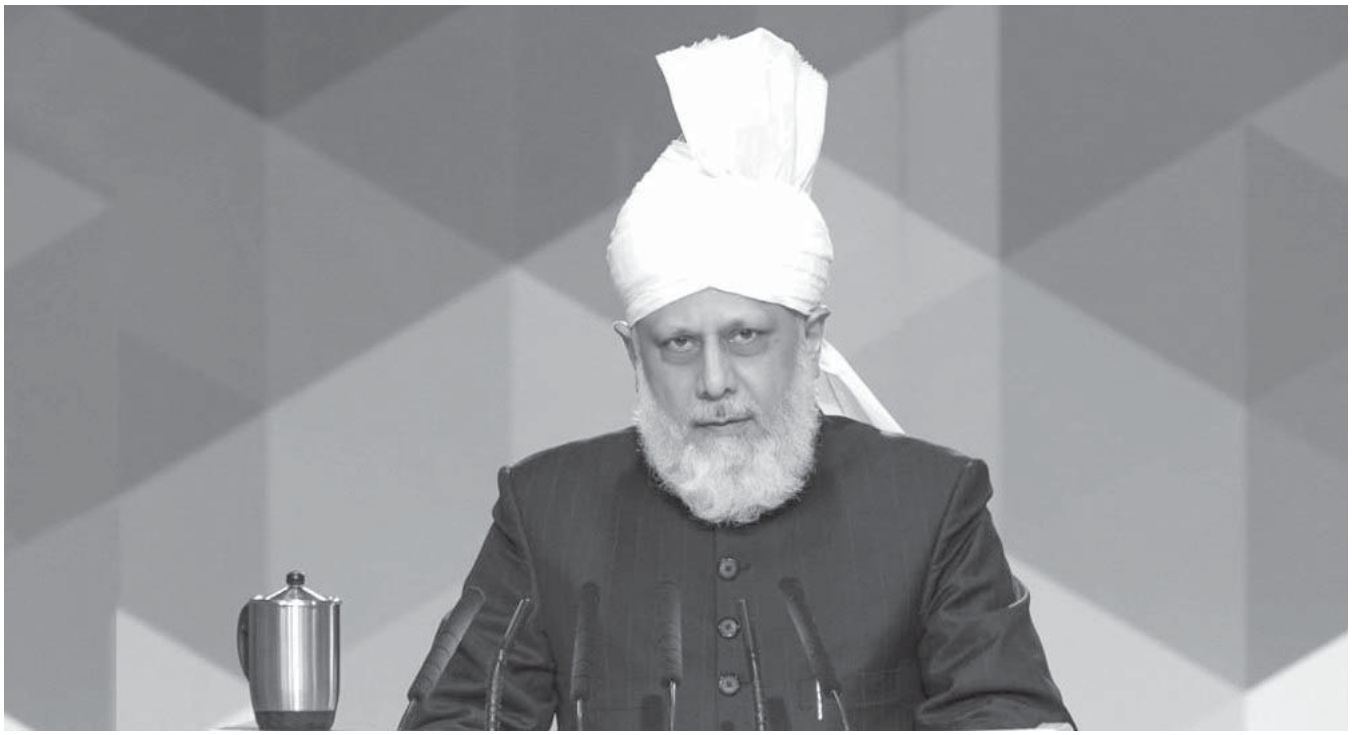

আহ্‌মদীয়াত গ্রহণের ঈমান উদ্দীপক ঘটনা

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, পৃথিবীতে প্রায়শঃ দেখা যায় যে, বস্তুবাদিতার মাঝে মানুষ ক্রমশঃই নিমজ্জিত হচ্ছে। জাগতিক উপায়-উপকরণ হস্তগত করার জন্য সবাই মরিয়া হয়ে উঠছে। অস্বাস্থ্যকর এক প্রতিযোগিতায় মানুষ লিপ্ত। আল্লাহ্ তা'লা এবং ধর্মকে গৌণ বিষয় মনে করা হয় বরং দুনিয়াদার তথা পার্থিবতায় আসক্ত এমন মানুষও রয়েছে, যারা খোদার সত্তাকেই অস্বীকার করে বসেছে আর এদের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাচ্ছে। ধর্মকে নাঊযুবিল্লাহ্ এরা এক বাজে ও বৃথা বিষয় জ্ঞান করে। কিন্তু এমন যুগে, এমন পরিস্থিতিতেও, এমনও মানুষ আছে, যারা খোদার সন্ধানে রত, খোদার পানে যারা নিয়ে যায়। এমন ধর্মানুসন্ধানী, যারা খোদার সাথে সুসম্পর্কের বন্ধন রচনা করতে চায়, সত্যিকার মাযহাব বা ধর্মকে যারা সনাক্ত করতে চায়, সত্য ধর্ম সন্ধান করে সেই ধর্মে যারা যোগ দিতে চায়, এই উদ্দেশ্যে তারা দোয়া করে, উৎকণ্ঠিত হয়, ছটফট করতে থাকে। আর নিশ্চয়ই এক নেক বান্দা এক বিশেষ বেদনার সাথে যখন এই চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে, তখন খোদা তা'লাও এমন মানুষকে পথের দিশা

এ যুগে খোদার নৈকট্য লাভ করা এবং তাঁর ধর্মকে বুঝার জন্য আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাসকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং প্রতিশ্রুত মাহদীর পদমর্যাদা দিয়ে পাঠিয়েছেন। আর বিশ্ববাসীকে বলেছেন, নিজেদের উৎকণ্ঠা বিদূরীত করে মানসিক প্রশান্তি লাভের জন্য প্রকৃত এবং সত্যিকার মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত কর।

দেন, তাদেরকে সঠিক পথ-প্রদর্শন করেন। বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের আন্তরিক প্রশান্তি এবং সত্যিকার ধর্মকে বুঝার ব্যবস্থা করেন, তাদের ঈমান এবং বিশ্বাসে দৃঢ়তা দান করে এর বৃদ্ধি ঘটান।

এ যুগে খোদার নৈকট্য লাভ করা এবং তাঁর ধর্মকে বুঝার জন্য আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাসকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং প্রতিশ্রুত মাহদীর পদমর্যাদা দিয়ে পাঠিয়েছেন। আর বিশ্ববাসীকে বলেছেন, নিজেদের উৎকণ্ঠা বিদূরীত করে মানসিক প্রশান্তি লাভের জন্য প্রকৃত এবং সত্যিকার মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত কর। খোদার নৈকট্যের পথ অবলম্বন কর, ইবাদতের প্রকৃত মর্ম এবং তত্ত্ব বুঝ, আর দোয়া গৃহীত হওয়ার দৃশ্য এবং দৃষ্টান্ত দেখ। যেভাবে আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্নভাবে ব্যাকুল হৃদয়ের লোকদের সত্যের পানে পরিচালিত করেন এবং তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অতীত এবং বর্তমান এমনসব ঘটনায় পরিপূর্ণ। আর প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত, পৃথিবীর কোন না কোন গ্রাম, শহর এবং দেশে এমন ঘটনাবলী ঘটেই চলছে, যা কেবল মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে নতুন যোগ দেয়া হেদায়াতপ্রাপ্তদের ঈমান বৃদ্ধিরই কারণ হচ্ছে না বা তাদের ঈমানের দৃঢ়তারই কারণ নয় বরং পুরোনো এবং জন্মগত আহমদীদের ঈমানকেও তা মজবুত এবং দৃঢ় করে আর তাদের ঈমান বৃদ্ধির কারণও হয়ে থাকে। এখন আমি কয়েকটি এমন ঘটনা ও মানুষের এমন কিছু অভিজ্ঞতা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব, যা থেকে প্রতিভাত হবে যে, কীভাবে খোদা তা'লা সম্পূর্ণভাবে স্বীয় অনুগ্রহে মানুষের হেদায়াত লাভের বিধান এবং ব্যবস্থা করে থাকেন।

গাম্বিয়ার আমীর সাহেব একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। পূর্ব জেলা নেয়ামিনা গ্রামের এক ভদ্র মহিলা সিস্টার কানিফার্টি, যার বয়স ৬৫ বছর। গত ১০ বছর ধরে তিনি পায়ের অস্থিসন্ধিতে রোগে আক্রান্ত ছিলেন আর কোনভাবেই তার চিকিৎসা সফল হচ্ছিল না। এই কষ্টের কারণে তার চলাফেরার সামর্থ্যও ছিল না। চিকিৎসার জন্য তিনি তার গ্রাম থেকে দূরে বানসান অঞ্চলে যান, যেখানে দৈবক্রমে এম.টি.এ.-তে আমার খুতবা শোনার সুযোগ হয়। সেই ভদ্র মহিলা যখন নিজের গ্রামে ফিরে আসেন, তখন স্বপ্নে তাকে বলা হয় যে, তুমি টেলিভিশনে যাকে দেখেছ, তাঁর অনুসরণ কর। কেননা, তিনি তোমাকে সঠিক এবং মুক্তির পথ বলে দিচ্ছেন। সেই ভদ্র মহিলা এই স্বপ্ন দেখার পর বয়আত করেন। আমীর সাহেব লিখেন, ভদ্র মহিলা নিজেই বর্ণনা করেছেন, বয়আত করা মাত্রই তার পায়ের কষ্ট ক্রমশঃ লাঘব হতে থাকে আর এ কারণে তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। এখন পুরো গ্রামে তিনি তবলীগ করেন। মানুষকে বলেন, আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হওয়ার কল্যাণে কীভাবে তার কষ্ট লাঘব হয়েছে।

পুণ্যের কারণে আল্লাহ্ তা'লা যাকে রক্ষা করতে চান বা যার পুণ্য তিনি পছন্দ করেন, এমন লোকদের আল্লাহ্ তা'লা বিস্ময়করভাবে হেদায়াত দেয়ার ব্যবস্থা করেন। দুনিয়ার এক কীট বা বস্তুবাদি মানুষ হয়তো বলতে পারে যে, সে, গ্রামে বসবাসকারী এক অজ্ঞ এবং নিরক্ষর মহিলা ছিল, এটি তার একটি অলীক ধারণা মাত্র। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যাকে ঈমানের সম্পদে সম্পদশালী করেন, ঈমানের ক্ষেত্রে দৃঢ় করেন, সে এমন জাগতিকতার পূজারীদেরকে অজ্ঞ মনে করে।

অনুরূপভাবে, বুরকিনাফাঁসো, পশ্চিম আফ্রিকার ফ্রেঞ্চ ভাষাভাষী একটি দেশ, সাহারা মরুভূমির পাশে অবস্থিত, বরং সেদেশের কিছু অংশ মরুভূমিও। এমন সুদূরের দেশে বসবাসকারী এক ব্যক্তিকে খোদা তা'লা কীভাবে পথ প্রদর্শন করেছেন, দেখুন! দেশটি শুধু-ই দূরে অবস্থিত নয়, বরং সে দেশেরও একটি ছোট গ্রামে, ক্ষুদ্র গ্রামে বসবাসকরী এক ব্যক্তি। এ ব্যক্তি সম্পর্কে মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব লিখেছেন, লিও অঞ্চলের একটি জামা'তের এক বন্ধু সোওয়াদোগু সাহেব জলসা সালানা জার্মানির পর বয়আত করেন। তিনি বলেন, রীতিমত তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের রেডিও তিনি শুনতেন। আর জামা'তের কোন প্রতিনিধির দল তবলীগের জন্য তার গ্রামে এলে গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হওয়ার সুবাদে তিনি বলেন, আমি তাদের দেখাশোনা করতাম আর তবলীগের ব্যবস্থাও করতাম। আহমদী ছিলেন না, কিন্তু আহমদীদের প্রতি তিনি সহানুভূতি রাখতেন। স্বল্পকাল পর মৌলভীরা এ কথা জানতে পারে। তিনি বলেন, মৌলভীরা আমার কাছে আসে আর বলা আরম্ভ করে যে, তুমি আদৌ আহমদীয়া রেডিও শুনবে না, আর আহমদীদের সাথে মেলামেশাও করবে না। কেননা, এরা তোমার ইসলামকে নষ্ট করবে। তিনি বলেন, মৌলভীর প্ররোচণায় আমি আহমদীদের সাথে মেলামেশা পরিত্যাগ করি আর আহমদীয়া রেডিও শোনাও বন্ধ করে

দেই। স্বল্পকাল পর দৈবক্রমে যা ঘটে তা হল, এক সফর থেকে ফিরে আসছিলাম, নামায পড়ার জন্য আমি একটি মসজিদে যাই, এই মসজিদটি ছিল ছোট্ট একটি গ্রামে। নামায আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, তাই তাড়াতাড়ি ওজু করা আরম্ভ করি, তখন অপর এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করেন এবং বলেন, এটি আহমদীদের গ্রাম আর মসজিদও আহমদীদেরই। এটি শুনতেই আমি ভাবলাম যে, কোথায় ফেঁসে গেলাম? আমি তো দীর্ঘকাল থেকে এদের এড়িয়ে চলছি। এরপর ধীরে ধীরে ওজু করতে থাকি, যেন নামায শেষ হলে পরে পৃথকভাবে একাই নামায পড়তে পারি। (যাহোক, সেখানে তাকে নামায পড়তে হয়েছে। তার কোন নেকী খোদার দৃষ্টিতে পছন্দনীয় হবে, যার জন্য বাধ্য হয়ে তাকে আমাদের মসজিদে নামায পড়তে হয়েছিল।) সে রাতে আমি স্বপ্নে দেখি, অনেক বড় একটি জনসমাগম। আমি সেই ভিড়ের মধ্যকার মানুষকে সরিয়ে সম্মুখে গিয়ে দেখি, এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান, আর সহস্র সহস্র মানুষের জনসমুদ্র তার চতুষ্পার্শ্বে আমি কাউকে জিজ্ঞেস করি, ইনি কে, যার চতুষ্পার্শ্বে মানুষ এভাবে সমবেত হয়ে আছে? তখন এক ব্যক্তি উত্তর দেয় যে, ইনি সেই ব্যক্তি, যার কথা তোমার শোনা উচিত, কিন্তু মৌলভীরা তোমাকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। তিনি বলেন, তখন আমার চোখ খুলে যায়। আমার হৃদয়ে এই স্বপ্নের এমন গভীর প্রভাব ছিল যে, পুনরায় আহমদীদের সাথে যোগাযোগ বহাল করি। এরপর একদিন আমি মিশন হাউসে ফোন করে মুরব্বী সাহেবকে বলি যে, আমি বয়আত করতে চাই। মুরব্বী সাহেব বলেন, আপনি অমুক দিন আমাদের মিশন হউসে চলে আসুন। নির্ধারিত দিনে আমি মিশন হাউসে পৌঁছলে সেখানে দেখি যে, সবাই টেলিভিশনে কিছু দেখছিল। সম্মুখে গিয়ে আমিও যখন টিভি দেখি তখন টিভির দৃশ্য দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই, কেননা, টেলিভিশনে সেই দৃশ্যই ছিল যা আমি স্বপ্নে দেখেছি। জিজ্ঞেস করার পর মুরব্বী সাহেব বলেন, এটি জলসা সালানার সমাপনী অধিবেশন, আর আমাদের খলীফা বক্তৃতা করছেন। আমি তখন মুরব্বী সাহেবকে বললাম, এখনই আমার বয়আত নিন। খোদা তা'লার কসম, এই দৃশ্য এবং এই ব্যক্তিকেই আমি স্বপ্নে দেখেছি। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে তিনি এখন তার পরিবার-পরিজনসহ আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। আর গ্রামের অন্যান্য লোকদেরও তবলীগ করছেন।

যে ব্যক্তি এভাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় এবং খোদা তা'লার পথ-নির্দেশনা যার লাভ হয়, নিশ্চয় সে ঈমানের ক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে দৃঢ়তা অর্জন করতে থাকে। অনেকেই আমাকে চিঠি লিখে যে, আমরা যেভাবে খোদার পক্ষ থেকে আশ্বস্ত হয়ে, নিশ্চয়তা পেয়ে, আর নিদর্শন দেখে বয়আত করেছি এবং আহমদীয়াতভুক্ত হয়েছি, এখন কেউ আমাদেরকে ঈমানের ক্ষেত্রে দোদুল্যমান করতে পারবে না। এখন আর অন্য কোন যুক্তি-প্রমাণের প্রয়োজন আমাদের নেই। অনেকেই বিরোধিতায় এতটা হঠকারিতা প্রদর্শন করে যে, যুক্তিপূর্ণ কথাও শুনতে চায় না। কিন্তু এমন মানুষও আছে যাদের মাঝে অহংকার নেই, যাদের মাঝে মানবতাও অনেকটা রয়েছে। তাই এমন মানুষ, যাদের মাঝে অহংকার নেই এবং মানবতাবোধ রয়েছে খোদা তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেন। আর এই পথ-নির্দেশনা কাজে লাগালে তারা খোদার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হয়। এমনই এক ঘটনা ঘটেছে সিরিয়ার এক ব্যক্তির সাথে। প্রথমে সে ছিল চরম বিরোধী। কিন্তু এরপর সত্য লাভের জন্য খোদার পক্ষ থেকে দিক-নির্দেশনা যাচনার প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়, আর খোদার পক্ষ থেকে পথ নির্দেশনাও তিনি লাভ করেন।

সিরিয়ার অধিবাসী আহমদ সাহেব বলেন, আহমদীদের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল, উঠাবসাও ছিল। বাইরে তাদের সাথে দেখা হতো, তারাও আমার ঘরে আসতো। তাদের অনেক কথা আমার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য ছিল, আমি মানতামও। কিন্তু সেসব কথা মানা সত্ত্বেও ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়টি আমার জন্য অগ্রহণযোগ্য ছিল। এর কারণ হল, আমি সুদীর্ঘকাল থেকে আকাশ থেকে ঈসার অবতরণের অপেক্ষায় ছিলাম। ঈসার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে 'বাইতুল মুকাদ্দাস' এর স্বাধীনতার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন ছিল আমার মাঝে। ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর কথা শুনে আমার কল্পিত জিহাদের সব স্বপ্ন চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যায়। আকাশ থেকে মসীহ্ না এলে জিহাদ করব কীভাবে? তিনি বলেন,

বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন মাধ্যমে ধর্ম বুঝা এবং সত্য পাওয়ার বা সত্য লাভের পথ খোদা তা'লা খুলে দেন, কখনো স্বপ্নের মাধ্যমে আর কখনো তবলীগের মাধ্যমে, কখনো জামা'তে আহমদীয়ার পক্ষ থেকে প্রকাশিত ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সংক্রান্ত কোন বই বা সাহিত্য পড়ে কেউ হিদায়াত পাচ্ছে, আবার কখনো কোন আহমদীর উত্তম চরিত্রে প্রভাবিত হয়ে কেউ আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করছে। আজকাল অনেকেই আছে এম.টি.এ.-এর মাধ্যমে সত্যিকার ইসলামের বার্তা পেয়ে যারা আহমদীয়াতভুক্ত হচ্ছে।

একদিন আমার ঘরে কতক আহমদী বন্ধু বসে ছিলেন। তাদের মাঝে মো'তাযেল কাযাক সাহেবও ছিলেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হলে আমি বললাম, তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে বলছি, আজকের পর ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে আমার সাথে বা আমার ঘরে কথা বলবে না। তখন কাযাক সাহেব বলেন, আপনার কাছে আমারও একটি অনুরোধ হল, আপনি খোদার কাছে এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনার জন্য দোয়া করুন। তিনি বলেন, তার এ কথা আমার খুব পছন্দ হয়। আমি সেই সন্ধ্যা থেকেই খোদা তা'লার দরবারে সেজদায় কেঁদে কেঁদে দোয়া আরম্ভ করি। রাতে যখন ঘুমালাম, স্বপ্নে দেখি যে, আমি উঁচু কোন স্থানের দিকে পায়ে হেটে উঠছি। পথিমধ্যে এক নরম ভূমিখণ্ড আসে, যাতে পা রাখতেই এমন মনে হয় যে, এটি আমাকে গভীর কোন খাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তখন এক ব্যক্তি আমার কাঁধ আঁকড়ে ধরে আমাকে বের করে আনেন এবং বলেন, আবু আসম, (এটি তার উপাধী,) তিনি বলেন, এখানে আর আদৌ আসবে না। আর নিশ্চিত জেনো যে, ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন। যাও, তুমি এখন নিজ পথে অগ্রসর হও। আমি যখন জাগ্রত হই, আমার আহমদী ভাইকে ফোন করে বলি, আমি মো'তাযেল কাযাক সাহেবের কাছে যাব, আমরা উভয়ে যখন তার ঘরে পৌঁছলাম, প্রবেশ করতেই দেয়ালে একটি ছবি দেখে আমি হতভম্ব হয়ে যাই। জিজ্ঞেস করি যে, এটি কার ছবি? তারা বলেন, এটি হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর ছবি। এটি শুনেই আমি বললাম, আমি এখনই বয়আত করতে চাই। কেননা, কক্ষের দেয়ালে ঝুলন্ত এই ছবি সেই ব্যক্তির, যিনি স্বপ্নে আমাকে কাঁধ ধরে চোরাবালি সদৃশ ভূমি থেকে বের করে আনেন এবং বলেন, ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন।

যেভাবে আমি বলেছি, বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন মাধ্যমে ধর্ম বুঝা এবং সত্য পাওয়ার বা সত্য লাভের পথ খোদা তা'লা খুলে দেন, কখনো স্বপ্নের মাধ্যমে আর কখনো তবলীগের মাধ্যমে, কখনো জামা'তে আহমদীয়ার পক্ষ থেকে প্রকাশিত ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সংক্রান্ত কোন বই বা সাহিত্য পড়ে কেউ হিদায়াত পাচ্ছে, আবার কখনো কোন আহমদীর উত্তম চরিত্রে প্রভাবিত হয়ে কেউ আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করছে। আজকাল অনেকেই আছে এম.টি.এ.-এর মাধ্যমে সত্যিকার ইসলামের বার্তা পেয়ে যারা আহমদীয়াতভুক্ত হচ্ছে।

বেনীনের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, এক অঞ্চলের চীফ, যিনি মুশরিক বা বহুইশ্বরবাদী ছিলেন, তবলীগ করার পর তিনি আহমদী হয়ে প্রকৃত ইসলাম অনুসরণ করা আরম্ভ করেন। যে হৃদয় শিরকের কেন্দ্রস্থল ছিল, তা এক-অদ্বিতীয় খোদার সামনে সিজদাকারী হয়ে যায়। শুধু এতটাই নয় বরং তিনি সেই অঞ্চলের মুসলমানদেরকে প্রকৃত ইসলামের তবলীগকারীর ভূমিকা পালন করেন। তার এলাকায় যখন একটি মসজিদের উদ্বোধন হয়, তখন তিনি যে বক্তৃতা করেছেন, তার একটি অংশ তার ভাষ্যে আমি তুলে ধরছি। তিনি বলেন, অর্থাৎ সেই পৌত্তলিক চীফ, যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তিনি বলেন, আমি জানি না অ-আহমদীরা কেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরোধিতা করে। আজকে জামা'তে আহমদীয়াই পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের বাণী প্রচার করছে। এক বছর পূর্বেও আমি মুশরিক ছিলাম, বরং মুশরিকদের বাদশাহ ছিলাম। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মুবাল্লিগ আমার চিন্তা-ধারা পাল্টে দিয়েছেন। তিনি ইসলামের সত্যিকার চেহারা আমাকে দেখিয়েছেন, তখন আমি ইসলাম গ্রহণ করি। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যদি খ্রিষ্টান এবং পৌত্তলিকদের ইসলামভুক্ত করে, তাহলে তোমাদের সমস্যাটা কী? তিনি বলেন, এই মসজিদ সবার জন্য উন্মুক্ত। খোদার ইবাদতের জন্য এক খ্রিষ্টানও যদি এই মসজিদে আসে, তাকে বাঁধা দেয়া হবে না। তোমরা বিরোধিতা পরিত্যাগ কর। আর একবার ভিতরে এসে দেখ, এখানে একান্ত ভালোবাসা, শান্তি এবং ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষাই দেখবে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কেবল পৃথিবীর মঙ্গল চায়। তিনি আরো বলেন, আমার মন চায় এখানে মসজিদের পাশে নিজের একটি ঘর নির্মাণ করি। আর প্রত্যেক আগত ব্যক্তিকে এটি বলি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তই সত্যিকার ইসলাম।

একদিকে সেই সব নেতা এবং আলেমরা রয়েছে, যারা ইসলামের নামে ফিতনা এবং নৈরাজ্য ছড়াচ্ছে। অহংকারে মাটিতে তাদের পা পড়ে না। নিজ অহং-এর কারণে মুসলমানের হাতে মুসলমানকে হত্যা করাচ্ছে। অপরদিকে কোন মুশরিকের কোন নেক কর্ম খোদার পছন্দ হয় বা খোদা শুধু কৃপা বশতঃ ইসলামী শিক্ষা অনুসরণের দাবিদারদের জন্য প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরা এবং ফিতনা ও নৈরাজ্য এড়ানো সংক্রান্ত শিক্ষা দেয়ার জন্য তাকে দণ্ডায়মান করেন। এই হল খোদা তা'লার ব্যবহার ও তাঁর আচরণ। মানুষ যদি বিনয়ী হয় তাহলে এভাবে খোদা তা'লা কৃপা করেন। কিন্তুকেউ যদি অহংকারে সীমা ছাড়িয়ে যায় তাহলে লক্ষ নামায পড়লেও, আর দোয়া করলেও আর নিজেকে যতই নেক মনে করুক না কেন, এমন মানুষ খোদা তা'লার পক্ষ থেকে হেদায়াত পায় না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে মানুষ যখন বয়আত করে আর প্রকৃত ইসলামের স্বাদ পায়, তখন তাদের জীবনাচরণে কী পরিবর্তন আসে, কীভাবে খোদা তাদের পথের দিশা দেন, কীভাবে তারা কুরবানীর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলকভাবে ভূমিকা রাখেন, এই সংক্রান্ত একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে আমাদের এক মুবাল্লিগ লিখেন, ক্যামেরুন সফরকালে একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা বয়আত করে জামা'তভুক্ত হন। সেই সৈন্যের সম্পর্ক ব্যামোন গোত্রের সাথে, যেখানকার সুলতান বা বাদশাহ দু'বছর পূর্বে (এই ঘটনা দুই বছর পূর্বেকার) যুক্তরাজ্যের জলসায় অংশগ্রহণ করেন। এবার যখন ক্যামেরুন সফরে যাই সেই ব্যক্তির সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলেন, মসজিদের জন্য তিনি জামা'তকে একটি প্লট বা ভূমি-খণ্ড দিতে চান। আমি এবং সেই জামা'তের প্রেসিডেন্ট সেই প্লট দেখার জন্য যাই, দেখলাম, তিনি সেখানে পূর্বেই একটি বেইজমেন্ট বানিয়ে রেখেছেন, নির্মাণ

আমাদের সবার দায়িত্ব হবে, এক বেদনা নিয়ে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পৃথিবীতে প্রচার, প্রসার এবং প্রত্যেক ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য দোয়া করা আর চেষ্টাও করা। বাহ্যত অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, অনেক সংগঠন আর অনেক এমন দল রয়েছে, যারা ইসলামের নামে কাজ করছে, তবলীগি জামা'তও রয়েছে। কিন্তু প্রায় সকলেই ব্যক্তিগত স্বার্থের পিছনে ছুটছে, বিরোধিতায় পরস্পরের বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া জারী করার জন্য এরা সব সময় প্রস্তুত।

কাজ পূর্ব থেকেই চলছিল। সেই বেইজমেন্টের উপর তিনি ঘর নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি বলেন, আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন, স্বপ্নে তার সাথে আমার দেখা হয়, তিনি বলেন, তুমি এখানে নিজের ঘর নয় বরং মসজিদ নির্মাণ কর। তিনি বলেন এরপর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেই প্লট এবং বিল্ডিং যা নির্মাণ করা আরম্ভ করেছি তা জামা'তের নামে লিখে দিব, যেন জামা'ত এখানে মসজিদ নির্মাণ করতে পারে। এটি অনেক বড় এক ভূমি-খণ্ড, এক হাজার বর্গ মিটার জায়গা জুড়ে এটি অবস্থিত। কাগজ-পত্র তিনি জামা'তের হাতে তুলে দেন। ইনশাআল্লাহ্ সেখানে মসজিদও নির্মিত হবে।

আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করছি, কীভাবে ইসলাম দরদী এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে বা গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী এক ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করেন এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এক আহমদী মুবাল্লিগকে তার কাছে পাঠান। এটি বর্ণনা করতে গিয়ে আইভোরিকোস্টের মুয়াল্লিম সাহেব লিখেন, আইভোরিকোস্টের আবিনগুরো অঞ্চলের পল্লী এলাকার একটি গ্রাম ইয়াডুকোরো থেকে সাইদু সাহেব বর্ণনা করেন, সেই গ্রামে তার দাদার মাধ্যমে ইসলাম আসে, কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষ ইসলাম থেকে দূরে চলে যায়। ইসলাম নামে মাত্র অবশিষ্ট থাকে, যেমনটি আজ সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা। সাইদু সাহেব বলেন, আমি প্রায়শ দোয়া করতাম যে, হে আল্লাহ্! এমন কোন ব্যবস্থা করুন যেন গ্রামের মানুষ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণের তৌফিক লাভ করে। ২০১৬ সালের রমযানের প্রারম্ভে এক রাতে দোয়া করতে করতে আমার চোখে পানি চলে আসে, গভীর বেদনার সাথে আমি দোয়া করি। এর দু'এক দিন পর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মুবাল্লিগ আমাদের গ্রামে আসেন আর জামা'তের পরিচিতি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এই কথা আমার জন্য খুবই ঈমান উদ্দীপক ছিল যে, আমাদের এই দূর-দূরান্তের গ্রামে কোন মুবাল্লিগ এভাবে ইসলামের পুনর্জীবনের বার্তা নিয়ে আসবেন। জামা'তের মুবাল্লিগের এই সফরকালে গ্রামের ৫৫ ব্যক্তি ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণ করে। সাইদু সাহেব বলেন, এভাবে জামা'তের কল্যাণে আজকে আমরা ইসলামের সঠিক শিক্ষা অনুসরণ করছি।

একটু চিন্তা করুন, একদিকে উন্নত বিশ্বে বসবাসকারী মানুষ রয়েছে যারা ধর্মকে ভুলে গিয়ে জাগতিক উপায় উপকরণের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। অপর দিকে সুদূর প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী আফ্রিকার কোন অঞ্চলের এক ব্যক্তি, যার গ্রাম পর্যন্ত পাকা রাস্তাও হয়তো যায় নি, যারা জাগতিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, কিন্তু হৃদয়ে এক বেদনা বিরাজমান, খোদার কাছে সেই উৎকণ্ঠা আর ব্যাকুলতা নিয়ে এই দোয়া করে যে, হে আল্লাহ্! ইসলামী শিক্ষা এখান থেকে হারিয়ে গেছে, হে আল্লাহ্! কাউকে পাঠাও, যে আমাদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করবে, আর এই সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করবে। আর খোদার বিশেষ তকদিরে এবং খোদার সিদ্ধান্ত অনুসারে মুহাম্মদী মসীহর এক দাস সেই গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছেন এবং তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করেন। কেননা, আজ পৃথিবীবাসীকে কেউ যদি প্রকৃত ইসলাম শিখাতে পারে তাহলে তা কেবল সেই ব্যক্তির জন্যই সম্ভব, যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছে আর তাঁর মাধ্যমে আনিত ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে চিনেছে এবং বুঝেছে।

অতএব, আমাদের সবার দায়িত্ব হবে, এক বেদনা নিয়ে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পৃথিবীতে প্রচার, প্রসার এবং প্রত্যেক ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য দোয়া করা আর চেষ্টাও করা। বাহ্যত অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, অনেক সংগঠন আর অনেক এমন দল রয়েছে, যারা ইসলামের নামে কাজ করছে, তবলীগি জামা'তও রয়েছে। কিন্তু প্রায় সকলেই ব্যক্তিগত স্বার্থের পিছনে ছুটছে, বিরোধিতায় পরস্পরের বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া জারী করার জন্য এরা সব সময় প্রস্তুত। এরা ইসলামের কী সেবা করবে? ইসলামের বাণী পৌঁছানোর এই কাজ আজকে মুহাম্মদী মসীহ্‌র দাসদেরই দায়িত্ব। আমাদের কাজ আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং সহজসাধ্য করে তুলছেন, কাউকে স্বপ্নের মাধ্যমে পথের দিশা দিচ্ছেন, কাউকে অন্য কোনভাবে। অতএব, আমাদেরকে যদি বয়আতের দায়িত্ব পালন করতে হয় তাহলে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহায্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

বয়আতের পর আমাদের কেমন হওয়া উচিত, কী করা উচিত, এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "প্রথাগত বয়আত কোন কাজের নয়, এমন বয়আত

আল্লাহ্ তা'লা নবাগতদেরকেও ঈমান এবং বিশ্বাসে দৃঢ়তা দান করুন। বিশ্বাস এবং কর্মের ক্ষেত্রে তারা যেন উন্নতি করে। ঈমানের যেই স্ফুলিঙ্গ খোদা তা'লা তাদের হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত করেছেন, আহ্‌মদীয়াত এবং প্রকৃত ইসলাম গ্রহণের পর তারা যেন সেই ক্ষেত্রে আরো উন্নতি করে। শয়তান যেন কখনো তাদেরকে পথভ্রষ্ট বা প্ররোচিত করতে না পারে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ঈমানের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা দান করুন।

থেকে লাভবান হওয়া কঠিন।" (অর্থাৎ সেই সব বিষয়ে এবং সেই সব কল্যাণের ভাগী হওয়া যা মসীহ্ মওউদের সাথে সম্পৃক্ত)। তিনি বলেন, "কেউ তখনই এটি থেকে লাভবান হবে যখন সে নিজের সত্তাকে ভুলে গিয়ে পূর্ণ ভালোবাসা এবং নিষ্ঠার সাথে তাঁর সঙ্গী হবে। মুনাফেকরা মহানবী (সা.)-এর সাথে প্রকৃত এবং সত্যিকার সম্পর্ক না থাকার কারণে ঈমানহীন থেকে গেছে, সত্যিকার ভালোবাসা এবং নিষ্ঠা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয় নি, তাই বাহ্যিক 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' তাদের কোন কাজে আসে নি। এই সম্পর্ককে দৃঢ় করা আবশ্যক।" তিনি (আ.) বলেন, "...ভালোবাসা এবং নিষ্ঠার সম্পর্ক দৃঢ় করা উচিত। বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও আর রীতি-নীতির ক্ষেত্রেও যথাসাধ্য সেই মানুষ অর্থাৎ মুরশীদের রঙে রঙিন হওয়া চাই।" (যিনি মেনেছেন তারও তেমনই হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।) তিনি (আ.) বলেন, "জীবনের কোন ভরসা নেই। তাই কালক্ষেপণ না করে সততা এবং ইবাদতের প্রতি আকৃষ্ট এবং আসক্ত হওয়া উচিত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত" (কীভাবে আমি জীবন অতিবাহিত করছি)। (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত)

আল্লাহ্ তা'লা নবাগতদেরকেও ঈমান এবং বিশ্বাসে দৃঢ়তা দান করুন। বিশ্বাস এবং কর্মের ক্ষেত্রে তারা যেন উন্নতি করে। ঈমানের যেই স্ফুলিঙ্গ খোদা তা'লা তাদের হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত করেছেন, আহ্‌মদীয়াত এবং প্রকৃত ইসলাম গ্রহণের পর তারা যেন সেই ক্ষেত্রে আরো উন্নতি করে। শয়তান যেন কখনো তাদেরকে পথভ্রষ্ট বা প্ররোচিত করতে না পারে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ঈমানের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা দান করুন। আমরা যারা পুরোনো এবং জন্মগত আহ্‌মদী আমাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগতভাবে ঈমান বৃদ্ধি আর ঈমানে সব সময় উজ্জ্বলতা সৃষ্টির তৌফিক দিন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এতদ সম্পর্কে দৃঢ়তা দান করুন, আমরা যেন কখনো নবাগত কোন আহ্‌মদীর স্খলনের কারণ না হই, আর আমরা জগদ্বাসীকে যেন সব সময় সঠিক পথ দেখাতে পারি। এই কথা ভেবে আনন্দিত হবেন না যে, আমরা পুরোনো আহ্‌মদী, বরং বয়আতের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের চেষ্টা করুন। জাগতিক চাকচিক্য যেন আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য না হয়, বরং খোদার সন্তুষ্টি যেন আমাদের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হয়। আমরা যেন অচিরেই প্রকৃত ইসলামকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাই, আর জগদ্বাসীকে যেন বলতে পারি, যে বিষয়কে তোমরা জগতের জন্য ক্ষতিকর মনে কর, সেটিই সত্যিকার অর্থে তোমাদের জন্য এবং পৃথিবীর জন্য মুক্তির সনদ।

(সূত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩-৯ মার্চ ২০১৭, ২৪তম খণ্ড, সংখ্যা ৯, পৃ. ৫-৭)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

বিশ্বশান্তি ঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(১৪তম কিস্তি)

সতীত্ব

সমাজে নারীদের অবস্থানের জন্য কোন পরিকল্পনার শুরুতে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, ইসলামের মতে সতীত্ব, সাধুতা, আনুগত্য, সংযম ও পাক-পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করা।

যৌন-তাড়নার অবাঞ্ছিত ও আকস্মিক-সম্মিলনের (short-circuiting) বিরুদ্ধে সুষ্ঠু পৃথিকীকরণ ব্যবস্থা সম্বলিত সতীত্বের জীবন যাপন করার প্রতি জোর দিয়েছে ইসলাম, যা কিনা ইসলামী সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইসলামী সমাজের এই শিক্ষা পরিবার-পদ্ধতির টিকে থাকার এবং নিরাপদে থাকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং তা বর্তমান সময়ের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

ইসলাম পরিবারের প্রতিটি ইউনিটের পরিসরকে নামে মাত্র পর্যবসিত না রেখে তা প্রকাশিত কতে চায়। তা হবে এমন একটি পরিবার যার অভ্যন্তরে পারস্পরিক ভালবাসবার এবং ভালবাসা পাওয়ার আকাংখা পরিতৃপ্ত হবে; এবং তা শুধু যৌন-বাসনা পূরণের মধ্যেই সীমিত থাকবে না, বরং তা অধিকতর মার্জিত ও রুচিশীল বা পরিশীলিত বন্ধুত্বের ও যোগাযোগের মাধ্যমে পূরণ হবে, যেমন তা হয়ে থাকে স্বাভাবিক কারণেই রক্তের সম্পর্কের মধ্যে, তা সে সম্পর্ক নিকট হোক আর দূর হোক।

এটা একটা তাজ্জবের ব্যাপার যে, আধুনিক সমাজের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরাও এটা দেখতে পান না যে, সমাজের মধ্যে যৌন-সম্ভোগের লালসাকে একবার অবাধে বিচরণ করতে দিলে তাতে মানবীয় দুর্বলতার কী পরিণতি হয়। তখন তা অন্য সব পরিশীলিত মূল্যবোধকে ধ্বংস করেই ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং তার রোগজীবাণুর মতই সেই সব মূল্যবোধের রক্ত শোষণ করতে থাকে। সিগমন্ড ফ্রয়েড, নিঃসন্দেহে, এই ধরনের একটা সমাজেরই ফসল। তিনি প্রতিটি মানবীয় বৃত্তিকেই বিশ্লেষণ করতে বসেছিলেন যৌন-প্রবৃত্তির রঙিন চশমা পরে। তাঁর কাছে সবচেয়ে পবিত্র যে সম্পর্ক, মা-শিশু সম্পর্ক, তা-ও নিছক যৌনসম্ভূত। এমনকি পিতা কন্যার যে সম্পর্ক তার মধ্যেও কোন পবিত্রতা নেই, আছে যা তা নাকি যৌন-সম্পর্কিত বা যৌনসম্ভূত। তাঁর মতে, মানুষ যা করে, তার প্রায় প্রত্যেকটি কাজই, তা সে জেনে করুক আর না-জেনেই করুক, তার মূল কারণ হচ্ছে তার গভীর অবচেতন যৌন-তাড়না। আমি অবাক হয়ে ভাবি যে, ফ্রয়েডের সময়ের সমাজেও আজকের মত নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা ছিল কি না। তবে এতটা নিশ্চয়ই ছিল যা মানব-মনে সম্পূর্ণরূপে যৌন-প্রভাবিত বোধ সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ফ্রয়েডের ধারণা যদি ঠিকও হয়, তাহলে এটা আরও বেশী জরুরী যে, সমাজের মধ্যে অসতর্কভাবে এমন সব বিপজ্জনক শক্তিকে ক্রিয়াশীল থাকতে দেওয়া ঠিক হবে না যা সহসাই অঘটন ঘটাতে পারে।

হায়! আধুনিক সমাজগুলোর বর্তমান আবহাওয়া ইসলামের সামাজিক আবহাওয়ার প্রকৃত ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করার কোনও চেষ্টাও করে না। মানুষের সব কর্মকাণ্ডে এবং মানুষের ভাগ্য নির্ধারণে খোদা তা'লার ভূমিকা আছে এই ধারণা বা কনসেপ্টের সঙ্গে মানুষ এক মত হোক বা না হোক; এবং খোদা তা'লার বান্দা অনুযায়ী সে তার আচরণ গড়ে তুলুক আর না-ই তুলুক, একটা জিনিষ একেবারেই নিশ্চিত যে, মানুষ না খোদার কাজকে (অর্থাৎ প্রকৃতিকে), না খোদার বাণীকে (অর্থাৎ যাবতীয় সত্যকে) পরাভূত করতে পারে। ঐসব কাজ এবং ঐশীবাণী যে পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ তাকে অখণ্ডনীয় বলেই মানতে হবে। যে কোন সামাজিক আচরণ যা মানুষ অবলম্বন করে সরাসরি খোদার বাণীর বিরুদ্ধে, তা পরিণামে বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। মানুষ যত আকাংখাই করুক না কেন, সে কখনই অসীম ও অবাধ সুখভোগ করতে পারবে না। যতটুকু সে পারবে তা শুধু কিছু মুল্যবোধ ও কিছু অভিরুচির লেনদেন মাত্র। একটা সমাজ যা মাদকদ্রব্য বা ড্রাগের সাহায্যে জীবনের দায়িত্বাবলী ও বাস্তবতাকে এড়িয়ে চলতে চায়ঃ একটা সমাজ যা যৌন ক্রিয়াকলাপে, বাজে উত্তেজনায় এবং উল্লাসে মগ্ন থাকতে চায়ঃ একটা সমাজ যেখানে রুচিকে ইচ্ছাকৃত বিকৃত করা হয় এবং তজ্জন্য সুখভোগের উদ্দেশ্যে অধিকতর কামনা-বাসনার উদ্রেককারী যন্ত্রপাতি ও উপকরণের কৃত্রিম বাজার সৃষ্টি করা হয়, যে বাজার পরিকল্পিত ও পরিচালিত হয় শক্তিশালী সব সিন্ডিকেটের দ্বারা, যেগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা; সেই সমাজ ঐসব কিছুই করে মহত্তর মানবীয় মূল্যবোধ, মানসিক শান্তি ও নিরাপত্তার বিনিময়ে সামগ্রিকভাবেই। দু'টোই তো আর আপনি একই সঙ্গে পেতে পারেন না। আপনি পিঠাটা খাবেনও রাখবেনও, তা তো হতে পারে না।

এর ঠিক উল্টোটার ওপরেই জোর দেয় ইসলাম। সুখভোগ থাকবে বটে, তবে তা গোটা সমাজের মানসিক শক্তি ও নিরাপত্তার বিনিময়ে নয়। সেই সব যাবতীয় প্রবণতাকেই ইসলাম কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করে যা বাধাহীন থাকলে

ক্রমাগতভাবে পারিবারিক বন্ধনকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে এবং স্বার্থপরতা, দায়িত্বহীনতা, অশ্লীলতা, অপরাধ সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে।

এই দু'টি দর্শন কর্তৃক সৃষ্ট দু'টি আবহাওয়ার মধ্যে তফাৎ আকাশ পাতাল।

আমার কাছে এটা আশ্চর্য লাগে যে, কিছু সংখ্যক লোক কী করে এটা আশা করে যে, একটা সমাজে উচ্চাভিলাষকে বাড়িয়ে তুলে অথবা কামনা-বাসনাকে অবাধে বিচরণ করতে দিয়েও সেই সমাজে মানসিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। পৃথিবীর কোন সমাজই তা সে অর্থনৈতিকভাবে যতই সুদৃঢ় হোক না কেন, তা লালসাপূর্ণ ইচ্ছা অভিরুচিকে সীমাহীন ও বাধাহীনভাবে বাড়তে দিলে তা কখনই বরদাস্ত করতে পারবে না।

এমনকি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী সমাজগুলোতেও ধনীও আছে, গরীবও আছে এবং যারা জীবনের অতি প্রয়োজনীয় সব কিছু থেকে বঞ্চিত তারাই সমাজের অনেক বড় অংশ। পক্ষান্তরে, তারাই সমাজের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র; যারা জীবনের সমস্ত চাহিদাই মেটাতে সক্ষম, তবু সেটাও প্রশ্নাতীত নয়। কারণ, সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে সম্ভবতঃ, সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তিরাও তাদের বাসনা-কামনা সম্পূর্ণরূপে মেটাতে পারে না। তবে, তুলনামূলকভাবে গরীব যারা, সংখ্যাগুরুও বটে, তাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। তাদের পক্ষে ধনীদের মত বিলাসবহুল জীবনযাপন করা তো দূরের কথা, তারা তাদের জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলোই পূরণ করতে পারে না। এবং এই গরীবদের আবেগ-অনুভূতি আর আশা-আকাংখা নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি করা হয় আধুনিক সব গণ-মাধ্যমে। এই গণমাধ্যমগুলো দিনে রাতে, গরীবদের কুঁড়ে ঘরে গৌরবময় জীবনের রঙিন স্বপ্ন দেখায়-স্বপ্ন দেখায় প্রসাদসম আবাসগৃহের, বিশাল বিশাল বাগানের, বিলাসবহুল গাড়ীর বহরের, হেলিকপ্টারের, ব্যক্তিগত এরোপ্লেনের এবং দেহরক্ষী সশস্ত্র বাহিনীর, স্বপ্ন দেখায় হলিউড ও বেভারলি হিলের জীবনধারার যেখানে আছে গানবাজনা ও হৈ-হুল্লোড় করার সরাইখানা, নাচের ও আনন্দ-উল্লাসের অথবা সার্বজনীন নৃত্যশালা, জুয়া-ঘর এবং ধারাবাহিক নাটকাদির ভেল্কিবাজি, যেখানে সবচেয়ে গরীবও চাইলে প্রবেশাধিকার পেতে পারে। তথাপি, সর্বাপেক্ষা ধনীদের মধ্য থেকেও অতি স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তিই, পৃথিবীর বুকে, অনুরূপ স্বর্গে পৌঁছে যাওয়র স্বপ্ন দেখতে পারে। এই শ্রেণীর লোকেরা, অবশ্যই তাদের চারিধারের দরিদ্র ও নোংরা পরিবেশের প্রতি সকল আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তাদের কাছে বাড়ীঘরেরও কোনও আবেদন আর থাকে না। তাদের সুখের সেই কল্পনায় তখন সংস্কৃতি এবং সভ্যতাও আর পাশাপাশি বিরাজ করতে পারে না। এই প্রেক্ষাপটে, তাদের নিজেদের জীবনের সকল বাস্তবতাই অর্থহীন হয়ে পড়তে থাকে। এটাই যদি হয় একটা সমাজের চূড়ান্ত উন্নতি, যে সমাজটা বৃথা সুখভোগ আর অবাস্তব কল্পনা দ্বারা চালিত, যেখানে গৃহের শান্তি ও মায়ামমতা দিনে দিনে শূন্যে মিলিয়ে যায়, সেখানে ভবিষ্যতের জন্য বেঁচে থাকার মত তাদের আর কী-ই বা থাকে।

ঐতিহ্যগত পারিবারিক ইউনিট– যা কিনা তার সদস্যদেরকে পরস্পরের আস্থা, নির্ভরশীলতা এবং শান্তি প্রদায়ী মমতার ওপরে একত্রিত রাখে, তার পুনঃস্থাপনের জন্য আজ একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। যদিও সম্ভবতঃ, এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেক দেরী করে ফেলেছি আমরা।

এ সম্পর্কে ইসলামের একটা সুস্পষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে। এর একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে, যার দ্বারা একটা সার্বজনীন পরিবার পদ্ধতিকে নিরাপদ রাখা যায়, প্রহরা দেওয়া যায় এবং সংরক্ষিত রাখা যায়। এবং যেখানে পরিবার-প্রথা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে, সেখানেও তা পুনর্গঠিত করা যায়।

ইসলামের মতে, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে দৃঢ়-বিশ্বাস আর উপলব্ধির মাধ্যমে শৃংখলা গড়ে তুলতে হবে, এবং হারানো ভারসাম্য পুনঃস্থাপিত করতে হবে।

নারী-পুরুষের পৃথকীকরণ

ইসলামের পর্দা-প্রথাকে পাশ্চত্যের লোকেরা সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছে। পর্দাকে (আক্ষরিক অর্থ আবরণ) তারা দেখেছে নারী ও পুরুষের মধ্যে একটা শ্রেণীগত পৃতকীকরণ ব্যবস্থারূপে এই ভুল বুঝাবুঝিটার সৃষ্টি হয়েছে, অংশতঃ, মুসলিম জাহানের বহু এলাকায় ইসলামের সত্যিকার শিক্ষার অপপ্রয়োগের দরুন, এবং বাদবাকীটা হয়েছে পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমগুলোর নেতিবাচক ভূমিকার জন্য। পাশ্চত্যের গণমাধ্যমের এটা একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ইসলামের কথা উঠলেই তার প্রতি একটা কুৎসিৎ আচর প্রদর্শন করাহয়। অথচ ইহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ বা হিন্দুর ক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ ধর্মের ব্যাপারে তেমনটা করা হয় না।

নারী পুরুষের পৃথকীকরণের যে নির্দেশ ইসলাম দেয়, তা কোনভাবেই প্রাচীন অন্ধকার যুগের সংকীর্ণমনা দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত নয়। বস্তুতঃ সমাজে নরনারীর অবাধ মেলামেশার প্রশ্নটা বা এর উল্টোটার সঙ্গে সময়ে অগ্রমুখিতা বা পশ্চাদমুখিতার কোন সম্পর্ক নেই। গোটা ইতিহাসেই দেখা যায় যে, সমাজগুলো সামাজিক বা ধর্মীয় তরঙ্গমালার হয় তুঙ্গে উঠে অগ্রসর হয়েছে, নয় তো তার তলায় পড়ে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। নারীমুক্তি আন্দোলনের ধারণাটা কোনমতেই সমাজের কোন গতিশীল প্রবণতা নয়। এমন বহু জোরালো প্রমাণ রয়েছে যে, মানবেতিহাসের নিকট অতীত যেমন, তেমনি দূর অতীতেও নারীরা শ্রেণী হিসেবেই মানব সমাজে, দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে, যথেষ্ট শক্তিশালী ও প্রভাবশালী অবস্থানে অধিষ্ঠিত ছিল।

সমাজে নারী ও পুরুষের মুক্ত ও অবাধ মেলামেশার ব্যাপারটা কোন নতুন বা অভিনব কিছু নয়। সভ্যতা এসেছে এবং গেছে। আচরণের পদ্ধতি এক ধরণ থেকে অন্য ধরনে পাল্টিয়েছে। অজস্র সামাজিক প্রথা ও প্রবণতা বিভিন্ন ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে এবং তা নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ঘটে চলছে চলমান এই বর্ণালী দৃশ্যের প্রতিটি পট-পরিবর্তনে। আজও পর্যন্ত কোনও একটা প্রথা বা প্রবণতা স্থিরতা পায়নি, যদ্বারা আমরা নিশ্চিতরূপে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, সারাটা ইতিহাসে, সমাজ (নারীপুরুষের) পৃথকীকরণ পর্যায় থেকে মুক্ত ও অবাধ মেলামেশা পর্যায়ে পরিবর্তিত হয়েছে, কিংবা অন্তরীণাবস্থা থেকে নারীরা মুক্তি ও স্বাধীনতার স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে প্রণীত পুস্তক থেকে)

(চলবে)

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর– ৬৯)

৮) পাপ দূরীকরণ এবং ঐশী-সাহায্য প্রাপ্তির জন্য নামায অত্যাবশ্যক ঃ

আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের উদ্দেশ্যে হযরত আহমদ (আ.) বলেন, "মোটকথা, সেই অন্তঃকরণ যা পাপে পরিপূর্ণ এবং আল্লাহর তত্ত্বজ্ঞান ও নৈকট্য হতে দূরে পড়ে আছে, তাকে পবিত্র করার এবং দূর হতে নিকটে আনার জন্যই নামায। নামায দ্বারা পাপের দূরীকরণ হয় ও অশুভ মনোবৃত্তিগুলির স্থলে শুভ ও পবিত্র মনোবৃত্তিসমূহ দ্বারা হৃদয়কে পরিপূর্ণ করা হয়। এই গূঢ় তত্ত্বই কুরআনের (২৯ঃ৪৬) আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'নামায সর্বপ্রকার পাপকে দূর করে। নামায 'ফাহ্‌শা'(ব্যক্তিগত ত্রুটি) ও মুনকার (সমাজগত দোষনীয় বিষয়) হতে বিরত রাখে।" (মলফূযাত, ১ম খণ্ড)।

"তোমরা পবিত্র হইতে চেষ্টা কর, কেননা মানুষ পবিত্র সত্তাকে তখনই লাভ করিতে পারে যখন সে নিজে পবিত্র হয়, কিন্তু তোমরা কিরূপে এই নেয়ামত লাভ করিতে পার। স্বয়ং খোদা তা'লাই ইহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি কুরআন শরীফে (২ঃ৪৬) আয়াতে বলিয়াছেনঃ "নামায ও অধ্যাবসায় সহকারে খোদা তা'লার সাহায্য প্রার্থনা কর"। নামায কি? ইহা হইল দোয়া, যাহা 'তসবীহ্' (মহিমাকীর্তন), 'তাহমীদ' (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন), 'তকদীস' (পবিত্রতা ঘোষণা) এবং 'ইস্তেগফার' (নিজের দুর্বলতা স্বীকার করিয়া শক্তি প্রার্থনা) ও 'দরূদ' (হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি আশিস কামনা) প্রেরণের মাধ্যমে সবিনয়ে প্রার্থনা করা হয়। সুতরাং যখন তোমরা নামায পড় তখন দোয়ার মধ্যে অজ্ঞ লোকদের ন্যায় শুধু আরবী শব্দ ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ থাকিওনা। কারণ তাহাদের নামায এবং ইস্তেগফার সবই বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ মাত্র যাহাতে কোন সারবস্তু নাই। কিন্তু তোমরা যখন নামায পড় তখন খোদা তা'লার কালাম কুরআন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কালামে বর্ণিত অন্যান্য কতিপয় দোয়া ছাড়াও নিজেদের যাবতীয় সাধারণ দোয়া নিজেদের ভাষাতেই কর। নিবেদন জানাও যেন সেই সকাতর নিবেদনের সুপ্রভাব তোমাদের হৃদয়ে পতিত হয়।" (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ৮৪)

৯) সফলতা ও মুক্তি লাভের জন্য বিশ্বাসী সদস্যদের প্রতি উদাত্ত আহবানঃ

আহমদীয়া সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আহমদ (আ.) বলেন, "সুতরাং তোমরা সাবধান হও এবং খোদার শিক্ষা এবং কুরআনের হেদায়াতের বিরুদ্ধে এক পা-ও অগ্রসর হয়ো না। আমি সত্য সত্যই বলছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাতশ আদেশের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করেছে এবং অবশিষ্ট সব গ্রন্থই ইহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল। সুতরাং তোমরা কুরআন শরীফকে গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ কর এবং এর সাথে এরূপ প্রণয় ও অনুরাগের সম্বন্ধ স্থাপন কর, যেরূপ প্রণয় বা অনুরাগের সম্বন্ধ অন্য কারও সঙ্গে কর নি। কারণ খোদা তা'লা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, 'আলখায়রু কুল্লুহু ফিল কুরআন' অর্থাৎ সর্বপ্রকার মঙ্গল কুরআন শরীফেই নিহিত আছে। এ কথাই সত্য। ধিক্ ঐসব ব্যক্তিকে, যারা কুরআন শরীফের উপর অন্য কোন বস্তুকে স্থান দেয়। তোমাদের সমস্ত সফলতা ও মুক্তির উৎস কুরআন শরীফে আছে। তোমাদের এরূপ কোন ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় বিষয় নেই যা কুরআন শরীফে নেই। 'কেয়ামতের' দিন তোমাদের ঈমানের সত্যায়নের মানদণ্ড একমাত্র কুরআন শরীফ ইহবে।" (আমাদের শিক্ষা, পৃ: ২০)।

বিভ্রান্তিমূলক অপ-প্রচার বন্ধের জন্য আহবান

আহমদীয়া মুসলিম ফিরকা বা জামাত (ধর্মীয় সংগঠন) সম্বন্ধে কতিপয় উগ্রপন্থী আলেম–উলামা এবং মোল্লাশ্রেণীভূক্ত লোকেরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে বিশেষতঃ ধর্মীয় সূক্ষ্ম বিষয়াবলী গভীরভাবে না বুঝার কারণে ফতোয়াবাজীসহ নানা প্রকার বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা এবং গল্প–গুজব রটনা করে আসছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা ঐশী নির্দেশে চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৩০৬ হিজরী) মাহদী ও মসীহ হওয়ার দাবী করেছেন। পবিত্র কুরআন ও হাদীস এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থাবলীতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর

আলোকে তিনি তার দাবীর সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য আহবান জানিয়েছেন। তিনি উগ্রপন্থী আলেমদের ধ্যান–ধারণা অনুযায়ী তথাকথিত খুনী-মাহদী অথবা চতুর্থ আকাশ থেকে সশরীরে মর্তে আগমনকারী ঈসা মসীহ হওয়ার দাবী করেন নাই। পক্ষান্তরে তাঁর দাবীর মূল ভিত্তি হিসেবে তিনি ইসলামের শান্তি এবং মানবতাবাদী শিক্ষার আলোকে, যুক্তিজ্ঞান এবং ঐশী-নিদর্শনাবলীর দ্বারা ইসলামের ছায়াতলে বিশ্ববাসীকে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি ও উৎকর্ষতা অর্জনের মাধ্যমে একত্রিত করার জন্য অস্ত্রের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণভাবে আদর্শিক সংগ্রাম এবং কলমের জিহাদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। তাঁর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া সংগঠন বিগত শতাধিক বছর যাবৎ আল্লাহ তা'লার বিশেষ সাহায্য ও সমর্থনে বর্তমানে (২০১৭ সনে) দুই শতাধিক দেশের প্রচারকেন্দ্র থেকে শান্তিপূর্ণভাবে প্রচারকার্য পরিচালনা করে যাচ্ছে বিরুদ্ধবাদীদের ফতোয়াবাজীসহ সর্ব প্রকার বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও।

পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুযায়ী সত্যের দ্বারাই সত্যের বিজয় হবে পক্ষান্তরে মিথ্যা দ্বারা কখনই সত্যের বিজয় হতে পারে না এবং হবেও না। যারা ধর্মের নামে মিথ্যাচার করছে তাঁরা বোকার স্বর্গেই বাস করছে। এখানে উল্লেখ না করে পারছি না যে, বিরুদ্ধবাদীগণের মধ্যে কোন কোন সীমালঙ্ঘনকারী নিতান্ত হীনমন্যতার পরিচয় দিয়ে আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে এমন সব অতিরঞ্জিত প্রপাগান্ডা এবং ভ্রান্ত-ধারণা ছড়াচ্ছে যে, কোন সুস্থ-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং শিক্ষিত ব্যক্তির মাথায় কখনই এরূপ পদ্ধতি (বিশেষতঃ ধর্মীয় ব্যাপারে) কখনই আসতে পারে বলে মনে হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রায়শই কোন কোন বিরুদ্ধবাদী কিছু কিছু প্রচারপত্র এবং পুস্তকের মাধ্যমে এমন সব কথা বলেন এবং আহমদীয়া সাহিত্যের কিছু রেফারেন্স উল্লেখ করেন যেগুলোর মূলতঃ হয় কোন অস্তিত্বই নাই, অথবা সেগুলি উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকৃত এবং প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এই ধরনের কতগুলো আপত্তির জবাবে নীতিগতভাবে আহমদীয়া জামাতের সুস্পষ্ট শিক্ষা এবং অবস্থান কি তার প্রতি সকলের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ফলতঃ এরূপ স্পষ্টীকরণের পর আশা করি বিরুদ্ধবাদীদের সকল অপপ্রচারমূলক আস্ফালন বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাদের কথায় সরল-সহজ জনগণ কখনই বিভ্রান্ত হবেন না। নিচে এরূপ কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে বিস্তারিত জানার জন্য হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আ.) প্রণীত ৮৮ খানা পুস্তক, অন্যান্য আহমদীয়া সাহিত্য, পত্র-পত্রিকা, এম.টি.এ নামক টেলিভিশন, এবং অনেকগুলো ওয়েবসাইট যেমন www.alislam.org এবং www.ahmadiyyabangla.org এবং www.mta.tv এবং বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং প্রচার মাধ্যমের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(১)ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের উপর আকিদা বা ধর্ম–বিশ্বাস এবং আহমদীয়া জামাতঃ

বিরুদ্ধবাদীদের একটি বহুল প্রচারিত ভ্রান্ত ধারণা সুস্পষ্টরূপে দূর করে দেওয়ার জন্য উল্লেখ করছি যে, বিরুদ্ধবাদীদের যে সকল প্রচারণায় বলা হয়েছে যে, আহমদীগণ 'কলেমা তৈয়ব' মানে না, অথবা তারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায, যাকাত, রোজা ও হজ্জ পালন করে না, সেই সকল প্রচারণা সর্বৈব মিথ্যা। অনেকে বলে বেড়ান যে, আহমদীরা আল্লাহকে মানে না, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানে না, পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও হাদীস মানে না, ইত্যাদি। এই সকল কথা শুধু নির্জলা মিথ্যাই নয়, নিতান্তই মিথ্যার বেসাতী-ব্যবসা ছাড়া অন্য কোন নামে অভিহিত হতে পারে না। আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে, আহমদীগণ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে 'খাতামান নবীয়্যীন' রূপে মান্য করে না। প্রকৃতপক্ষে ইহাও একটি বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা মাত্র। কেননা আহমদীগণ পবিত্র কুরআন মানে এবং সেই কুরআনে যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সা.)–কে 'খাতামান নবীয়্যীন' বলে আল্লাহ তা'লা অভিহিত করেছেন (সূরা আহযাব: ৫ম রুকু) তাই তারা তাঁকে 'খাতামান নবীয়্যীন' বলে অবশ্য অবশ্যই মান্য করে। আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং ঘোষণা করেছেন,

(ক) "যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম–বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদা তা'লা ব্যতিত অন্য কোন মাবুদ বা উপাস্য নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'লা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে যা বর্ণিত হয়েছে উল্লেখিত বর্ণনা অনুসারে তা যাবতীয় সত্য।" (আইয়ামুস সুলেহ, পৃ: ৮৬)।

(খ) "আমরা মুসলমান। আমরা এক ও অদ্বিতীয় খোদার উপর ঈমান রাখি এবং 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' কলেমার বিশ্বাসী এবং খোদা তা'লার কিতাব কুরআন করীম এবং তাঁর রসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে খাতামান নবীয়্যীন বলে মানি।" (নুরুল হক পুস্তক, খন্ড: ১, পৃ: ৫)।

(গ) "আমি দৃঢ় বিশ্বাস এবং দাবীর সাথে বলছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের উপর নবুওয়তের 'কামালাত' বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী শেষ বা চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়েছে। সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারী যে তাঁর বিরোধী আলাদা কোন সিলসিলা বা মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে এবং মুহাম্মদী নবুওয়াত হতে পৃথক হয়ে আলাদা কোন তত্ত্ব পেশ করে এবং মুহাম্মদী নবুওয়তের উৎসকে ত্যাগ করে। আমি খোলাখুলিভাবে বলছি যে, সে ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে ছেড়ে তারপরে অন্য কাউকে নবী বলে বিশ্বাস করে এবং তাঁর 'খতমে নবুওয়ত'-কে ভঙ্গ করে। এ কারণেই, এরূপ কোন নবী আসতে পারে না যার নিকট মুহাম্মদী নবুওয়তের মোহর না থাকে।" (আল–হাকাম: ১০জুন, ১৯০৫ইং)।

(চলবে)

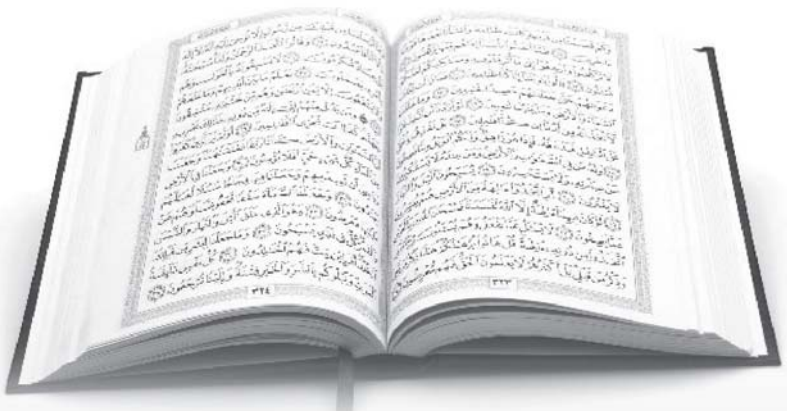

কয়েকটি জরুরী কুরআনী দোয়া

সংকলনে- **খন্দকার আজমল হক**

১. ইহলৌকিক ও পরলৌকিক মঙ্গলের জন্য দোয়া।

ক) রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াকিনা আযাবাননার। (২:২০২)

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! আমাদের ইহকালেও কল্যাণ এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর।

খ) রাব্বি ইন্নি লিমা আনযালতা ইলাইয়া মিন খায়রিন ফাকির। (২৮:২৫) (হযরত মূসা (আ:) এর দোয়া)।

অর্থ- হে আমার প্রভু! তুমি যেকোন কল্যাণ আমার প্রতি নাযেল কর আমি অবশ্যই তার ভিখারী।

২. ধৈর্য ধারণের জন্য দোয়া। (তালুত বাহিনীর দোয়া)

'ক'। রাব্বানা আফরিগ আলায়না সাবরাও ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানছুরনা আলাল কাওমিল কাফিরীন। (২:২৫১)

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের উপর ধৈর্য্যশক্তি বর্ষণ কর এবং (যুদ্ধক্ষেত্রে) আমাদের কদমকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।

'খ'। রাব্বানা আফরিগ আলায়না সাবরাও ওয়া তাওয়াফফানা মুসলিমিন। (৭:১২৭)

অর্থ- হে আমাদের প্রভু" তুমি আমাদের ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও।

৩. সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব না দিবার জন্য দোয়া।

রাব্বানা লা তুআখিজনা ইন্নাসিনা আও আখতানা, রাব্বানা ওয়া লা তাহমিল আলায়না ইসরান কামা হামালতাহু আলাল্লাজিনা মিন কাবলিনা, রাব্বানা ওয়া লা তুহাম্মিলনা মা-লা-তা কাতালানা বিহি, ওয়াফু আন্না, ওয়াগফিরলানা, ওয়ারহামনা আনতা মাওলানা ফা'নছুর-না আলাল কাওমিল কাফিরীন। (২:২৮৭)

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের পাকরাও করোনা যদি আমরা ভুলে যাই অথবা ত্রুটি বিচ্যুতি করি; হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের এমন দায়িত্বভার অর্পণ করো না যেরূপ দায়িত্বভার তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছিলে। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের উপর এমন বোঝা চাপিওনা যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। তুমি আমাদের মার্জনা কর এবং আমাদের ক্ষমা কর এবং তুমি আমাদের উপর রহম কর, (কারণ) তুমি আমাদের অভিভাবক, অতএব কাফের জাতির বিরুদ্ধে তুমি আমাদের সাহায্য কর।

৪. হেদায়েত পাবার পর হৃদয় বক্র না হবার দোয়া।

রাব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইজ হাদায়তানা ওয়া হাবলানা মিললা দুনকা রাহমাতা, ইন্নাকা আনতাল ওয়াহাব। (৩:৯)

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে হেদায়েত দিবার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিওনা এবং তোমার নিকট হতে আমাদেরকে রহমত দান কর, নিশ্চয় তুমি মহানদাতা।

৫. পাপ ক্ষমা ও কর্মের অনিষ্টতা হতে রক্ষা পাবার এবং সৎ লোক হয়ে মৃত্যুর জন্য দোয়া।

ক) রাব্বানাগফিরলানা জুনুবানা ওয়া ইসরাফানা ফি আমরিনা ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরীন। (৩:১৪৮)

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের পাপ এবং আমাদের কার্যে আমাদের সীমা লঙ্ঘন ক্ষমা কর এবং আমাদের কদমকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।

খ) রাব্বানা ফাগফিরলানা জুনুবানা ওয়া কাফ্‌ফির আন্না সাইয়ি আতিনা ওয়া তাওয়াফানা মায়াল আবরার। (৩:১৯৪)

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের মন্দ কর্মের অনিষ্টসমূহকে আমাদের হতে দূরীভুত কর এবং আমাদেরকে পূণ্যবানদের সাথে (সামিল করে) মৃত্যু দাও।

গ) রাব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানা কুনান্না মিনাল খাসিরীন। (৭:২৪)

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রাণের উপর অত্যাচার করেছি এবং তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর এবং আমাদের উপর রহম না কর তবে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব।

ঘ) রাব্বানা আমান্না ফাগফিরলানা ওয়ারহামনা ওয়া আনতা খায়রুর রাহিমীন। (২৩:১১০)

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব তুমি আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের উপর দয়া কর। বস্তুত দয়াকারীদের মধ্যে তুমিই সর্বত্তোম।

ঙ) রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া আনতা খায়রুর রাহিমীন। (২৩:১১৯)

অর্থ- হে আমার প্রভু! ক্ষমা কর এবং দয়া কর, বস্তুত দয়াকারীদের মধ্যে তুমিই সর্বোত্তম।

চ) রাব্বানা ইন্নানা আমান্না ফাগফিরলানা জুনুবানা ওয়া কিনা আযাবাননার। (৩:১৭)

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি। অতএব তুমি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর, এবং আগুনের আযাব হতে রক্ষা কর।

ছ। রাব্বি ইন্নি যালামতু নাফসি ফাগফিরলি। (২৮:১৭)

অর্থ- হে আমার প্রভু! আমি নিশ্চয় নিজের প্রাণের প্রতি যুলুম করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। (হযরত মূসা (আ:) এর দোয়া)

৬. যালেমদের পথে না যাবার জন্য দোয়া।

ক। রাব্বানা ইন্নাকা মান তুদখিলিন্নারা ফাকাদ আখযায়তাহু, ওয়া মা লিয যালিমিনা মিন আনছার। (৩:১৯৩)

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! তুমি যাকে আগুনে প্রবিষ্ট করেছ তাকে তুমি অবশ্যই লাঞ্ছিত করেছ। বস্তুত যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

খ। রাব্বি ইম্মা তুরিইয়ানি মা তুয়াদুন, রাব্বি ফালা তাজআলনী ফিল কাওমিয যালিমিন। (২৩:৯৪-৯৫)

অর্থ- হে আমার প্রভু! যদি তুমি আমাকে দেখিয়ে দাও যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হচ্ছে। হে আমার প্রভু! তখন তুমি আমাকে যালেম জাতির অন্তর্ভুক্ত করোনা।

৭. রসূলদের নিকট দেয়া প্রতিশ্রুতি লাভের জন্য দোয়া।

রাব্বানা ওয়া আতিনা মা ওয়া আদতানা আলা রুসূলিকা ওয়ালা তুখজিনা ইয়াওমাল কিয়ামাহ। ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিয়াদ। (৩:১৯৫)

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! তুমি তোমার রসূলদের মাধ্যমে আমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা তুমি আমাদেরকে দান কর এবং কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত করোনা। তুমি আদৌ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর না।

৮. দোযখের আযাব হতে রক্ষা পাবার দোয়া।

রাব্বানাসরিফ আন্না আযাবা জাহান্নাম, ইন্না আযাবাহা কানা গারামা। (২৫:৬৬)

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের উপর হতে দোযখের আযাবকে অপসারিত কর? নিশ্চয় তার আযাব সর্বনাশা।

৯. হিকমত, সৎলোক হবার, যশ ও জান্নাতের জন্য দোয়া। (হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দোয়া)।

রাব্বি হাবলী হুকমাও ওয়া আলহিকনী বিসসালিহীন। ওয়াজ আললী লিসানা সিদকিন ফিল আখিরীন। ওয়াজ আলনি মিও ওয়ারাসাতি জান্নাতিন নাইম। (২৬:৮৪-৮৬)

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাকে হিকমত দান কর এবং সৎলোকদের অন্তর্ভূক্ত কর। এবং পরবর্তীদের মধ্যে আমার জন্য প্রকৃত (স্থায়ী) যশ দান কর। এবং তুমি আমাকে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতের উত্তরাধীকারীদের অন্তর্ভূক্ত কর।

১০. পবিত্র সন্তান লাভের জন্য দোয়া। (যাকারিয়া (আ:) এর দোয়া)।

ক) রাব্বি হাবলী মিল্লা দুনকা জুররিআতান তাইয়েবাতা, ইন্নাকা সামিউদ দুয়ায়ি। (৩:৩৯)

অর্থ- হে আমার প্রভু! তুমি তোমার নিকট হতে আমাকে পবিত্র সন্তান সন্ততি দান কর, নিশ্চয় তুমি বড়ই দোয়া শ্রবণকারী।

খ) রাব্বি লা তাজারনি ফারদাও ওয়া আনতা খায়রুল ওয়ারিসীন। (২১:৯০)

অর্থ- হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে একা ছেড়না এবং তুমিই উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

গ) রাব্বি হাবলি মিনাস সালিহীন। (৩৭:১০১) (হযরত ইব্রাহীম (আ:) এর দোয়া)

অর্থ- হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সৎকর্মশীল পুত্র দাও।

১১. পিতা মাতার জন্য দোয়া।

ক) রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বাইয়ানি সাগিরা। (১৭:২৫)

অর্থ- হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের উভয়ের প্রতি সেইভাবে রহম কর যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছিল।

খ) রাব্বিগফিরলী ওয়ালিওয়ালিদাইয়া ওয়ালিমান দাখালা বায়তিইয়া মুমিনাও ওয়ালিল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাতে, ওয়ালা তাজিদিয যালিমিনা ইল্লা তাবাবা।

(৭১:২৯) (হযরত নূহ (আ:) এর দোয়া)

অর্থ- হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে, আমার পিতা মাতাকে এবং যে ব্যক্তি মুমেন হয়ে আমার গৃহে দাখিল হয় তাকে এবং সকল মুমেন পুরুষ ও সকল মুমেন নারীকে ক্ষমা কর এবং যালেমদেরকে ধ্বংস ব্যতিরেকে আর কিছুতে বৃদ্ধি করোনা।

১২. সন্তান সন্ততি ও পিতামাতার জন্য দোয়া। (ইব্রাহীম (আ:) এর দোয়া)।

রাব্বিজআলনি মুকিমাস সালাতি ওয়ামিন জুররীআতি। রাব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দুয়ায়ি। রাববানাগফিরলী ওয়ালিওয়ালিদাইয়া ওয়ালিল মুমিনিনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব। (১৪:৪১-৪২)

অর্থ- হে আমার প্রভু! আমাকে নামায কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরকেও। হে আমাদের প্রভু! (আমার উপর তোমার করুনা বর্ষণ কর) এবং আমার দোয়া কবুল কর। হে আমাদের প্রভু! যেদিন হিসাব কায়েম হবে সেদিন আমাকে এবং আমার পিতামাতাকে এবং মুমেনগণকে ক্ষমা কর)।

১৩. স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির জন্য দোয়া।

রাব্বানা হাবলানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া জুররিইয়াতিনা কুররাতা আইউনি ওয়াজআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা। (২৫:৭৫)

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী সন্তান সন্ততির মাধ্যমে চক্ষুর স্নিগ্ধতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানাও।

১৪. যান বাহনে ভ্রমণের পূর্বে দোয়া।

ক) রাব্বি আনযিলনী মুনযালাম মুবারাকাও ওয়া আনতা খায়রুল মুনযিলীন। (২৩:৩০)

অর্থ- হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে (এই নৌকা হতে) এমন অবস্থায় অবতরণ করাও যেন আমার উপর প্রচুর কল্যাণ বর্ষিত হতে থাকে। বস্তুত তুমিই হচ্ছ অবতরণকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

খ) বিসমিল্লাহি মাজরিহা ওয়ামুরসাহা ইন্না রাব্বি লা গাফুরুর রাহিম। (১১:৪২)

অর্থ- আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি। নিশ্চয় আমার প্রভু অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

১৫. গোপন প্রকাশ্য সব কিছুই আল্লাহ জানেন বলে তাঁর নিকট অবনত হবার দোয়া। (হযরত ইব্রাহীম (আ:) এর দোয়া)।

রাব্বানা ইন্নাকা তা'লামু মা নুখফী ওয়া মা নুলেনু ওয়া মা ইয়াখফা আলাল্লাহি মিন শাইয়িন ফিল আরজি ওয়া লা ফিসসামায়ি। (১৪:৩৯)

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! যা কিছু গোপন করি এবং যা কিছু আমরা প্রকাশ করি নিশ্চয় তুমি সবই অবগত। এবং আল্লাহর নিকট হতে কোন বস্তু ভূতলেও গোপন থাকতে পারে না এবং নভোমন্ডলেও না।

১৬. বিদেশ ভ্রমণের পূর্বের দোয়া।

রাব্বি আদ খিলনী মুদখালা সিদকিও ওয়া আখরিযনী মুখরাজা সিদকিও ওয়াজআললী মিল্লাদুনকা সুলতানান নাছিরা। (১৭:৮১)

অর্থ- হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে উত্তমভাবে প্রবিষ্ট কর এবং আমাকে উত্তমরূপে বহির্গত কর এবং তোমার সন্নিধান হতে আমার জন্য পরম সাহায্যকারী ক্ষমতা দান কর।

১৭. সঠিক পথ প্রাপ্তির এবং দয়া লাভের জন্য দোয়া।

রাব্বানা আতিনা মিল্লা দুনকা রাহমাতা ওয়া হাইয়ি লানা মিন আমরিনা রাশাদা। (১৮:১১)

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে তোমার নিজ পক্ষ হতে বিশেষ রহমত দান কর এবং আমাদের বিষয়ে আমাদের জন্য সঠিক পথের ব্যবস্থা কর।

১৮. আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার দোয়া। (ইব্রাহীম (আ:) এর দোয়া)।

রাব্বানা আলায়কা তাওয়াক্কালনা ওয়া ইলায়কা আনাবনা ওয়া ইলায়কাল মাছির। (৬০:৫)

অর্থ- হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার উপর আমরা ভরসা করি এবং তোমারই উপর আমরা ঝুঁকি এবং তোমারই নিকট আমাদের শেষ প্রত্যাবর্তন।

১৯. আল্লাহর নূর প্রার্থনা।

রাব্বানা আৎমিম লানা নূরানা ওয়াগ ফিরলানা, ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। (৬৫:৯)

অর্থ- হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পূর্ণ কর এবং আমাদের ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

২০. কাফেরদের বিরুদ্ধে দোয়া। (হযরত নূহ (আ:) এর দোয়া)

রাব্বি লা তাজার আলাল আরজি মিনাল কাফিরীনা দাইয়ারা। (৭১:২৭)

অর্থ- হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ভূপৃষ্ঠে কাফেরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে ছেড় না।

২১. জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দোয়া।

রাব্বি জিদনী ইলমা। (২০:১১৫)

অর্থ- হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।

২২. বিপদে আপদে, কারও মৃত্যু সংবাদ পাবার পর বা কোন কিছু হারিয়ে গেলে দোয়া।

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। (২:১৫৭)

অর্থ- নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

২৩. অসুস্থতা ও অন্যান্য বিপদ আপদে আপতিত না হওয়ার জন্য দোয়া।

ক) ইন্নি মাচ্ছানিইয়ায যুররু ওয়া আনতা আরহামুর রাহিমীন। (২১:৮৪)

অর্থ- অবশ্যই দুঃখ ক্লেশ আমাকে স্পর্শ করেছে, তুমি রহমকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রহমকারী।

খ) লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনায যালিমিন। (২১:৮৮)

অর্থ- তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয় আমি যালেমদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম।

২৪. একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করার ও তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার দোয়া।

ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতা'ঈন। (১:৫)

অর্থ- আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

২৫. সরল সুদৃঢ় পথে চলার দোয়া।

ইহদিনাস সিরাত্বাল মুস্তাকিমা সিরাত্বাল্লাজিনা আন আমতা আলায়হিম, গায়রিল মাগজুবি আলায়হিম ওয়ালায যোয়াল্লিন। (১:৬-৭)

অর্থ- তুমি আমাদেরকে সরল সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর, তাদের (পথে) যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছে। কোপগ্রস্থদের (পথে) নহে, পথ ভ্রষ্টদের (পথে) নহে।

২৬. আল্লাহর নিকট ইজ্জতের প্রার্থনা এবং রসূলদের নিকট সালাম প্রদর্শন করে দোয়া।

সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতে আম্মা ইয়াসিফুন, ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন। ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। (৩৭:১৮১-১৮৩)

অর্থ- তোমার প্রতিপালক যিনি সকল সম্মান ও শক্তির অধিকারী, তা হতে পবিত্র যা তা'রা বর্ণনা করছে। এবং শান্তি রসূলগণের উপর। বস্তুত সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।

২৭. মানুষরূপি শয়তানদের সকল কুপ্ররোচনা হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার জন্য দোয়া।

রাব্বি আউযুবিকা মিন হামাজাতিশ শাইয়াতিন। ওয়া আউযুবিকা রাব্বি আইইয়াহ যারুন।

অর্থ- হে আমার প্রভু! আমি শয়তানদের সকল কুপ্ররোচনা হতে তোমারই আশ্রয় চাচ্ছি। এবং হে আমার প্রভু! আমি তোমার নিকট তা হতেও আশ্রয় চাচ্ছি যে তারা আমার নিকট উপস্থিত হোক।

২৮. আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর অনিষ্ট, মানুষ ও জিন্নদের ভেতর হিংসুক ও কুমন্ত্রণা দানকারীর অনিষ্ট হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া।

ক) সূরা আল ফালাক।

খ) সূরা আন নাছ।

নামাযের পর হযরত রসূলে করীম (সা:) পঠিত কয়েকটি দোয়া।

হযরত আয়শা (রা:) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করিম (সা:) নামায শেষ করে দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতেন:-

আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম, ওয়ামিনকাস সালাম, তাবারাকতা ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি শান্তির প্রতিমূর্তি। সত্যিকারের শান্তি তোমার নিকট থেকে বর্ষিত হয়। তুমি কল্যাণময়। হে সম্মান ও প্রতাপের অধিপতি। (সহী মুসলিম, কিতাবুল মাসাজীদ ওয়া মাওয়াযিউস সালাত, বাব ইসতিহবাবু যিকরী বা'দাস সালাত)

উপরোক্ত দোয়া বাদে নিম্নোক্ত দোয়াগুলি নবী করীম (সা:) নামাযের পর পাঠ করতেন।

১। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারী কালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্‌দ, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর।

অর্থ- আল্লাহ ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নেই। তিনি এক-অদ্বিতীয়। তাঁর নেই কোন অংশীদার। সর্বাধিপত্য ও সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। আর সকল কিছুর উপর তিনিই সর্ব-শক্তিমান।

২। আল্লাহুম্মা লা মানি'আলিমা আ'ত্বায়তা ওয়া লা মুত্বিয়া লিমা সানা'তা ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল জাদ্দি মিনকালজাদ্দু। (সহী বুখারী, কিতাবুস সালাত, বাবু যিকরি বা'দাস সালাহ)

অর্থ- হে আল্লাহ! কেউ আটকিয়ে রাখতে পারেনা যা তুমি আমাকে দান করতে চাও। আর কেউ তা' দিতে পারে না যা তুমি আটকিয়ে রাখ। আর তোমার বিরুদ্ধে কোন মহৎ ব্যক্তি তার মহত্ব থেকে কোন উপকার সাধন করতে পারে না।

৩। আল্লাহুম্মা আইন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাকে যথাযথভাবে তোমার যিকর (স্মরণ) প্রতিষ্ঠায় এবং তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে আর সুচারুরূপে তোমার ইবাদত প্রতিষ্ঠায় আমাকে সাহায্য কর।

৪। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইযযাতি আম্মা ইয়সিফুন। ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন। ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। (সূরা আসসাফ্‌ফাত:- ১৮১-১৮৩; এবং তিরমিযী, কিত্বাবুস সালাত, বাব মা ইয়াকুলু ইযা সাল্লাম)

অর্থ- তোমার প্রভু প্রতিপালক, যিনি সকল সম্মান ও শক্তির অধিকারী, তা হতে পবিত্র মহান যা তারা বর্ণনা করে। আর শান্তি রসুলদের ওপরে। প্রকৃতপক্ষে সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক।

এছাড়া রসূলে করীম (সা:) সাহাবীদের নিম্নোক্ত দোয়াগুলোর ব্যবস্থা পত্র দিয়েছেন। এ দোয়াগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর মাহাত্য ঘোষণা করা হয়।

১। সুবহানাল্লাহ। অর্থ- আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত ত্রুটি মুক্ত।- ৩৩ বার।

২। আলহামদুলিল্লাহ। অর্থ- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ। - ৩৩ বার।

৩। আল্লাহু আকবর। অর্থ- আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। - ৩৪ বার।

(সালাত (ইসলামী নামাজ শিক্ষা) পুস্তিকা- পৃষ্ঠা: ৪৯-৫১)

আমি কিভাবে আহমদী হলাম

মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান (সিদ্দীকী)
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

(৪র্থ কিস্তি)

জামেয়াতে বাধ্যতামূলকভাবে খেলাধুলা, দৌড় ইত্যাদি করানো হতো। প্রথম বছর অর্থাৎ মুমাহাদা ক্লাসের ছাত্রদের সে সময় রাইফেল ট্রেনিং করানো হতো। প্রতিদিন আসরের পরে মাগরিব পর্যন্ত খেলাধুলা বাধ্যতামূলক ছিল। আবার প্রায় একবছর হযরত মীর সাহেব নির্দেশ দিলেন সপ্তাহে একদিন সবাইকে পাঁচ মাইল দৌড়াতে হবে। যারা সময় মতো ৫ পাঁচ মাইল দৌড় শেষ করবে না তারা পরের দিন আবার দৌড়াবে। তিনদিন ধরে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হতো। অনেক ধরনের খেলা, দৌড় ইত্যাদি করতে হতো। আবার বছরে পৃথক একদিন তের ১৩ মাইল দৌড়ও ছিল। দ্রুত সাইকেল চালানোর প্রতিযোগিতা ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)-এর নির্দেশ ছিল মোবাল্লেগ বা মুরুব্বীদের স্বাস্থ্য খুব ভাল হতে হবে, সুস্থ্য সবল হতে হবে। দুর্দান্ত সাহসী হতে হবে। কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে। নির্ভীক হতে হবে।

আমাদের সম্মানিত শিক্ষক মোহতরম মওলানা মুহাম্মদ আহমদ সাকেব সাহেব শুনিয়েছিলেন একবার হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) তখন লাহোরে অবস্থান করছিলেন। হুযূর মওলানা মুহাম্মদ আহমদ সাকেবকে নির্দেশ দিলেন, শীঘ্রই লাহোরে চলে আসুন। তিনি রাতে সংবাদ পেলেন। সেই রাতেই অস্বাভাবিক বন্যা এসে দেশ ডুবে গেল। ট্রেন লাইন ডুবে গেছে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। সড়ক পথ ডুবে গেছে বাস চলাচল বন্ধ। মওলানা মুহাম্মদ আহমদ সাকেব হেঁটেই যাত্রা করলেন। রাস্তায় পানি, রাবওয়া থেকে লাহোর প্রায় ৯৬ মাইল পথ। তিনদিনের দিন সন্ধ্যায় লাহোরে পৌঁছে গেলেন। গিয়েই অসুস্থ্য হয়ে পড়লেন। তিনি এভাবে না গেলে কোন সমস্যা হতো না। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর নিষ্ঠাবান ওয়াকফে জিন্দেগীরা কখনো নিজ থেকে বলেন না যে, আমি পারলাম না। সুবহানাল্লাহ।

জামেয়ার সাত বছরে একবার দেড়'শ মাইল হাঁটাতে অংশ নিতে হত। শুকনো খাবার সাথে নিতে হত। রাস্তায় খাবার সংগ্রহ করা যেত না। কেউ খাবার দিলেও খাওয়া যেত না। আমার সহপাঠী হাদী আলী চৌধুরী ২৬ ঘন্টায় দেড়শ মাইল হেঁটে (বলা যায় দৌড়ে ও হেঁটে) প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। আমরা সাধারণত: যারা তৃতীয় শ্রেণীর তারা চারদিনে দেড়'শ মাইল হেঁটেছি। অনেকে দুইদিনে শেষ করেছে। এটা হলো সমতল ভূমিতে হাঁটা। তাছাড়া সাত বছরে একবার দেড়'শ মাইল পাহাড়ী অঞ্চলে হাঁটতে হয়। হাইকিং বলা হয়। সাথে ২/৩ জন শিক্ষকও থাকেন। রাস্তা চিনিয়ে হাঁটানোর জন্য। কিছু টাকা জামেয়া থেকে দেয়া হতো। ছাত্রদেরও কিছু টাকা দিতে হতো। উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ে গিয়ে হাঁটতে হতো। সবাইকে সমস্ত কোর্সে অংশ নিতে হতো।

যখন কিছুটা স্বচ্ছল হয়ে উঠলাম তখনই জামাতের উপর মহাদুর্যোগ বা দুর্দিন নেমে আসলো।

খুব সংক্ষেপে বলছি। পাকিস্তানের স্বৈরশাসক জুলফিকার আলী ভুট্টো মুসলিম বিশ্বের নেতা হতে চেয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রও ছিল। মুসলিম বিশ্ব সম্পূর্ণ নেশার ঘোরে ঘুমাচ্ছিল। ইহুদী, ইংরেজ ও সহযোগীরা আহমদীয়াত কে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। যদি সত্য প্রকাশ হয়ে যায় আর আহমদিয়াতের বিস্তার ঘটে যায় তাহলে তাদের মহাবিপদে পড়তে হবে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) এবং তাঁর পরে তাঁর খলীফাগণ আহমদিয়াতের বিজয়ের জোরালো ভবিষ্যদ্বাণী করে যাচ্ছিলেন। এখানে এ বিষয়ে আলোচনার সুযোগ নেই। খুব সংক্ষেপ এই যে সৌদি বাদশাহ শাহ ফয়সাল খলীফাতুল মুসলেমিন হতে চেয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালে লাহোরে ইসলামিক সামিট কনফারেন্স করেছিলেন। কিন্তু ফলাফল ভাল হয়নি।

তখন আহমদিদের ওপর ভয়াবহ জুলুম, অত্যাচারের বিরাট পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। ১৯৭৪ সালের ২৯ মে থেকে শুরু করে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আহমদিদের বাড়িঘর, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার

হাইকিং দলের সাথে লেখক পেছনে, ১৯৭৬ সাল।

জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করতে থাকে। অবশেষে ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান জাতীয় সংসদে আহমদি নট মুসলিম রেজুলেশন পাশ করা হয়। তারপর সে ষড়যন্ত্র আজও চলছে। আল্লাহর ইচ্ছায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত দ্রুত উন্নতি করে চলেছে।

৭ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে আমাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

৭ সেপ্টেম্বর আমার গ্রেফতারের দিন এবং বন্দিদশা শুরু

২৯ মে ১৯৭৪ এ পুরো পাকিস্তান জুড়ে আহমদীদের উপর যে হিংস্র নির্যাতন শুরু হয়েছিল তা বিবেকবান জনগণের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট ছিল। আহমদীদের সবার সামনে মারধর করা হচ্ছিল। তাঁদের সম্পত্তি দখল করা হচ্ছিল এবং ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছিল। তাঁদের ঘর থেকে বের করে গৃহহীন করে দেয়া হচ্ছিল। নির্যাতনকারীদের কেউ জিজ্ঞেস পর্যন্ত করত না। তারা যা চাইত তাই করত। দুর্গতদের সাহায্য এভাবে করা হত যে, দেশের অভিভাবকরা নিজেরা পাশে দাঁড়িয়ে আহমদীদের ঘরবাড়িতে আগুন দেওয়াতেন ও লুটপাট করাতেন। যদিওবা কোন আহমদী নিজেকে রক্ষার্থে হাত উঠাত, সেই অপরাধে তাকে হাতকড়া লাগিয়ে জেলে পাঠিয়ে দেয়া হত। রাবওয়াতে নিরাপত্তার খাতিরে চব্বিশ ঘন্টা খোদ্দামরা পাহারা দিত। এদিকে পাকিস্তান সরকার জামাতে আহমদিয়াকে মুসলিম বা অমুসলিম ঘোষণা করে দেয়ার জন্য জাতীয় সংসদে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে প্রক্রিয়া শুরু করে দেয়া হয়েছিল। আমার ধারণা ছিল বরং দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পাকিস্তান সরকারের এই বিশেষ কমিটি আমাদের অমুসলিম সংখ্যালঘু করতে পারে না। কেননা আমরা মুসলমান এবং ইসলাম, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং কুরআন শরীফে বিশ্বাস করি এবং এর অনুগত থাকি।

কিন্তু ৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৫ টায় পাকিস্তানের রেডিও, টেলিভিশন থেকে যেই ঘোষণা এসেছিল, তা আমাদের বিশ্বাসকে খুব কাঁপিয়ে দিয়েছিল। কেননা ঘোষণায় আহমদীদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু করে দেয়া হয়েছিল। সেদিন সারা শহরের চারপাশে বেশী সংখ্যায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল এবং রাবওয়াতেও সিকিউরিটি ফোর্স আর পুলিশ অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে অবস্থান করছিল।

সে হিসেবে আমরা খোদ্দামরা ডিউটি এবং পাহারায় ছিলাম। সেদিন অর্থাৎ ৭ সেপ্টেম্বর আমার নিরাপত্তার ডিউটি রাতের শিফটে রিজার্ভ ফোর্সে ছিল। আমার সাথে ছিলেন আমার এক বন্ধু খোদা বখশ নাসের সাহেব। আনুমানিক রাত সাড়ে বারটার সময় আমরা সাইকেলে করে মহল্লা দারুল ইয়ামান এবং দারুন্ নাসার এর অবস্থা দেখার জন্য আর আশেপাশে ডিউটিরত আমাদের বাকি বন্ধুদের খোঁজ নেয়ার জন্য গিয়েছিলাম। (যদি আপনি ফয়সালাবাদ থেকে রাবওয়ার দিকে আসেন তাহলে চেনাব নদীর দ্বিতীয় পুল থেকে নিয়ে পশ্চিমের পাহাড়ের পাশ দিয়ে রাস্তার ডান দিকে দারুল ইয়ামান মহল্লা পড়বে এবং রেইল লাইন দিয়ে বাঁয়ে গেলে দারুন নাসার মহল্লা পড়বে।) যাহোক, রাত দেড়টার দিকে আমরা দুজন পাকা সড়ক দিয়ে গোলবাজারের দিকে ফেরত আসছিলাম এবং যখন আমরা পাহাড়ের মধ্যবর্তী জায়গার কাছাকাছি পৌঁছলাম তখনই হঠাৎ পুলিশের একটি গাড়ি একেবারে আমাদের পাশে এসে থামল। গাড়ি থামা মাত্র আমার বন্ধু তাঁর সাইকেল ঘুরিয়ে দ্রুত মহল্লার ভেতরে চলে গেল। এরই মাঝে গাড়ি থেকে আওয়াজ আসল। 'এদিকে এস!' আমি তাদের কাছে গেলে তারা আমাকে আটক করে ফেলল আর গাড়িতে তুলে নিল। পরে জানতে পারলাম জীপ গাড়িটি চিনিউটের ডিএসপির জীপ ছিল। তাঁর সাথে পুলিশের আরও গাড়ি ছিল এবং অনেকজন পুলিশও ছিল। তারা আমার বন্ধুকে খুঁজল কিন্তু তার হদিস পাওয়া গেল না। আমার বন্ধুকে খোঁজার সময় মহল্লাতে ডিউটিরত আরও কয়েকজনকে পাওয়া গেল কিন্তু তাদেরকে পরবর্তীতে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। এর মধ্যে জামেয়া আহমদিয়ার ছাত্র হাবীব আহমদও তাদের কব্জায় আসল। আর তাকে আমাদের সাথে পুলিশ চৌকিতে নিয়ে গেল। অনেক সময় তর্ক-বিতর্কের পর শেষমেশ উমুরে আমা'র প্রতিনিধি মুকাররম আব্দুল আযিয ভামড়ি সাহেবের জামানতে আমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হল। কিন্তু এই শর্তে যে, প্রতিদিন সকালে একবার পুলিশ চৌকিতে হাজিরা দিতে হবে। শর্ত অনুযায়ী পরদিন সকাল আটটায় আবার পুলিশ চৌকিতে গেলাম। আমার সেই বন্ধু খোদা বখশ নাসের আর হাবীবকে কিছু জিজ্ঞেস করে ছেড়ে দেয়া হল আর আমাকে গ্রেফতার করে নেয়া হল এবং হাতকড়া লাগিয়ে দুপুর বারটার দিকে লালিয়া থানায় নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে কিছু সেনা সদস্য উপস্থিত ছিলেন। মনে হচ্ছিল কোন সেনা কর্মকর্তার আসার কথা আছে। তারা আমাকে সেই সেনা

ক্লাসের সাথে জামেয়ার হাইকিং-এ লেখক, সর্ববামে দাঁড়ানো। ১৯৭৬ সাল।

কর্মকর্তার সামনে উপস্থিত করতে চাচ্ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশত বা দুর্ভাগ্যবশত সেই সেনা কর্মকর্তা আসেননি এবং আমাকে জেলখানায় বন্দী করে রাখা হল। জেলখানায় বন্দী করার পূর্বে থানার দারোগা আমাকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করছিল আর অনেক ভয় দেখাচ্ছিল, হুমকি দিচ্ছিল যার ফলে আমি অনেক ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আমার মনে অদ্ভুত সব চিন্তা আসছিল। না জানি সামনে কি হবে?

সন্ধ্যার সময় জামেয়া আহমদিয়ার হোস্টেল এর নায়েব যয়ীম, যিনি আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু মির্যা মোহাম্মদ আফযাল খান সাহেব আমার খোঁজখবর করতে একজন গ্রামের জমিদার ভাইকে সাথে নিয়ে আসলেন। তাঁরা আমাকে অনেক সান্তনা দিলেন। খাবার খাওয়াতে চাইলেন। কিন্তু আমি অনেক চিন্তিত ও বিভ্রান্ত অবস্থায় ছিলাম। কিছু বুঝতে পারছিলাম না। একই জেলখানার অন্য ঘরে খতমে নবুওয়াতের কিছু সোচ্চর ব্যক্তিরাও ছিল। তারা আমাকে অনেক বিরক্ত করছিল। আর আমার বিরুদ্ধে থানার দারোগাকে উসকে দিচ্ছিল।

৮ই সেপ্টেম্বর সকালে আমাকে হাতকড়া পরানো হয়েছিল। ৯ই সেপ্টেম্বর ছিল শনিবার। দুদিন লালিয়া থানায় কাটল। ১০ই সেপ্টেম্বর সকালে চিনিউটে এসি সাহেবের আদালতে আমার শুনানি হল। এসি সাহেব থানার দারোগার উপর খুব রাগান্বিত হলেন এবং রাগ করে কাগজপত্র ছুঁড়ে ফেললেন আর বললেন এটি কোন কেসই হয় না। কেস পুনরায় তৈরি করা হল এবং নানান বিতর্কের পর শেষমেশ সাত দিনের রিমান্ড দিয়ে দিল। আর কেনইবা দিবে না, তার উপর তো আগে থেকেই হুকুম দেয়া হয়েছিল। এরপর চিনিউট থানা হাজেতে আমাকে বন্দী রাখা হল। ১৬ই সেপ্টেম্বর আবার চিনিউট আদালতে আমাকে হাজির করা হল। কিন্তু আদালতে যাবার পর জানা গেল যে আজ থেকে রাবওয়াহতে রেসিডেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট-এর আদালত বসতে শুরু করেছে এজন্য আমার শুনানি ওখানে হবে। যাহোক আমাকে রাবওয়া আনা হল এবং সেখান থেকে আমি জামানতে মুক্তি পেলাম। (আলহামদুলিল্লাহ)

১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে রমযান শুরু হল, আর সে মাসেই কিছুদিন পর থেকে আমার বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হবার কথা ছিল। আদালতে ঘোরাঘুরির ফলে, তীব্র দুশ্চিন্তা আর কষ্টের কারণে আমার স্বাস্থ্য অনেক খারাপ হয়ে গিয়েছিল। যার কারণে আমি অনেকগুলো রোজাও রাখতে পারি নি। আর এভাবেই আমি আমার পরীক্ষা দিলাম। রমযানের পর ঈদ আসল আবার চলেও গেল। এরপর হঠাৎ একদিন, ২২ অক্টোবর আবার পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে নিতে আসল। আর এভাবেই ঠিক পাঁচ সপ্তাহ পর আমাকে আবার গ্রেফতার করা হল। গ্রেফতারের পর থানার দারোগা রাজা এনায়েত উল্লাহ্ সাহেব আমাকে তাঁর সাথে লালিয়া নিয়ে গেলেন আর তাঁর পক্ষ থেকে আমার সাথে সহমর্মিতা প্রদর্শন করলেন। বলতে লাগলেন, ভাই আমরা নিরুপায়, আপনার কোন সাহায্য করতে পারছিনা। আমার তো শুধু প্রভু প্রতিপালকের কাছ থেকেই সাহায্যের আশা ছিল আর তাঁর রহমতের প্রত্যাশী ছিলাম। ২২ অক্টোবর আমাকে রাবওয়া থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, এবার আমাকে পাঞ্জাব সরকারের হোম ডিপার্টমেন্ট এর সেক্রেটারির আদেশে গ্রেফতার করা হয়েছিল। যার দরুণ আমাকে ৯০ দিনের জন্য লাহোরের শাহী কেল্লায় নজরবন্দী রাখার নির্দেশ দেয়া হলো।

২২ অক্টোবর রাত লালিয়া জেলখানায় কাটল। সন্ধ্যায় জামেয়ার কিছু ছাত্র বন্ধু আমার জন্য খাবারদাবার নিয়ে আসল আর এভাবেই পরদিন সকালে নাস্তা ও অন্যান্য জরুরী জিনিসপত্র নিয়ে আসল। ২৩ অক্টোবর সকালে লালিয়া থেকে রাবওয়াহ চৌকিতে আনা হল, তারপর এখান থেকে লাহোর এর দিকে যাত্রা শুরু হল। সেসময় আমার হাতে হাতকড়া পরানো ছিল, আর জামেয়ার কিছু বন্ধু সেখানে উপস্থিত ছিল। আমার অদ্ভুত অবস্থা ছিল। আমার সহ্য হচ্ছিল না। বহু কষ্টে চোখের পানি ধরে রাখলাম। এখন আমি তিন মাসের জন্য রাবওয়াহ থেকে দূরে, নিজের প্রিয় খলিফা থেকে দূরে, নিজের বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে একটি অন্ধকার কুঠুরিতে কাটাব ..... হায়! তিন মাস তো দীর্ঘ সময়! না জানি ওখানে আমার সাথে কি ব্যবহার করবে এমন হাজারও চিন্তা মাথায় আসছিল। এদিকে জীপ লাহোরের দিকে অনেক জোরেশোরে ছুটছিল আর আমি প্রতি মুহূর্তে কেন্দ্র থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলাম। আমার প্রিয় ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ থেকে দূরে, কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন আর আমার প্রিয় সাথীদের সাথে বিচ্ছেদের দুঃখ প্রতিনিয়ত আমাকে পীড়িত করে যাচ্ছিল। আর এভাবেই ২৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় আমরা শাহী কেল্লায় পৌঁছে গিয়েছিলাম।

(চলবে)

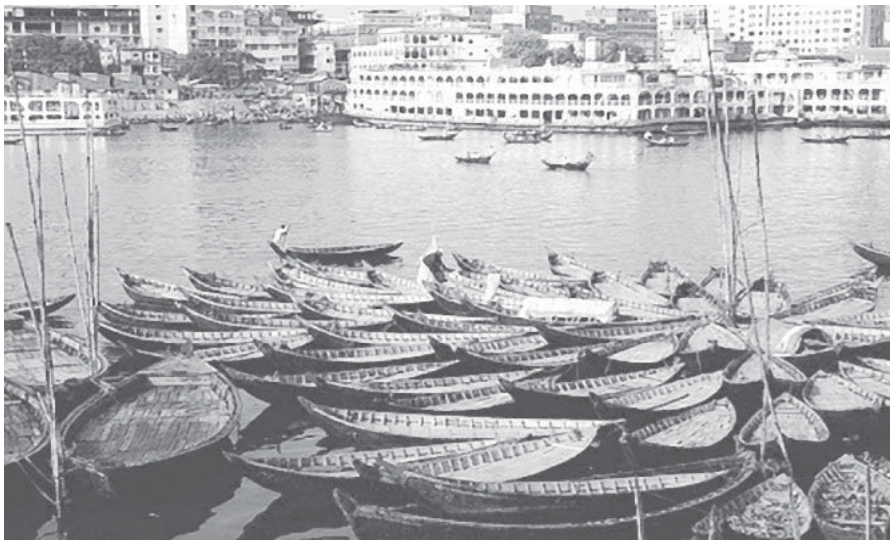

ভ্রমণ-
ঐতিহ্যের বুড়িগঙ্গায় কিছুক্ষণ

মাহমুদ আহমদ সুমন

ঢাকাবাসীর জন্য বুড়িগঙ্গা সব সময়ই প্রাণের উৎস। যখনই তারা বুড়িগঙ্গায় যায়, নতুন করে যেন প্রাণ ফিরে পায়। আর হোক তা যাতায়াত, হোক কর্মক্ষেত্রে বিচরণ, হোক বেড়ানো। যে উপলক্ষই হোক না কেন, সেখানে তাদের পদচারণা সবসময়ই রয়েছে। এই বুড়িগঙ্গার সঙ্গে জড়িয়ে আছে শত বছরের ইতিহাস, যাকে কেন্দ্র করে রাজধানী ঢাকা। আর সেই ঢাকাকে কেন্দ্র করে লক্ষ লক্ষ লোকের বসবাস।

ঈদ উপলক্ষ্যে বেশ কয়েক বছর পর বিলেত থেকে আমাদের শ্রদ্ধেয় তারেক ভাই দেশে আসলে নাদিম ভাই ও এটিএন নিউজের নাসের ভাই ভাবলেন, তারেক ভাইকে সাথে নিয়ে বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকা ভ্রমণে যাওয়ার। যদিও অনেক বছর থেকে ঢাকাতেই সবার অবস্থান, তারপরও বিভিন্ন কাজে ব্যস্ততার কারণে সুযোগই হয়ে ওঠে না বুড়িগঙ্গায় নৌকা ভ্রমণের। এছাড়া বিভিন্ন মিডিয়ায় বুড়িগঙ্গার দূষিত পানি নিয়ে যেভাবে নিউজ প্রচার করা হয়, সেগুলো শুনে বিনোদনের জন্য কিছুটা সময় সেখানে কাটাতে কারো ভালো না লাগারই কথা। সে যাহোক, নাসের ও নাদিম ভাইয়ের যেমন ভাবা তেমনি কাজ, নামাজের পর নাদিম ভাই বললেন, সুমন ভাই, সময় থাকলে চলেন। আমি বললাম কোথায়? তিনি বললেন, তারেক ভাইকে সাথে নিয়ে বুড়িগঙ্গায় নৌকা-ভ্রমণে যাব, আমি বললাম ঠিক আছে। সঙ্গে আরো কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে আমরা শুক্রবার জুমুআর নামায শেষ করে বকশী বাজার এলাকা থেকে সবাই রিক্সা যোগে প্রথমে বুড়িগঙ্গার সোয়ারি ঘাটে পৌঁছি। রিক্সা থেকে নেমে জসিম ও টিপু ভাই নৌকায় খাওয়ার জন্য কিছু খাবার কিনলেন। ওদিকে নাসের ও নাদিম ভাই কয়েক ঘন্টার জন্য বড় একটি নৌকা ভাড়া করলেন। নৌকা চলা শুরু করলো, সবাই আনন্দ উপভোগ করছি। দেখলাম তারেক ভাইও বেশ আনন্দ পাচ্ছেন, বিভিন্ন দৃশ্য মোবাইলে ধারণ করছেন আর নাসের ভাই সেলফি তুলতে ব্যস্ত।

একদিকে সবাইকে সাথে নিয়ে এই নৌকা ভ্রমণ যখন আমাকে অনেক আনন্দ দিচ্ছে, অপর দিকে এই ভেবে কষ্টও হচ্ছে যে, এই নদীর তীরেই বাংলাদেশের রাজধানীর অবস্থান, আর সেই নদীর অবস্থা আজ ক্রমশ: নাজুক থেকে নাজুকতর হচ্ছে। ঢাকা শহরের চাপ আর নিতে পাচ্ছে না এই নদী। রাজধানীর অধিকাংশ আবর্জনা গিয়ে পড়ছে এই বুড়িগঙ্গায়। পরিবেশ অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী, ঢাকার গৃহস্থালী ও কল-কারখানার সাত হাজার টনেরও বেশি বর্জ্যের ৬৩ ভাগ বিভিন্নভাবে বুড়িগঙ্গায় গিয়ে পড়ে, যার ফলে উজানে বুড়িগঙ্গার কামরাঙ্গীরচর, খুলামারিঘাট, সদরঘাট, সোয়ারী ঘাট, পোস্তগোলায় দূষণের হার বেশি। এসব আবর্জনা বন্ধ করতে পারলেই বুড়িগঙ্গা ফিরে পাবে আগের রূপ ও ঐতিহ্য। তবে বর্ষা মৌসুমে নদী ভরাট থাকে বলে পানিও অনেকটা পরিস্কার, নৌকা ভ্রমণে আসে বাড়তি আনন্দ। বর্ষার রূপ যেমন আলাদা, তেমনি বর্ষায় বুড়িগঙ্গার নিজস্ব একটা রূপ থেকেই যায়। বুড়িগঙ্গার অস্তিত্ব নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুললেও এখন পর্যন্ত দমাতে পারে নি এর উত্তাল যৌবন। দখল হয়েছে এর কিছু অংশ, তবু আশার আলো এখনো নিভে যায় নি। হতাশায় নিমজ্জিত হই নি আমরা। যতটুকু রয়েছে, সেটুকুর জন্য ঢাকাবাসীর চেষ্টায় আন্তরিকতা রয়েছে বলেই আজও বুড়িগঙ্গা উত্তাল। আজো তার আকর্ষণে দূর-দূরান্ত থেকে হাজারো মানুষ একটু বিনোদনের জন্য ছুটে আসে তার বুকে।

বিকেল বেলায় রাজধানীর নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার বিনোদন এই নদীকে ঘিরে। বুড়িগঙ্গা রক্ষায় হয়েছে সামাজিক আন্দোলন, নাগরিক আন্দোলন এবং সরকারের নানামুখী পদক্ষেপ। পরিবেশ রক্ষা ও দূষণ কমাতে এ নদী সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে বলেই আজ আমরা নদীতে অবগাহন করতে পারছি। নদীতে বিনোদন পেতে নৌকায় করে বেড়াতে পারছি। তাই যারাই প্রাণের বুড়িগঙ্গাকে রক্ষার জন্য সংগ্রাম করছেন, তাদের প্রতি রইল আমাদের শুভকামনা।

প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ বুড়িগঙ্গা পারাপার হয়। এই বুড়িগঙ্গাই লাখো মানুষের জীবনের চলাচল ও অর্থনৈতিক অবলম্বন। সোয়ারী ঘাটের যেখান থেকে নৌকায় আমরা উঠেছি, সেটি কামরাঙ্গীরচর খোলামুড়া ঘাট এলাকা। এখান দিয়েই প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ পারাপার হচ্ছে। এপারে কামরাঙ্গীরচর আর ওপারে কেরাণীগঞ্জ, মাঝখানে উত্তাল বুড়িগঙ্গা। আমরা জানি, একটা সময় বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বাহন ছিল নৌকা। নৌকা নিয়েই দূর-দূরান্তে ভ্রমণ করতেন দেশের সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরা। কালের পরিক্রমায় বিলীন

ছবির বাঁ দিক থেকে নাসের, জসিম উদ্দিন, লেখক, আহমদ তারেক মুবাশ্বের, মোহাম্মদ নাদিম, নাসের আহমদ, নাসিরুদ্দিন টিপু এবং মামুনুল হক।

হয়েছে দেশের বহু নদী। একইসঙ্গে হারিয়ে গেছে নৌকা। তবে দেশের কয়েকটি অঞ্চলে যোগাযোগের জন্য এখনও নৌকা দেখা যায়। কোথাও কোথাও ঐতিহ্যবাহী ছোট পাল তোলা নৌকায় ভ্রমণের দৃশ্যও চোখে পড়ে।

নাদিম ভাই বুড়িগঙ্গার এপার- ওপারের বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা দিচ্ছেন। কেননা নদীর ওপারে কেরানীগঞ্জে তার বাড়ী। সুমন ভাই জানেন, একসময় এই ঢাকা নগরের প্রাণ ছিল বুড়িগঙ্গা। বুড়িগঙ্গা নিয়ে আমার অনেক স্মৃতি। সেইসব স্মৃতি আমাকে প্রবলভাবে তাড়িত করে। জন্মসূত্রে আমি পুরান ঢাকার বাসিন্দা। একটু বুঝার পর থেকেই বুড়িগঙ্গায় যাতায়াত। ছোটবেলায় নৌকা চড়ে বিভিন্ন স্থানে যেতাম। তখনকার বুড়িগঙ্গা আর তার জল জুড়িয়ে দিতো প্রাণ। গাঙচিলের দেখা কতই না মিলত, জেলেরা কত প্রকারেরই না মাছ ধরত, দেখতে অনেক ভাল লাগত। পালতোলা বড় বড় নৌকা সেসময় চোখে পড়ত অহরহ। আর বুড়িগঙ্গায় চলতে চলতে এসব স্মৃতি আমাকে আচ্ছন্ন করত। আজকের দিনে বুড়িগঙ্গায় এসব একবারেই দুর্লভ। সে এক অদ্ভুত সময় ছিল।

আমরা খোলামুড়া ঘাটে গিয়ে গরুর খাঁটি দুধের চা পান করলাম। চা বেশ ভাল ছিল। ঐদিকে মামুনুল হক ও নাসের ভাই পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী গরম গরম বাখরখানি ও মিষ্টি নিয়ে আসল নৌকায় খাওয়ার জন্য। নৌকাতে বিকেলের নাস্তা খুব ভালো ভাবেই শেষ করলাম। আসরের সময় নৌকাতেই বাজামাত নামায আদায় করলাম। এদিকে তারেক ভাই বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন, কেননা ৬টায় নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুরু হবে। প্রতি সপ্তাহের এ খুতবায় তিনি আমাদেরকে আধ্যাত্মিক চিকিৎসাপত্র প্রদান করেন।

কিছুক্ষণ নৌকায় কাটিয়ে আবার ফিরে এলাম সোয়ারী ঘাটে। রিক্সায় চড়ে সবাই যথাসময়ে বকশী বাজারে ফিরে আসি। সবাই মিলে মসজিদে বসে হুযূর (আই.) কর্তৃক প্রদত্ত জুমুআর খুতবা এম.টি.এ-এর মাধ্যমে সরাসরি শ্রবণ করি। হুযূর (আই.) তাঁর খুতবায় বিশ্বের বর্তমান ভয়াবহ অবস্থার এক চিত্র তুলে ধরেছেন আর সেই সাথে এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে রক্ষার জন্য আমাদেরকে দোয়ার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। খুতবা একাংশে হুযূর (আই.) বলেন, 'খোদার মজবুত দুর্গে আশ্রয় নেয়ার জন্য আমাদের দোয়া এবং যিকরে এলাহী শুধু অব্যাহত রাখা নয় বরং তা বৃদ্ধি করতে হবে। যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, পাকিস্তানে সব আহমদীর দায়িত্ব হল দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা। যারা মনে করে যে, তাদের জন্য সরাসরি কোন হুমকি নেই, এ বিষয়টি তাদেরকে দোয়ার প্রতি অলস করে দিয়েছে এবং দোয়ার প্রতি তাদের পূর্ণ মনোযোগ নেই। তাদেরকেও স্মরণ রাখতে হবে যে, তাদের জীবনেও এমন পরীক্ষার সময় বা যুগ আসতে পারে। তাই যদি নিজেদের ঈমান রক্ষা করতে হয়, তবে তাদেরকেও খোদা তা'লার আশ্রয়েই আসতে হবে। তাই এমন পরিস্থিতি দেখা দেয়ার পূর্বেই দোয়ার প্রতি মনোযোগ দিন। আর আমি যেভাবে বলেছি, এখন যদি বাহ্যত কারো জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য থেকেও থাকে, তবুও দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য এক বিশেষ বেদনার সাথে সেই সকল আহমদী ভায়ের জন্য দোয়া করুন, যারা সমস্যা কবলিত এবং বিপদগ্রস্থ। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জামা'তী দুশ্চিন্তাও দূর করুন এবং ব্যক্তিগত সমস্যাবলীও দূরীভূত করুন।'

শেষে এটাই বলব, যতটুকু সময় নৌকায় ছিলাম, বেশ ভালই কেটেছে। বুড়িগঙ্গা আমাদের প্রাণ, নদীর একটু ছোঁয়া পেতে আমরা প্রায় সবাই দূরদূরান্তে ছুটে যাই। দূরদূরান্তে না গিয়ে বুড়িগঙ্গায় যেতে পারি। তাই আসুন! আমরা এর রক্ষণাবেক্ষণে আরো সচেতন হই। আগামী দিনের মানুষের জন্য আরো সুন্দর পরিবেশ রাখার প্রত্যয়ে বুড়িগঙ্গাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করি।

কিভাবে যাবেন: রাজধানী ঢাকার যে কোন স্থান থেকে গুলিস্তান এসে ঘোড়ার গাড়ী বা বাস-রিক্সা যোগে সদরঘাট অথবা ঢাকা মেডিকেল কলেজ মোড় থেকে রিক্সা যোগে শোয়ারীঘাট যেতে পারেন।

খরচ যা হবে: এখানে ঘণ্টা হিসেবে নৌকা ভাড়া পাওয়া যায়। প্রতি ঘন্টা নৌকাভ্রমণে ভাড়া পড়বে ৩০০-৪০০ টাকা। ২৫-৩০ জনের বেলায় ২ঘন্টার জন্য ট্রলার ভাড়া নিতে পারেন, সে ক্ষেত্রে গুনতে হবে ১৫০০-২০০০ টাকা।

সংবাদ

কোড্ডায় মজলিস আনসারুল্লাহর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

কোড্ডা মজলিস আনসারুল্লাহ তবলীগ খাস কমিটির উদ্যোগে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মহান জীবনাদর্শের উপর এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। আজ ১৫ জুলাই শনিবার কোড্ডা ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনের দ্বারা নির্মিত মসজিদে মাহমুদে এই মহতী জলসার কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামী জলসায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট, বাসুদেব ইউনিয়ন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার গাজী মাজহারুল খোকন। সভায় কুরআন তেলাওয়াত করেন এজাজ আহমদ ভূঁইয়া, নযম পরিবেশন করেন এনামুল হক ইন্টু ও তৌফিক আহমদ ভূঁইয়া। বিষয় ভিত্তিক বক্তৃতা পর্বে বক্তৃতা করেন, জেনারেল সেক্রেটারী এনামুল হক ইন্টু, বিষ্ণুপুর মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র যয়ীম, সাপ্তাহিক প্রতাপ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক আমীর মাহমুদ ভূঁইয়া, মোয়াল্লেম আবদুল হাকিম, রিজিওনাল নাযেম মোশারফ হোসেন, আঞ্চলিক মুরুব্বী মওলানা শামসুদ্দীন মাসুম।

পরে সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়। সভায় মেহমানদের আপ্যায়নের সুব্যবস্থা ছিল। অনুষ্ঠানে আনসার ৩৬, আতফাল ও খোদ্দাম ৩৫, লাজনা ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

তসলিম আহমদ

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে বিভিন্ন জামাতে মসীহ্ মওউদ (আ.) দিবস উদযাপিত হয়

শালসিড়ী

গত ২৪ মার্চ ২০১৭ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া শালসিড়ীর উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় কায়েদ জনাব নূরুদ্দীন আহমদ সুমন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব রাহুল আলি। উর্দু নযম পেশ করেন জনাব মুনিব আহমদ দেওয়ান (রাহাত)। বক্তৃতা পর্বে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের পটভূমি, বংশ পরিচয় ও বাল্যকাল, দাবির পূর্ববর্তী জীবন, যুগের কয়েকটি লক্ষণ এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কর্মময় জীবন বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন। সেখানকার স্থানীয় মোয়াল্লেম সেলিম আহমেদ কাজল সাহেব সম্পূর্ণ বিষয়টির পটভূমি সহ উক্ত দিবসের গুরুত্ব আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট মৌলবি ইসরাইল দেওয়ান সাহেব দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। এ অনুষ্ঠানে মোট ২৬২ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম হাফিজ

ভাতগাঁও

গত ২৪ মার্চ ২০১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ ভাতগাঁও মসজিদে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব আব্দুর রশিদ, প্রেসিডেন্ট ভাতগাঁও। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন শামস্ বিন তারেক। বাংলা নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ আব্দুল করিম, যয়ীম আনাসারুল্লাহ। বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মৌলবী নুরুল ইসলাম, মোয়াল্লেম ভাতগাঁও। মোহাম্মদ মনির হোসেন খান সেক্রেটারী তবলীগ, ভাতগাঁও। সবশেষে সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন। দোয়ার মাধ্যমে উক্ত দিবসের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। এতে মোট উপস্থিত ছিলেন ৮৭ জন।

মোহাম্মদ আব্দুর রউফ

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে বিভিন্ন জামাতে খিলাফত দিবস উদযাপিত হয়

নারায়ণগঞ্জ

গত ২৭ মে ২০১৭ তারিখ রোজ শনিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ-এর উদ্যোগে খেলাফত দিবস পালন করা হয়। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত ও তরজমা করেন জনাব সিকদার সানী আহমদ। উদ্বোধনী দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম সভাপতি সাহেব, স্থানীয় আমীর। এরপর উর্দু নযম পেশ করেন জনাব কাউসার আহমদ ভুঁইয়া। কবিতা আবৃত্তি করেন জনাব জাফর আহমদ প্রধান। 'খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা পাটোয়ারী সাহেব। 'খলীফা বা ইমামের আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মইন উদ্দিন আহমদ। 'খলীফা আল্লাহ্ নির্বাচন করেন' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম মৌলানা তাহের আহমদ, মুরব্বী সিলসিলা। বাংলা নযম পেশ করেন জনাব সাকিব আহমদ তাপস। সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি মোহতরম ফজল মাহমুদ সাহেব, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ। সবশেষে সভাপতি সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৯২ জন উপস্থিত ছিলেন।

ফজল মাহমুদ

সুন্দরবন

গত ২৭ মে ২০১৭ তারিখ রোজ শনিবার বাদ আসর আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবনে মহান খেলাফত দিবস পালন করা হয়। উক্ত জামাতের আমীর মোহতরম এস.এম. রেজাউল করিম সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব এস.এম. রজব আলী সাহেব। নযম পরিবেশন করেন জনাব জি.এম. সাব্বির আহমদ। অতঃপর বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়। বক্তৃতা করেন মোহতরম মাওলানা খোরশেদ আলম, মোয়াল্লেম শেখ আব্দুল ওয়াদুদ ও সুজন আহমদ তরফদার। খেলাফতের বিভিন্ন দিক নিয়ে তারা আলোচনা করেন। সভাপতি সাহেব খেলাফতের বিষয় নিয়ে সমাপনী বক্তৃতা দেন এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সর্বমোট ১১০ জন সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

জি.এম. রইসউজ্জামান

তেরগাতী

গত ২৭ মে ২০১৭ তারিখ রোজ শনিবার তেরগাতী মসজিদ প্রাঙ্গনে খেলাফত দিবস পালন করা হয়। বাদ আসর ৫.৪০ হতে ৭.১০ পর্যন্ত উক্ত সভা চলে। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী, প্রেসিডেন্ট-তেরগাতী জামাত। উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব আফজাল আহমদ ইয়াছিন। খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ, খলীফা আল্লাহ্ তা'লা নির্বাচন করেন ইত্যাদি বিষয়ে স্থানীয় বক্তাগণ বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব সৈয়দ তোফায়েল আহমদ, জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, জনাব মাওলানা নাবিদ আহমদ লিমন সাহেব, জনাব আফজাল আহমদ এবং জনাব নুরুল ইসলাম। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে মোট ৫৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়দ তোফায়েল আহমদ

সিলেট

গত ২রা জুন ২০১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সিলেট-এর উদ্যোগে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাসায় খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ ইকবাল চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট, সিলেট। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব মাহমুদ আহমদ। নযম পরিবেশন করেন জনাব তানভীর আহমদ প্রান্ত। এরপর আহমদীয়া খেলাফতের সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন জনাব মোহাম্মদ ফাহিম ইকবাল। খেলাফতের কল্যাণ এই বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব গোলাম গাউস চৌধুরী। খলীফার আনুগত্য ও যুগ খলীফার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব শরীফুল হক মিশু। সবশেষে 'খেলাফত দিবস কী ও আমাদের করণীয়' এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেন জনাব মৌলবী মুহাম্মদ আমীর হোসেন, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। পরিশেষে মোয়াল্লেম সাহেবের ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ ইকবাল চৌধুরী

বিভিন্ন জামাতে মুসীয়ান সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বানিয়াজান

গত ২৬ মে ২০১৭ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বানিয়াজানে ১ম মুসীয়ান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলন বাদ জুমুআ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে জনাব মোফাজ্জল হোসেন সাহেবের সভাপতিত্বে শুরু হয়। জনাব মোহাম্মদ রুহুল বারী, মুরব্বী সিলসিলাহ্ 'ওসীয়্যতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' তুলে ধরেন। সভাপতি সাহেবের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলন শেষ হয়। সম্মেলনে ৬ জন ওসীয়্যতকারীসহ মোট ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে উক্ত অনুষ্ঠান শেষে ৭ জন নতুন ওসীয়্যত করেছেন। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে ওসীয়্যত সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

মোহাম্মদ রুহুল বারী

ভাতগাঁও

গত ২৬ মে রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ, ভাতগাঁও মসজিদুল মাহদীতে দিন ব্যাপী মুসীয়ান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে মৌলবী শাহ আলম খান, মোয়াল্লেম সাহেব অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ভাতগাঁও জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুর রশীদ সাহেবের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌলবী শামীম আহমদ, মোয়াল্লেম ডোহান্ডা জামাত। প্রথম পর্বে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর 'আল ওসীয়্যত' পুস্তকের আলোকে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন মৌলবী শাহ আলম খান। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মোবাশ্বেরুল ইসলাম প্রধান তপু, সেক্রেটারী ওসীয়্যত-ভাতগাঁও। এরপর পাঠচক্রাকারে পুস্তকটির ২৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়া হয়। দ্বিতীয় পর্বে ওসীয়্যতকারীদের অভিজ্ঞতামূলক বক্তব্য শুনা হয় এবং দর্শক শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। এ পর্বে যারা ওসীয়্যত করতে আগ্রহী তাদের উৎসাহিত করা হলে ২ জন পুরুষ ও ৮ জন তাদের নাম পেশ করেন। উক্ত সম্মেলনে ভাতগাঁও জামাত হতে ৪ জন পুরুষ ও ৬ জন মহিলা, হেলেঞ্চাকুড়ি হতে ৩ জন পুরুষ, ডোহান্ডা হতে ১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা এবং জগদল হতে ১ জন মহিলা ওসীয়্যতকারীসহ মোট ১৬ জন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া আমন্ত্রিত আগ্রহী সদস্য ছিলেন ১৫ জন।

মোবাশ্বেরুল ইসলাম প্রধান

গাজীপুর

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযল ও করুণায় অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যের সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, গাজীপুর-এ গত ৩ জুন রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মুসীয়ান সম্মেলন, ২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মহিবুর রহমান। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব আতিকুর রহমান। নযম পাঠ করেন জনাব কবির আহমদ সাহেব। ওসীয়্যতের রিপোর্ট পেশ করেন শেখ আল মাহমুদ, সেক্রেটারী ওসীয়্যত, গাজীপুর। ওসীয়্যত কি? ওসীয়্যতের উদ্দেশ্য ও করণীয়, ওসীয়্যতের নিয়ম কানুন প্রভৃতি বিষয়ের ওপর বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে জনাব কবির আহমদ, জনাব ইকবাল আহমদ এবং জনাব ইকরামুল হক সাহেব। এবং ওসীয়্যতের গুরুত্ব ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আকাঙ্খা যা আমাদের কাছে তিনি (আ.) আশা পোষণ করেছেন এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মোয়াল্লেম কামরুল ইসলাম প্রদান সাহেব। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মোয়াল্লেম কামরুল ইসলাম প্রধান। উক্ত অনুষ্ঠানে ২২ জন মুসীয়ানসহ প্রায় ৫০ জন সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে সভাপতির ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম প্রধান

বিভিন্ন জামাতে নও-মুবাঈন সম্মেলন অনুষ্ঠিত

খুলনা

গত ২৬ মে ২০১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত খুলনার নও মুবাঈনদের নিয়ে দারুল ফযলস্থ কমপ্লেক্সে দুই পর্বে নও মুবাঈন সম্মেলন-২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। প্রথম অধিবেশন চলে ১০.৩০ মিনিট হতে ১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত। দ্বিতীয় অধিবেশন দুপুর ২.৩০ মিনিট হতে ৩.৩০ মনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব হাসিব আহসান রতন। অধিবেশনের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন-জনাব মুহাম্মদ মিজানুর রহমান। এরপর সভাপতি সাহেব দোয়া পরিচালনা করেন। অতঃপর আগত সকল নও মুবাঈন ও মেহমান তাদের পরিচয় তুলে ধরেন। 'আমি কেন আহমদী হলাম' এই বিষয়ে নও মুবাঈনদের মধ্য হতে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে; জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ, ডা: মুহাম্মদ শাহ আলম, জনাব মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব এবং জনাব মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন চৌধুরী। এরপর একজন জেরে তবলীগ মেহমান মাওলানা দেলোয়ার হোসেন "কেন তিনি আহমদী হতে চান" এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

নও মুবাঈন ও জেরে তবলীগি মেহমানের বক্তব্যের পর নসিহতমূলক বক্তৃতা করেন; মাওলানা রইস আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ ও জনাব এস.এম. আনসার উদ্দিন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনা। দুপুরের খাওয়া ও জুমুআর

নামাযের পর প্রশ্নোত্তর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের নসিহতমূলক বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে নও মুবাঈন সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৬৩ জন নও মুবাঈন উপস্থিত ছিলেন।

এস.এম. আনসার উদ্দীন

লাজনা ইমইল্লাহ্ আহমদনগর

গত ৬ মে ২০১৭ তারিখে দিনব্যাপী নও মোবাঈন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। কুরআন তিলাওয়াত করেন নও মোবাঈন নাসেরাত মর্জিনা বেগম। প্রথমে নও মোবাঈনদের সিলেবাস অনুযায়ী ক্লাস নেয়া হয়। তারপর বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হয়। নামায, পর্দা, দোয়া ও বয়আতের শর্ত সম্পর্কে আলোচনা করেন মিলা পাটোয়ারী। ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদ ও চাঁদার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন আমাতুস সামী। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে উক্ত সেমিনারের সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ১৬ জন নও মোবাঈন ও ৬ জন লাজনা উপস্থিত ছিল।

মিলা পাটোয়ারী

বিভিন্ন জামাতে তালীম-তরবিয়তীমূলক বিভিন্ন ক্লাস অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুর

গত ২৩ ও ২৪ মে লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুরের উদ্যোগে ২দিন ব্যাপী তালিম ও তরবিয়তী ক্লাস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের ১ম অধিবেশন ২৩ মে সকাল ১০.৩০ মিনিটে মিসেস মোস্তারিনা আকতার, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুর এর সভাপতিত্বে উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া ও আহাদনামা পাঠ, হাদীস পাঠ ও নযম পরিবেশন করেন যথাক্রমে সাজেদা আকতার, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুর, আমাতুর মাজিত ও সালেহা আকতার। এরপর কুরআন, ক্বাসীদাহ্ ও তরবিয়তী ক্লাস চলে ১.৩০ মিনিট পর্যন্ত। যোহর ও আসর নামায ও খাওয়ার বিরতির পর ২য় অধিবেশনে উন্মুক্ত আলোচনা, তবলীগ, দোয়া এবং উর্দু ক্লাস হয় বিকাল ৬.৩০ মিনিট পর্যন্ত। পরদিন ২৪ মে সকাল ১০.৩০ মিনিটে ৩য় অধিবেশন শুরু হয় প্রেসিডেন্ট সাহেবার সভাপতিত্বে। কুরআন তিলাওয়াত করেন আমাতুর মজিত। যোহর-আসর এর নামায ও খাওয়ার বিরতির পর ৪র্থ ও সমাপ্তি অধিবেশনে তরবিয়তী, তবলিগী দোয়া ও উর্দু ক্লাস এবং পরীক্ষা নেয়া হয় ৬টা পর্যন্ত। এরপর পুরস্কার বিতরণ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক ভাষণ, সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে ২ দিন ব্যাপী স্থানীয় তালিম তরবিয়তী ক্লাসের সমাপ্তি হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ১৬ জন উপস্থিত ছিল।

আমাতুল মজিদ

উথলীতে নাসেরাত দিবস

গত ২০ মে ২০১৭ তারিখে উথলীতে ৩য় বারের মত নাসেরাত দিবস অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় লাজনার প্রেসিডেন্ট মোহতরমা মোছা: সেলিনা আক্তার এবং জেনারেল সেক্রেটারী মোহতরমা আমাতুল হাফিয সিথি। অনুষ্ঠানে নাসেরাতদের মাঝে প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল, লিখিত পরীক্ষা, নযম, কুরআন তিলাওয়াত, কাসিদা ও খেলাধূলা। এরপর জুমুআর নামাযের পর কুইজ খেলা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৬ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিল। এরপর বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করা হয়।

সেলিনা

সিলেট

পবিত্র মাহে রমযান উপলক্ষ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামাত সিলেটের উদ্যোগে ১লা রমযান হতে ২০ রমযান পর্যন্ত তালিম তালিম তরবিয়তী ক্লাসের আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্লাস প্রতিদিন বিকাল ৪টা হতে ৬টা পর্যন্ত ২টি ক্লাস হতো। উক্ত ক্লাসগুলোতে কুরআন নাযেরা শেষ পারা এবং ১০টি সূরা মুখস্ত, হাদীস, দোয়া ও ইলহাম, মাসলা-মাসায়েল ও দ্বীনি মালুমাত সহ নামায শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে পাঠদান করা হয়েছে। উক্ত ক্লাসে খোদ্দাম, আতফাল, আসেরাত ও মাঝে মাঝে লাজনা আনসারগণ অংশ নিয়েছেন। গড়ে ১৫-১৬ জন উপস্থিত ছিল। ক্লাস শেষে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে এবং পুরস্কৃত করা হয়েছে। সর্বমোট ১৬ জন পরীক্ষায় অংশ নেন। ক্লাস পরিচালনা করেন শরিফুল হক মিশু, মাহমুদ আহমদ ও খাকসার মুহাম্মদ আমীর হোসেন। আল্লাহ্‌র ফযলে এবারকার ক্লাসে অংশগ্রহণ ও পড়ার মান অনেকটা ভাল হয়েছে। সকলে আগ্রহ ভরে যোগদান করেছেন। এটি অত্র জামাতের ৭ম তালিমী সভা ছিল। উল্লেখ্য, ক্লাসের পাশাপাশি দরসে কুরআন ইফতার ও তারাবীতে তারা অংশ নিয়েছে। প্রত্যেক বাড়িতে একটি আমপারা ও সিলেবাস দেয়া হয়েছে নিয়মিত পড়াশুনার জন্য স্থানীয় প্রেমিডেন্ট-এর বাসাতে এ ব্যবস্থা ছিল।

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

আহমদনগরে নাসেরাত দিবস

গত ১৩ মে ২০১৭ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে দিনব্যাপী নাসেরাত দিবস পালিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। দুটি অধিবেশনের প্রতিটি কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। এরপর হাদীস পাঠ, নযম ও দোয়া পরিচালনা করা হয়। ১ম অধিবেশনে কুরআন তিলাওয়াত, আরবী কাসিদা এবং বক্তৃতা প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। খাওয়ার পরে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে নাসেরাত দিবসের সমাপ্তি হয়। উক্ত দিবসে ৪৫ জন নাসেরাত ও ১০ জন লাজনা উপস্থিত ছিলেন।

মিলা পাটোয়ারী

বিভিন্ন জামাতের উদ্যোগে ওয়াকফে নও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঘাটুরা

গত ৩, ৪ ও ৫ মে রোজ বুধা, বৃহস্পতি ও শুক্রবার ৩ দিন ব্যাপী স্থানীয় ওয়াকফে নও সম্মেলন ২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার বাদ মাগরিব উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও মোহতরম হালিম আহমদ হাজারী সাহেব। ওয়াকফে নও শিশুদের তালিম ক্লাস ছাড়াও ৪ মে বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব ওয়াকফে নও পিতামাতাদের নিয়ে ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, বাংলাদেশ দিক নির্দেশনামূলক সভা করেন।

৫ মে শুক্রবার বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ জুমুআ সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। সভপতিত্ব করেন মোহতরম হালিম আহমদ হাজারী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম মোস্তাক আহমদ খন্দকার সাহেব, আঞ্চলিক ওয়াকফে নও সেক্রেটারী। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট মোহতরম মুহাম্মদ মুসা মিয়া সাহেব, এবং মুরুব্বী সিলসিলাহ শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম সাহেবও এতে উপস্থিত ছিলেন। ২০ জন ওয়াকফে নও এবং প্রায় ৩০ জন মা-বাবা এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

এস.এম. ইরফান

খুলনা

গত ২৪ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৫ দিন ব্যাপী ১৯তম বার্ষিক খুলনা বিভাগীয় ***Ô qvK‡d bl Õ***সম্মেলন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবনের 'বায়তুস্ সালাম' মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। ২৪ ফেব্রুয়ারী সকাল ৯ টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন ওয়াকফে নও সন্তান মুহাম্মদ রাকিবুল হাসান এবং নযম পাঠ ওয়াকফে নও সন্তান গাজী তাহের আহমদ, সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় সেক্রেটারী 'ওয়াকফে নও' জনাব এস.এম. রবিউল ইসলাম সাহেব। নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন স্থানীয় জামাতের আমীর জনাব এস.এম. রেজাউল করিম সাহেব। অতঃপর মাওলানা খোরশেদ আলম সাহেব নসিহতমূলক আলোচনা করেন ও মোয়াল্লেম শেখ আব্দুল ওয়াদুদ সাহেব।

৫ দিন ব্যাপী ওয়াকফে নও এই সম্মেলনে প্রতিদিন বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায থেকে শুরু করে রাত ৮টা পর্যন্ত নির্ধারিত প্রোগ্রাম মোতাবেক তালিম-তরবিয়তী ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। তালিম তরবিয়তী ক্লাসে শিক্ষক হিসাবে শিক্ষাদান করেন মাওলানা খোরশেদ আলম সাহেব, মাওলানা সালেহ্ আহমদ সাহেব, মোয়াল্লেম শেখ আব্দুল ওয়াদুদ সাহেব, মোয়াল্লেম জাহাঙ্গীর হোসেন, মোয়াল্লেম জনাব হাসান আহমদ সাহেব, প্রতিদিন বাদ মাগরিব ওয়াকফে নও ও উপস্থিত পিতা-মাতাদের উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন নসিহতমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব হালিম আহমদ হাজারী সাহেব।

বক্তব্যের বিষয় ছিল ওয়াকফে নও শিশু পিতা মাতাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা, মাওলানা খোরশেদ আলম 'মালী কুরবানীর গুরুত্ব' সম্পর্কে আলোচনা করেন, মোয়াল্লেম শেখ আব্দুল ওয়াদুদ সাহেব বক্তব্যের বিষয় ছিল 'নামাযের গুরুত্ব'। ওয়াকফে নওদের তালিম ও তরবিয়তী ক্লাসের শেষে উপস্থিত ওয়াকফে নওদের মধ্যে তিলাওয়াতে কুরআন, নযম, দ্বীনি মালুমাত, বক্তৃতা, কুইজ, পয়গামে রেসানী, খেলাধূলা ইত্যাদি বিষয়ে এবং পিতা-মাতাদের মধ্যে দ্বীনিমালুমাত বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারী নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন মাওলানা খোরশেদ আলম সাহেব, শুকরিয়া জ্ঞাপন ও নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন বিভাগীয় সেক্রেটারী ওয়াকফে নও এস.এম. রবিউল ইসলাম, খুলনা বিভাগ। নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন স্থানীয় আমীর এস.এম. রেজাউল করিম সাহেব।

অতঃপর সভাপতি ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব হালিম আহমদ হাজারী সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ, পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ৫ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত ১৯তম বার্ষিক ওয়াকফে নও সম্মেলনে সুন্দরবন, খুলনা, মীরগাং, ভেটখালী, সাতক্ষীরা জামাতের ৫১ জন ওয়াকফে নও, ২৪ জন পিতা ৪৮ জন মাতা উপস্থিত ছিলেন।

এস.এম. রবিউল ইসলাম

ড্রাইভার আবশ্যক

একজন ড্রাইভার নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ করা হবেঃ

১. আগ্রহী প্রার্থীকে কয়েক বছরের প্রাইভেট গাড়ি চালনার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ট্রাফিক আইন ও সিগনাল এবং গাড়ির ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে পর্যাপ্ত ধারণা থাকতে হবে।

২. বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।

৩. গাড়ি নিয়মিত পরিষ্কার পরিছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণের মানসিকতা থাকতে হবে।

৪. শিক্ষাগত যোগ্যতা: নূন্যতম এস.এস.সি।

৫. বয়স: ২৫ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

৬. চাকুরি দাতার বাসার আশেপাশে থাকার মনমানসিকতা থাকতে হবে। (প্রয়োজনে বাসা পেতে সাহায্য করা হবে)।

৭. বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগ: **সোহেল আহমদ**
সস্তাপুর, ফতুল্লা, নরায়ণগঞ্জ
(অতিশীঘ্র যোগাযোগ করুন)
মোবাইল: ০১৮১৬৩২৭০৪৫, ০১৮৪৪১৪৮১২৪

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি, আমার বড় ভাই মোহাম্মদ বশির আহমদ গত ০১ জুন ২০১৭ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭.৪০ মিনিটে আয়েশা মেমোরিয়াল হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

তিনি স্ত্রীসহ, দুই ছেলে, দুই মেয়ে এবং বহু নাতি-নাতিনী রেখে যান। আমার মা আজো বেঁচে আছেন। আমরা মোট ৫ ভাই ও ৫ বোন। মরহুমের বাবার নাম মোহাম্মদ হোসেন গনি যিনি একজন দরবেশ ছিলেন। মরহুম নিয়মিত নামায পড়তেন এবং প্রতি শুক্রবার মসজিদে এসে জুমুআর নামায আদায় করতেন। তিনি মারা যাওয়ার আগে নিজের সমস্ত চাঁদা আদায় করেন। তিনি সব সময় এম.টি.এ-এর প্রোগ্রাম দেখতেন এবং জামাতের সকলের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। মরহুমের আত্মার মাগফেরাত ও পরিবারের সবার জন্য সকল আহমদী সদস্য-সদস্যার নিকট বিনীত দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন আহমদ (মাস্তান)

চিকুনগুনিয়া রোগের প্রতিষেধক

বর্তমান সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে মানুষ চিকুনগুনিয়া রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এ রোগের চিকিৎসা হিসেবে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) কিছু হোমিও ঔষধ প্রদান করেছিলেন। সেগুলো হলো–

1. Bryonia-200
2. Rhus Tox-200
3. Ipecacuanha-200
4. China-200
5. Eupatorium Perfo-200

এই হোমিও ঔষধগুলো একত্রে মিশিয়ে প্রতিদিন তিনবার সেবন করবেন।

*** শুভ বিবাহ ***

গত ২২/১১/২০১৬ তারিখ মোসাম্মাৎ নাসরিন জহুরা, (ইতি), পিতা-মরহুম মোহাম্মদ শহিদুল হক, গ্রামঃ তেবাড়িয়া, উত্তর পাড়া, থানা+জেলা, নাটোর-এর সাথে শাহ মোহাম্মদ তাসকিন আহমেদ (শিশির), পিতা- শাহ মোহাম্মদ হকিব উদ্দিন, ছোট বন গ্রাম, বোয়ালিয়া, রাজশাহী-এর বিবাহ ২,০০,০০১/- (দুই লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৩৮৫/১৬

গত ১০/১২/২০১৬ তারিখ মোসাম্মাৎ তৌহিদ আফরোজ, পিতা-এ,টি,এম, ইকবাল, গ্রামঃ চাপাদাহ পোঃ কুপতলা, থানা+জেলা গাইবান্ধা-এর সাথে শাহ মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, পিতা-শাহ মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, গ্রাম+ডাকঘর, মাজদিয়াড়, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া-এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৩৮৬/১৬

গত ২০/০৯/২০১৬ তারিখ মোসাম্মাৎ হুসনে আরা (স্বর্ণা), পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, গ্রামঃ +পোঃ দিঘাপাতিয়া, থানা+জেলা, নাটোর-এর সাথে মোহাম্মদ রেজাউল করিম, পিতা মৃতঃ মোহাম্মদ লোকমান শেখ, গ্রাম আয়েশ, পোঃ বিয়েশ, জেলা ঃ নাটোর-এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৩৮৭/১৬

গত ১৫/১২/২০১৬ তারিখ মোসাম্মাৎ আশরাফুন্নেসা (আদুরী), পিতা-মোহাম্মদ আক্কাসুর রহমান, গ্রামঃ কিসমত মেনানগর, পোঃ ডাংগীর হাট, থানা-তারাগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর-এর সাথে মীর মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াছে, পিতা-মীর মোহাম্মদ আব্দুল মাওলা, গ্রামঃ শালশিড়ি, পোঃ ফুলতলাহাট, জেলাঃ পঞ্চগড়-এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৩৮৮/১৬

গত ০৮/১২/২০১৬ তারিখ মোসাম্মাৎ মুমতাহানা হক, পিতা- মীর মোহাম্মদ মাজহারুল হক ৪৬২, পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা-১২১৯-এর সাথে মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম খান, পিতা-মোহাম্মদ রহুল আমিন, বামনিসার, দেবিদ্বার, কুমিল্লা-এর বিবাহ ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা মোহরনায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৩৮৯/১৬

গত ০৮/১২/২০১৬ তারিখ মোসাম্মাৎ কুদশীয়া জাকির (মৌ), পিতা-মোহাম্মদ আশফাক হোসেন, বিল্ডিং নং-১৪, ফ্লাট নং ৪০১, জাপান গার্ডেন সিটি লি. মোহাম্মদপুর, ঢাকা-এর সাথে মোহাম্মদ তানভীর আহমেদ তারেক, পিতা-মোহাম্মদ জাফর আহমেদ, ১২/ডি, ৯/৪১ পল্লবী, মিরপুর-এর বিবাহ ৫,৫১,০০০/- (পাঁচ লক্ষ একান্ন হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৩৯০/১৬

গত ০৮/১২/২০১৬ তারিখ মোসাম্মাৎ তাহেরা মাজেদ (রাফা), পিতা-শহীদ ডা: মোহাম্মদ আব্দুল মাজেদ, শাহানা কটেজ, ২৭/২ জাহিদুর রহমান ক্রস রোড, বাগমারা, খুলনা-এর সাথে ডাঃ মোহাম্মদ ইজাজুর রহমান (শুভু), পিতা-মোহাম্মদ শামছুর রহমান, ১৫/১ নিরালা আ/এ খুলনা-এর বিবাহ ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৩৯১/১৬

গত ০৮/১২/২০১৬ তারিখ মোসাম্মাৎ ফেরদৌস জাহান, পিতা-মোহাম্মদ মনতাজ উদ্দিন, নাটাই, ডাকঘর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ৩৪০০ ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর-এর মোহাম্মদ আরিফ আহমদ, পিতা-মোহাম্মদ জাহের মিয়া, তারুয়া মুসলেম পাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ৩,৫০,০০০/-(তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৩৯২/১৬

গত ১৮/১১/২০১৬ তারিখ মোসাম্মাৎ মোবাশ্বেরা বেগম (মোনালেসা), পিতা-মোহাম্মদ সুলতান আহমেদ, সলিমপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম-এর সাথে মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, মিরগাং, যতীন্দ্রনগর, সুন্দরবন, সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৩৯৩/১৬

গত ০৯/১২/২০১৬ তারিখ মোসাম্মাৎ রিনা বেগম, পিতা- মোহাম্মদ মালু মিয়া, তারুয়া, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে মোহাম্মদ আরমান লস্কর, পিতা মৃত আব্দুল ওয়াহেদ লস্কর, ঘাটুরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ৩,৬০,০০০/- (তিন লক্ষ ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৩৯৪/১৬

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

মানব জাতির সুরক্ষায় এক সতর্কবাণী

হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)
১৯০৬ সালে জগদ্বাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে
সতর্ক করে ভবিষ্যদ্বাণী
করেছেন-

তোমরা কি এসব ভূমিকম্প এবং বিপদাবলীর কবল থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবছ ? কখনো না ! সেদিন সকল মানবীয় কার্যকলাপ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়েছে আর তোমাদের এদেশ এসব থেকে নিরাপদ একথা মনে করোনা ! আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা সম্ভবত এর চেয়ে বেশী বিপদের সম্মুখীন হবে।

হে ইউরোপ ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া ! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীরা ! কোন কৃত্রিম খোদা তোমাদের সাহায্য করবেনা। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি, জনপদগুলোকে জনমানবশূন্য প্রত্যক্ষ করছি।

সেই এক অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন এবং তাঁর সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে আর তিনি নীরবে সব সহ্য করেছেন। কিন্তু এখন তিনি রুদ্রমূর্তিতে স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী।

আমি সত্য সত্যই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লুতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করেনা, সে জীবিত নয়, মৃত।”

(হাকীকাতুল ওহী, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ২১৫)

পর্দা সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্-র দিক নির্দেশনা

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, "বোরকা সম্বন্ধে সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, বোরকা যেন জাকজমক ও আরম্বড়পূর্ণ না হয়। বোরকার কাপড় যেন এমন না হয় যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আর এর কাপড় কাটা ও শেলাইয়ের সময় যেন লৌকিকতা অবলম্বন না করা হয়। বরং বোরকা যেন সাদামাটা কাপড় দিয়ে সাধারণভাবে শেলাই করে ঢিলে ঢালা করে তৈরী করা হয়, যাতে শরীরের গঠন বা কাঠামো গোপন থাকে। বোরকা এমনভাবে বানাতে হবে যাতে পর্দার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এবং সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে বোরকাই যেন লৌকিকতার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, আর দেহের গঠন যেন প্রকাশ না পায়।"

"আমি এ খুতবার মাধ্যমে ঐ সকল লোকদের– যারা নিজেদের স্ত্রীকে বেপর্দায় রাখেন তাদের তাকিদ দিচ্ছি এবং তাদেরকে স্বীয় ইসলামের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি। ...মিশ্র মজলিসে মেয়েদের যাওয়া এবং পুরুষদের সামনে নিজেদের মুখ অনাবৃত করা এবং তাদের সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলা ...এই সমস্তই নাজায়েজ কাজ। প্রয়োজনের সময় শরিয়ত তাদের কোন-কোন কাজের স্বাধীনতাও দান করেছে।

...কোন জটিলতাই এমন নয় যে, এর প্রতিকার শরিয়তে রাখেনি। কিন্তু এত বড় পুরস্কার দেয়া সত্ত্বেও যে খোদা তা'লা মানুষের সুবিধার জন্য সর্ব প্রকারের বিধান দিয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তি পর্দা পরিত্যাগ করে তাহলে এর অর্থ সে কুরআনের অবমাননা করে। এরূপ মানুষের সাথে আমাদের কী সম্পর্ক থাকতে পারে? আমাদের জামা'তের মহিলা ও পুরুষদের জন্য এটা ফরজ যে, তারা যেন এরূপ আহমদী পুরুষ ও আহমদী নারীদের সাথে কোন সম্পর্ক না রাখেন।" (খুতবা জুমুআ, ৬ জুন ১৯৫৮)

"হয় পর্দা করতে হবে নয়তো জামা'ত ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেননা আমাদের জামা'তের নিয়ম, কুরআন করীমের কোন আদেশ অমান্য করা যাবে না, হোক সেটা মৌখিক অথবা কার্যত, এরই মাঝে দুনিয়ার হেদায়াত ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল।"

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) বলেন- "কুরআন তাদেরকে (আহমদী মহিলাদের) এই বলে পর্দার হুকুম দিয়েছে, হয় পর্দা করতে হবে নয়তো জামা'ত ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেননা আমাদের জামা'তের নিয়ম, কুরআন করীমের কোন আদেশ অমান্য করা যাবে না, হোক সেটা মৌখিক অথবা কার্যত, এরই মাঝে দুনিয়ার হেদায়াত ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল।" (আল ফযল, ২৫ নভেম্বর, ১৯৭৮)

তিনি নরওয়ের রাজধানী অসলোতে এক অনুষ্ঠানে বলেন- "যে মহিলারা পর্দা করা জরুরী মনে করে না তাদের কাছে আমার প্রশ্ন তারা পর্দা ত্যাগ করে ধর্মের কি সেবা করেছে? এখন কেউ কেউ বলে থাকে আমাদেরকে এখানে পর্দা না করার অনুমতি দেওয়া হোক, এরপর তারা বলবে আমাদেরকে অর্ধ উলঙ্গ হয়ে সমুদ্রে গোসল করার ও বালুতে শুয়ে থাকার অনুমতি দেয়া হোক। আমি বলবো এরপর তারা যেন দোযখে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে, তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে শাস্তি নাযেলের পূর্বে যেন তারা নিজে নিজেই ভাল হয়ে যায়।" (পর্দা প্রগতির দিশারী)

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) নসিহত করে বলেন, "বোরকার মাঝেও যেন কোন সীমাতিরিক্ত ফ্যাশন না করা হয়। প্রত্যেক সভায় আহমদী বাচ্চাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত করুন, আমার বেশি বড় বড় কাজের দরকার নেই, শুধু এই কথাগুলোর উপর দৃষ্টি রাখুন–নামাযের অভ্যাস, পর্দার পাবন্দী, সন্তানদের তরবিয়ত ও বেপরোয়া ফ্যাশন থেকে বাঁচা, এ সকল বিষয়ের তদারকী করবেন। আপনাদের সততা থাকা উচিত। বাইরের পরিবেশের ক্ষেত্রে সন্তানদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন।" (পাক্ষিক আহমদী, ১৫-৩১ ডিসেম্বর, ২০০৪)

আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ করুন

হুযূর(আই.)-এর ৩০শে ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখের খুতবার আলোকে প্রস্তুতকৃত

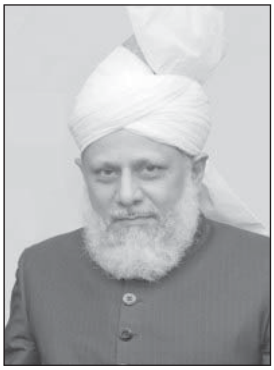

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ(আই.)

১। আমরা কি বয়াতের ১০টি শর্ত গত বছর যথাযথভাবে পালন করেছি?

২। আমরা কি শির্‌ক থেকে মুক্ত থাকার অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পেরেছি?

৩। আমরা কি লৌকিকতামুক্ত আমল করতে পেরেছি? অর্থাৎ মানুষকে খুশি করার জন্য নয় কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্য কাজ করতে পেরেছি?

৪। আমরা কি প্রবৃত্তির সুপ্ত লালসা ও বাসনামুক্ত আমল করতে পেরেছি?

৫। আমাদের নামায, রোযা ও সদকা-খয়রাত ও আর্থিক ত্যাগ স্বীকার, মানবসেবার যাবতীয় কাজ বা ঐশী জামাতের কাজে প্রদত্ত সময় কি কেবল আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছিল? নাকি এসব নিছক লৌকিকতা এবং মানুষকে খুশি করার জন্য আমরা করেছি?

৬। আমাদের মনের সব সুপ্ত-বাসনা খোদাপ্রাপ্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি তো?

৭। গত বছরটি আমরা কি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা পরিহার করে এবং সত্যে অবিচল থেকে অতিক্রান্ত করেছি?

৮। আমরা কি নিজের ক্ষতিসাধন করে হলেও সর্বাবস্থায় সত্য বলার অভ্যাস রপ্ত করতে পেরেছি?

৯। মনের মাঝে নোংরা ও অশ্লিল চিন্তাধারার উদ্রেক করে– আমরা কি নিজেদেরকে এমন সব আয়োজন ও অনুষ্ঠান থেকে বিরত রেখেছি?

১০। টিভি, ইন্টারনেটে পরিবেশিত অথবা এমনসব অন্যান্য অনুষ্ঠান যেগুলো দেখলে অন্তরে নোংরা চিন্তাধারা জন্ম নেয় আমরা কি এসব পরিহার করতে পেরেছি? (যদি এর উত্তর 'না' হলে আমাদের অবস্থা বড়ই করুণ)

১১। আমরা কি কুদৃষ্টি নিক্ষেপের বদঅভ্যাস পরিত্যাগ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি বা করে চলেছি?

১২। আমরা কি বিগত বছরে দুষ্কর্ম ও পাপাচারের যাবতীয় উপলক্ষ্য থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছি? [উল্লেখ্য, মহানবী(সা.) বলেছেন, মু'মিনকে গালি দেয়াও দুষ্কর্ম ও অবাধ্যতা বলে গণ্য।]

১৩। আমরা কি নিজ নিজ গণ্ডিতে সব ধরনের অত্যাচার-অনাচারের পথ পরিহার করতে পেরেছি?

১৪। আমরা কি সব ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পেরেছি?

১৫। আমরা কি সব ধরনের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি? [চরম দুরাচারী এবং পর-নিন্দুক ও পরচর্চাকারীকেও মহানবী(সা.) নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী আখ্যা দিয়েছেন।]

১৬। আমরা কি সব ধরনের বিদ্রোহ ও অবাধ্য আচরণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছি?

১৭। আমরা কি গত বছর নিজেদেরকে রিপুর তাড়না থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছি? (সর্বস্তরে অশ্লীলতা ও সর্বগ্রাসী নগ্নতার এ যুগে রিপুর তাড়না থেকে আত্মরক্ষা করাও একটি জিহাদ।)

১৮। আমরা কি গত বছর দৈনিক পাঁচ বেলার নামায বিনা ব্যতিক্রমে নিয়মিতভাবে আদায় করতে পেরেছি? (কেননা নামায পরিত্যাগ করা মানুষকে শিরক ও কুফরির নিকটবর্তী করে দেয়।)

১৯। আমরা কি বিগত বছরে যথাসাধ্য তাহাজ্জুদ নামায পড়তে সচেষ্ট ছিলাম? [মহানবী(সা.) বলেছেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তে সচেষ্ট থেকো, কেননা এটি খোদা তা'লার পুণ্যবান বান্দাদের বৈশিষ্ট্য ও তাঁর নৈকট্যলাভের উত্তম পন্থা এবং এর অভ্যাস মন্দকর্ম থেকে বিরত রাখে ও পাপমোচন করে। দৈহিক রোগ-ব্যাধি থেকেও মানুষকে এটি রক্ষা করে।]

২০। আমরা কি হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর জন্য নিয়মিত বিনা ব্যতিক্রমে দরুদ পাঠ করেছি ও এখনও করে যাচ্ছি? (বিশ্বাসী মুমিনদের জন্য এটি আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ আদেশ আর দোয়া গৃহীত হবার একটি কার্যকর মাধ্যম।)

২১। আমরা কি নিয়মিত ইস্তেগফার করার অভ্যাস গড়ে তুলেছি?

২২। আমরা কি নিয়মিত আল্লাহ্‌র প্রশংসা গাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলেছি?

২৩। আপন-পর নির্বিশেষে যে কাজ কাউকে সামান্যতম কষ্ট দেয়– আমরা কি এমন আচরণ থেকে বিরত থাকতে পেরেছি?

২৪। আমাদের কথায় বা কাজে কেউ যেন আঘাত না পায়– আমরা কি এমনভাবে বছরটি কাটিয়েছি?

২৫। আমরা কি মানুষের প্রতি ক্ষমা ও মার্জনাসূলভ আচরণ করতে পেরেছি?

২৬। বিগত বছরে বিনয় ও নম্রতা কি আমাদের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল?

২৭। সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে বা বিপদে– সর্বাবস্থায় আমরা কি আল্লাহ্‌র সাথে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছি?

২৮। বিপদাপদের সময় আমরা আল্লাহকে অভিযুক্ত করে ফেলি নি তো?

২৯। সামাজিক কদাচার ও প্রবৃত্তির মোহ থেকে আমরা কি নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি?

৩০। আমরা কি কুরআন শরীফ ও মুহাম্মদ(সা.)-এর নির্দেশাবলী ষোল আনা পালনে সচেষ্ট ছিলাম?

৩১। আমরা কি অহংকার ও আত্মম্ভরিতা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে পেরেছি?

৩২। আমরা অহংকার ও আত্মম্ভরিতা পরিহারের চেষ্টা করেছি কি? (কেননা শিরকের পর অহংকার ও আত্মম্ভরিতা হল সবচেয়ে বড় আত্মিক পাপ।)

৩৩। গত বছরটিতে আমরা কি উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী রপ্ত করার চেষ্টা করেছি?

৩৪। আমরা কি সহিষ্ণুতা ও বিনম্রতার বৈশিষ্ট অবলম্বন করতে সচেষ্ট থেকেছি?

৩৫। গত বছরের প্রতিটি দিন কি আমরা ধর্মসেবায় এবং এর সম্মান ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত করেছি?

৩৬। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার যে অঙ্গীকার আমরা করে থাকি তা সারশূন্য বা বুলি সর্বস্ব নয় তো?

৩৭। আমরা কি ধর্ম সেবাকে নিজেদের ধন-সম্পদের ওপর স্থান দিতে পেরেছি?

৩৮। আমরা কি ধর্মকে নিজ মান-সম্ভ্রমের চেয়েও বেশী মূল্য দিতে পেরেছি?

৩৯। আমরা কি ধর্মকে নিজ সন্তানদের চেয়েও প্রিয়তর জ্ঞান করতে পেরেছি?

৪০। আমরা কি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে সচেষ্ট ছিলাম?

৪১। আমরা কি আমাদের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত করতে সচেষ্ট ছিলাম?

৪২। আমরা কি নিজেদের মাঝে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর একনিষ্ঠ আনুগত্য করার চেতনা চিরজাগরুক থাকার এবং এ চেতনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার জন্য দোয়া করেছি?

৪৩। আমরা কি নিজ সন্তান-সন্ততির মাঝে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর একনিষ্ঠ আনুগত্য করার চেতনা চিরজাগরুক থাকার এবং এ চেতনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার জন্য দোয়া করেছি?

৪৪। হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর সাথে আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্বের ও আনুগত্যের সম্পর্ককে আমরা কি ক্রমান্বয়ে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছি যার তুলনায় জগতের সকল সম্পর্ক তুচ্ছ সাব্যস্ত হয়?

৪৫। আমরা কি গত বছর আহমদীয়া খেলাফতের সাথে নিবিড় ভালবাসা ও আনুগত্যের সম্পর্ক বৃদ্ধি করার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করেছি?

৪৬। আমরা কি নিজ সন্তান-সন্ততিদেরকে আহমদীয়া খেলাফতের সাথে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক গড়ার বিষয়ে বার বার মনোযোগ আকর্ষণ করেছি? আর এদিকে তাদের মন আকৃষ্ট হবার জন্য কি দোয়া করেছি?

৪৭। আমরা কি যুগ-খলীফা ও এ জামা'তের জন্য নিয়মিত দোয়া করেছি?

প্রকাশনায়: আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

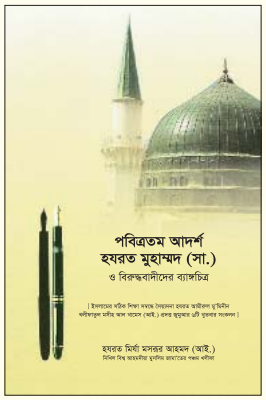

আল্লাহ্ তা'লার অমোঘ রীতি অনুযায়ী আলো এবং সত্য সর্বদা জয়যুক্ত হয়ে থাকে। যারা অহংকারী এবং দাম্ভিক লোক, তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী-রসূলদের বিরোধীতা করে ঠিকই কিন্তু পরিণতিতে খোদার ক্রোধভাজন হয়। একইভাবে, আজও কতক মানুষ এমন রয়েছে, যারা আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরোধীতায় মত্ত আছে। আল্লাহ্‌র সুন্নত অনুযায়ী তাদের পরিণতিও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনই কতক মানুষ বাক-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে ২০০৬ সালে তাদের পত্র-পত্রিকায় মহানবী (সা.)-এর ব্যঙ্গচিত্র মূলক কিছু কার্টুন আঁকে।

২০০৬ সালের ঐ ন্যাক্কারজনক ঘটনার পর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৫ম খলীফা হযরত মীর্যা মসরূর আহমদ (আই.) হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর শান তথা মর্যাদার উপর একাধারে ৫টি খুতবা প্রদান করেন। উক্ত খুতবাগুলি তিনি ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১০, ১৭, ২৪ এবং মার্চ মাসের ০৩ ও ১০ তারিখে প্রদান করা হয়। খুতবার এ বইটিকে সমৃদ্ধ করার মানসে ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৫ সালে প্রদত্ত হুযূর (আই.)-এর আরো ১টি খুতবা সংযোজন করা হলো।

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে উক্ত বইটি সংগ্রহ করে তা পাঠ করার জন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নির প্রতি আকুল আহ্বান জানাচ্ছি।

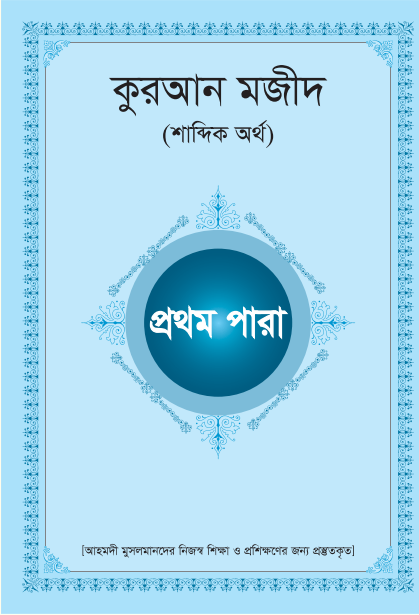

বর্তমান যুগে আমাদের নিকট পবিত্র কুরআন কেবল বাহ্যিকভাবে মূল্যবান বলে পরিগণিত হচ্ছে। অধিকাংশ মানুষই কুরআনের ভিতরে লুক্কায়িত মণি-মুক্তা আহরণের চেষ্টাই করে না। এ কারণে কুরআন মজীদের অর্থ পরিপূর্ণভাবে বুঝার স্বার্থে এই প্রথম আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কুরআন মজীদের প্রথম পারার শাব্দিক অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমানে কুরআন মজীদের প্রথম পারার শাব্দিক অনুবাদ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হল। আশা করি জামা'তের সকলেই এ থেকে উপকৃত হবেন।

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে এটি সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নি যেন এটি অধ্যয়ন করেন, সে আবেদন রইল।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পাক্ষিক **"আহমদী"** পত্রিকার সকল সম্মানিত গ্রাহককে বিনীতভাবে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী জুলাই ২০১৭ থেকে আপনাদের মধ্যে যাদের গ্রাহক চাঁদা ৭৫০ টাকা অর্থাৎ ৩ বছরের অধিক বকেয়া রয়েছে তাদের পত্রিকা আর সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। অতএব নিজ-নিজ গ্রাহক চাঁদা অতিসত্ত্বর পরিশোধ করার বিনীত আহ্বান জানানো হচ্ছে। এছাড়া গ্রাহক সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন–

মোবাইল : ০১৯১২-৭২৪৭৬৯, ০১৭৯৮-০৪০৪৫৮,
০১৭১৭-৯৯৭৩০৬

বিজ্ঞাপণের জন্য যোগাযোগ করুন

ফারুক আহমদ বুলবুল
মোবাইল : ০১৯১২-৭২৪৭৬৯

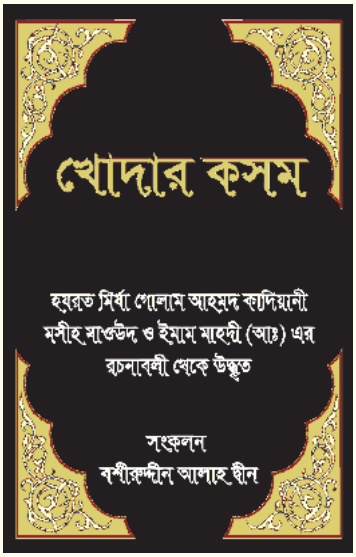

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর রচনাবলী থেকে উদ্ধৃত একটি সংকলন 'খোদার কসম' নামক বইটিতে তিনি (আ.) খোদার নামে কসম খেয়ে তাঁর সত্যতার প্রমাণের জন্য যে কথা বলেছেন তা অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বইটি পড়লে একজন পাঠক স্পষ্টতঃ এটি বুঝতে পারে যে, একজন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হলে কখনো এভাবে খোদার নামে কসম খেয়ে এমন প্রতাপান্বিত কথা বলতে পারে না। ভারতের প্রখ্যাত বশীরুদ্দীন আলাহ দ্বীন সাহেব এ বইটি সংকলন করেন। বর্তমানে বাংলা ভাষাতেও এটি পাওয়া যাচ্ছে। তবলীগের জন্য উপযোগী উক্ত বইটি সংগ্রহ করে তা পাঠ করার জন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নির প্রতি আকুল আবেদন রইল।

New Vol. No. 80 | 2nd Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

31st July, 2017 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

একটু পড়েই দেখি-

"যারা খাবারের বিলটা সবসময়ই নিজে দিতে চায়, তার মানে এই নয় যে, তার টাকা উপচে পড়ছে। এর কারণ সে টাকার চেয়ে বন্ধুত্বকে বড় করে দেখে।"

"যারা আগে ভাগেই কাজ করে ফেলে, এর মানে সে বোকা নয়, আসলে তার দায়িত্বজ্ঞান রয়েছে।"

"যারা ঝগড়া বা বাক-বিতন্ডার পরে আগে মাফ চেয়ে নেয়, সে-ই ভুল ছিল এমনটি নয় বরঞ্চ সে চারপাশের মানুষকে মূল্যায়ন করে।"

"তোমাকে যে সাহায্য করতে চায় সে তোমার কাছে কিছু আশা করে না বরং একজন প্রকৃত বন্ধু মনে করে।"

"কেউ আপনাকে প্রায়ই টেক্সট করে তার মানে এটা নয় যে, তার কোন কাজ নেই, আসলে সে আপনাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে।"

"একদিন আমরা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো, কিন্তু আমাদের আচরণ ও ভালোবাসাগুলো মানুষের হৃদয়ে থেকে যাবে। কেউ না কেউ স্মরণ করবে, এ হচ্ছে সেই মানুষ যার সাথে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কিছু সময় কাটিয়েছি।"

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই

"জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাওক্বিন 'আলা ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতুত্ ত্বাইরানী"

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়
-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

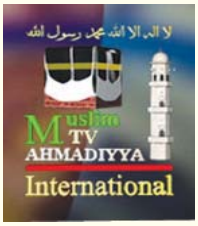

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় বিকাল ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com